মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন সৎকর্মকেই তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি সেটা যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয় *(মুসলিম হা/২৬২৬)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০২৪

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧ ، عدد : ٨، شوال وذوالقعدة ١٤٤٥ هـ/ مايو ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : দক্ষিণ কাজাখস্তানের তুর্কিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত একটি সুদৃশ্য মসজিদ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريــة علميــة دينيــة و أدبيــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৫ হি.
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাং
মে ২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধ :
  - সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(৫ম কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - হজ্জকে কবুলযোগ্য করার উপায় ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - হাদীছ অনুসরণে চার ইমামের গৃহীত নীতি ও কিছু সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ১৩
  - মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(শেষ কিস্তি)* ১৭
    -ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর
  - এলাহী তাওফীক্ব লাভ করবেন কিভাবে? ২৪
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩২
- বিজ্ঞানচিন্তা :
  - ঘুমের কতিপয় সুন্নাতী পদ্ধতি ও আধুনিক বিজ্ঞান ৩৪
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
- অমর বাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- স্বাস্থ্যকথা :
  - তীব্র গরমে স্বাস্থ্য সতর্কতা ৩৮
    -ডা. মেহেদী হাসান মনিম
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :
  - বুদ্ধিমান বালক *-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ* ৩৯
- কবিতা : ৪১
  - প্রার্থনা
  - রক্তে রঞ্জিত ফিলিস্তীন
  - আহ্বান
  - ইসলামের পথে দাওয়াত
- স্বদেশ-বিদেশ ৪২
- মুসলিম জাহান ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ইস্রায়েল কি অপরাজেয়?

হিব্রু ভাষায় ইস্রাঈল অর্থ আল্লাহ্র দাস। এটি হ'ল ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম। বিশ্বের দু'জন নবীর নাম দু'টি করে ছিল। ইয়াকূব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (আঃ)। ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈলের শেষনবী। আরেকজন হলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার অপর নাম আহমাদ। যিনি ছিলেন ইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল বংশীয়। এই বৈমাত্রেয় হিংসার কারণে ইহূদী-নাছারারা চিরকাল মুসলমানদের শত্রু। যেমন আল্লাহ বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের রীতির অনুসরণ কর' *(বাক্বারাহ ১২০)*।

ইহূদী-নাছারা পরাশক্তি প্রভাবিত জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে যবরদস্তীভাবে ফিলিস্তীনের শতকরা ৯৭ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের অধিকাংশকে হতাহত ও বিতাড়িত করে কথিত 'ইস্রায়েল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে বলা হয়েছিল ইস্রাঈল ও ফিলিস্তীন দু'টিই পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে। কিন্তু ইস্রাঈল রাষ্ট্র হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেলেও ফিলিস্তীন আজও পায়নি। ফলে শুরু থেকেই চলছে বিতাড়ন ও রক্তক্ষরণের ইতিহাস। বর্তমানে যা ক্রান্তিকাল চলছে। ইহূদী ও নাছারা উভয় জাতি আল্লাহ্র অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*। এবিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। আর এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করত' *(বাক্বারাহ ৬১)*। এরপরেও তারা দুনিয়ায় কিভাবে বেঁচে থাকবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করা হয়েছে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও মানুষের অঙ্গীকার ব্যতীত। আর তারা নিজেদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের উপর পরমুখাপেক্ষিতা অবধারিত হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কেননা ওরা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত' *(আলে ইমরান ১১২)*।

এখানে ইহূদীদের স্থায়ী লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে। তবে তারা বাঁচবে কেবল দু'ভাবে। এক- আল্লাহ্র অঙ্গীকার। আর সেটি হ'ল তাদের নারী-শিশু এবং সাধক ও উপাসকরা। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। দুই- মানুষের অঙ্গীকার। আর সেটি হ'ল মুসলমান বা অন্যদের সাথে সন্ধিচুক্তি দ্বারা। যেমন তারা এখন টিকে আছে কতিপয় পরাশক্তির উপর ভর করে। সম্প্রতি তারা কয়েকটি মুসলিম দেশের সাথেও সন্ধিচুক্তি করেছে। এভাবেই তাদের পরমুখাপেক্ষিতা প্রলম্বিত হবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত হয়েই থাকবে। একইভাবে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জগত সূদী অর্থনীতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠলেও এবং মারণাস্ত্রের জোরে পরাশক্তির দাবীদার হ'লেও তারা সারা পৃথিবীর মানুষের ঘৃণার পাত্র। কারণ ওরা পথভ্রষ্ট। ওরা শেষনবীকে পেয়েও তাঁকে মানেনি এবং ইসলাম কবুল করেনি। প্রতি রাক'আত ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ প্রতিদিন ওদেরকে 'অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্ট' বলে এবং ওদের পথে না যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের হেদায়াত প্রার্থনা করে থাকে।

মিথ্যা ও প্রতারণা ইহূদী-নাছারাদের মজ্জাগত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে তাদের প্রতারণা ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। যার জন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে উৎখাত করেন। কুরআনে এটাকে 'আউয়ালুল হাশর' বা প্রথম উৎখাত বলা হয়েছে। অতঃপর তাদের শেষ হাশর হবে ক্বিয়ামতের দিন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহূদীরা বিশ্বের কোথাও শান্তির সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। আজও তারা খ্রিষ্টান নেতাদের সহায়তায় মুসলিম বিশ্বের সাথে প্রতারণা করেই চলেছে। কখনো মিত্রবাহিনী সেজে, কখনো জাতিসংঘের সাইনবোর্ড নিয়ে, কখনো গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে নিজেদের জন্য 'ভেটো' ক্ষমতা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে কুক্ষিগত করে তারা বিশ্বব্যাপী শোষণ-নিপীড়ন ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এযুগের হালাকু নেতানেহুর মাধ্যমে ফিলিস্তীনে তারা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে আধুনিক বিশ্বে তার তুলনা কেবল তারাই।

দুঃখ হয় মুসলিম দেশগুলির নেতাদের জন্য। এতকিছুর পরেও তারা ইহূদী-নাছারা পাশ্চাত্য পরাশক্তিকেই ফিলিস্তীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি যদি একযোগে মাত্র একমাস আমেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলিতে তৈল রফতানী বন্ধ রাখে, তাহ'লে এক সপ্তাহের মধ্যে ইস্রাঈলের যুদ্ধের চাকা বন্ধ হ'তে বাধ্য।

অতএব আমরা মনে করি যে, মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক তৈল ও গ্যাস সহ যেসব অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, সেগুলির পরিকল্পিত ব্যবহারে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞের মতে 'আমেরিকার সম্পদ ফুরিয়ে আসছে। বর্তমান শতাব্দীতেই তাদের চূড়ান্ত ধস প্রত্যক্ষ করা যাবে'। বরং এটাই বাস্তব যে, ফিলিস্তীন সহ বিভিন্ন দেশে আমেরিকার দ্বৈতনীতি তার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। আর সেটা খুব সহজেই সম্ভব যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তাদের অস্ত্র ব্যবসার ফাঁদে না পড়ে। বর্তমানে বিশ্বে যে পরিমাণ অস্ত্র রফতানী হয় তার ৩৯ শতাংশ ওয়াশিংটনের। ১৯২৯-১৯৩৯ সালের মার্কিন মহামন্দার দশকে কেবলমাত্র অস্ত্র ব্যবসাই তাদেরকে উদ্ধার করে। যাতে ২য় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কারণ ঘটে। যার ফলে ৫ থেকে ৮ কোটি মানুষ নিহত হয়। 'ট্রুথ আউট'-এর তথ্য মতে, মার্কিন অস্ত্র রফতানীর প্রায় ৪৩ শতাংশ যায় মধ্যপ্রাচ্যে। সেখানে শীর্ষ গ্রাহক হ'ল সউদী আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। যাদের নেতৃত্বে বিগত ৮ বছরে মুসলিম রাষ্ট্র ইয়ামনকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে সেখানে আনুমানিক ৩ লক্ষ ৭৭ হাযার মানুষ নিহত হয়েছে। ২০২২ সালের ৬ই জুনের হিসাব আনুযায়ী ৮০টি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫০টি সামরিক ঘাঁটি এবং ১৫৯টি দেশে মোট ১ লক্ষ ৭৩ হাযার সেনা মোতায়েন আছে। এতে যে বিপুল পরিমাণ মানববিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার হয়, তার জোগানদাতা মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পমালিকেরা। এরাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রণেতা। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী ও বিরোধী দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে এরা সুবিধা লোটে। গত ৭ই অক্টোবরের পর থেকে গাযায় ব্যাপক ভাবে যে বোমা হামলা চলেছে ও অবাধে নারী-শিশু ও অসহায় মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, তা বন্ধের জন্য ১৫ সদস্যের জাতিসংঘ 'নিরাপত্তা পরিষদে' যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র 'ভেটো' দিয়েছে।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামীদের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৫ম কিস্তি)

দুই- দুনিয়াপূজা

সূরা নাযে'আত ৩৭-৩৯ আয়াতের আলোকে আলোচ্য নিবন্ধে উল্লিখিত জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে দুনিয়াপূজা। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম' *(ঐ)*। ইতিপূর্বে সীমালংঘনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষণে জাহান্নামীদের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য দুনিয়াপূজা বা দুনিয়ার মোহ এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

দুনিয়া সম্পর্কে দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তার বক্তব্য : আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে খুবই আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। হাদীছের ভাষায় 'হুলওয়াতুন খাযিরাহ' অর্থাৎ 'সুমিষ্ট ও শ্যামল-সবুজ' করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১] কিন্তু এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময়ে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁৎকারে আসমান-যমীন সব ভেঙ্গে মিছমার হয়ে যাবে। এরপর হাশরের ময়দান হবে। সেখানে সবাইকে একত্রিত করা হবে। বিচার কার্য শুরু পর্যন্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে হবে। অতঃপর বিচার হবে এবং দুনিয়ার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ নেককাররা চিরশান্তি র আবাস, কল্পনাতীত সুখের নিবাস জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অবাধ্য পাপিষ্ঠরা জ্বলন্ত হুতাশন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

যে দুনিয়াকে ঘিরে এত আয়োজন, এত প্রস্তুতি, গগণচুম্বী সব টাওয়ার, যার জন্য পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, দম্ভ-অহংকার, সেই দুনিয়া নিমিষে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষ চিরস্থায়ী আখেরাতকে ভুলে যায়, সে দুনিয়া সম্পর্কে এর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তুলে ধরেছেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বোধগম্য দৃষ্টান্ত। নিম্নে এ সম্পর্কিত মহান আল্লাহ্র বাণীচিত্র বিধৃত হ'ল।-

১. ধোঁকার উপকরণ : পার্থিব জীবনকে আল্লাহ খেল-তামাশা ও ধোঁকার উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফলকাম। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' (*আলে ইমরান ৩/১৮৫*)। পার্থিব জীবনের ধোঁকা থেকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' *(লোকমান ৩১/৩৩; ফাতির ৩৫/৫)*।

২. খেল-তামাশা : তিনি বলেন, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালীন জীবনই উত্তম। এরপরেও কি তোমরা বুঝবে না' *(আন'আম ৬/৩২)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 'এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ব্যতীত কিছু নয়। আর পরকালীন জীবন হ'ল চিরস্থায়ী, যদি তারা জানত' *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، 'পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়। তবে যদি তোমরা ঈমান আনো ও আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৬)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়। যার উপমা বৃষ্টির ন্যায়। যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*।

৩. গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শস্যক্ষেতের ন্যায় : দুনিয়াকে আল্লাহ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলভরা মাঠ এবং আল্লাহ্র হুকুমে নিমিষে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا

১. *মুসলিম হা/২৭৪২*।

www.at-tahreek.com

أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، 'দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন বৃষ্টির পানি, যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর যমীনের উদ্ভিদ সমূহ তার সাথে মিশ্রিত হয়, যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু ভক্ষণ করে। অবশেষে যখন যমীন শস্য-শ্যামল ও সুশোভিত হয় এবং ক্ষেতের মালিক মনে করে যে, এবার তারা ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হবে। এমন সময় হঠাৎ রাত্রিতে বা দিনের বেলায় ঐ ক্ষেতের উপর আমাদের (শাস্তির) নির্দেশ এসে যায়। অতঃপর সেটিকে আমরা খড়-কুটোয় পরিণত করে ফেলি, যেন গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমরা আয়াতসমূহকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য' *(ইউনুস ১০/২৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، 'তুমি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর যে, এটি হ'ল বৃষ্টির পানির মত, যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর তার মিশ্রণে উদ্ভিদ সমূহ উৎপন্ন হয়। পরে তা এমন শুষ্ক হয় যে, বায়ুপ্রবাহ তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(কাহফ ১৮/৪৫)*।

৪. সাময়িক ভোগ্যবস্তু : মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، 'দুনিয়ার এ জীবন সাময়িক ভোগ্যবস্তু বৈ কিছুই নয়। আর নিশ্চয়ই আখেরাত হল চিরস্থায়ী নিবাস' *(মুমিন ৪০/৩৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তাদের আসক্তি সমূহকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র। আর আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম ঠিকানা' *(আলে ইমরান ৩/১৫)*। তিনি আরো বলেন, مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، 'এসব দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু মাত্র। অঃপর আমাদের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। আর তাদের কুফরীর বদলা হিসাবে আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব' *(ইউনুস ১০/৭০)*।

উপরোক্ত কুরআনী বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, দুনিয়া মানুষকে ধোঁকা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে এমন সব উপকরণ, যার মোহে পড়ে মানুষ তার আসল ঠিকানা তথা আখেরাতের কথা ভুলে যায়। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াটা হচ্ছে খেল-তামাশার বস্তু। খেল-তামাশা যেমন সাময়িক তেমনি দুনিয়াটাও সাময়িক।

কৃষকের হাসি ফুটে ফসলভরা মাঠ দেখে। আনন্দাপ্লুত মনে যখন সে পূর্ণ প্রস্তুত ফসল কাটার জন্য, নিজেকে সে ফসলের মালিক মনে করে, ঠিক তখনই নেমে আসে আসমানী গযব, যে গযবে ফসলের মাঠ এমনভাবে ধ্বংস হয় যে, মনে হয় গতকাল এখানে কোন ফসলের চিহ্নও ছিল না। তেমনি এই অনিন্দ্য সুন্দর পৃথিবীও একদিন এমনভাবে ধ্বংস হবে যে, মনে হবে এরকম পৃথিবীর কোন অস্তিত্বও ছিল না।

একশ্রেণীর মানুষ দুনিয়াকে ভোগের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। দুনিয়ার বিলাসিতাই তাদের কাছে মুখ্য। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক' এই শ্লোক যেন এদের বাস্তব জীবনের নিত্যসঙ্গী। যেকোন মূল্যে দুনিয়া কামাই করাই এদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়। হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কাই এরা করে না। যুলম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালায় অধীনস্তদের উপর। ক্ষমতাসীনরা মামলা-হামলা চালায় ক্ষমতহীনদের উপর। বুভুক্ষু মানবতার আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হ'লেও মোড়ল-নেতাদের পাষাণ হৃদয়ে সামান্যতম আঁচড় কাটে না। এসব দুরাচারদের জন্যই তো মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তির চিরন্তন ঠিকানা জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا-

'জাহান্নামীদের দু'শ্রেণীর লোক, যাদের আমি এখনও দেখিনি একদল হ'ল, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। অর্থাৎ অত্যাচার-নির্যাতন করবে। আর একদল হ'ল- ঐ সমস্ত স্ত্রীলোক, যারা পোষাক পরিধান করেও বিবস্ত্র থাকবে। এরা অন্যদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। অর্থাৎ মাথার উপরে উচু করে খোঁপা বাঁধবে। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাওয়া যায়'।[২] অতএব দেশী ও বিশ্ব মোড়লরা এবং আঁটসাঁট পোষাক পরিধানকারিণী বেপর্দা রমনীরা সাবধান।

যারা দুনিয়াকে ভোগের সামগ্রী মনে করে তারা হয় আখেরাতে অবিশ্বাসী নতুবা আখেরাতকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪।*

অথচ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার তুলনায় আখেরাতের আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস যোজন যোজন বেশী। কি পরিমাণ বেশী তা পরিমাপ করার ক্ষমতাও মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। কুরআন-হাদীছের পরিভাষা থেকে যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে আমাদের দেখা ও শুনা সকল বিলাসিতার উর্ধ্বে। এমনকি আমাদের কল্পনারও বাইরে। আল্লাহ বলেন, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'অতঃপর কেউ জানে না তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি লুক্কায়িত আছে তাদের কতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، 'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব সামগ্রী প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি'।[৩]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 'তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতে উত্তম বস্তুর খবর দিব? (আর তা হ'ল) যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা থাকবে অনন্ত কাল এবং থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সার্বক্ষণিক দ্রষ্টা' *(আলে ইমরান ৩/১৫)*। তিনি আরো বলেন أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ 'তোমরা কি আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগবিলাস অতীব নগন্য' *(তওবা ৯/৩৮)*।

যারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 'যারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেয় ও সেখানে বক্রতা তালাশ করে, তারা দূরবর্তী ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে' *(ইবরাহীম ১৪/৩)*।

জান্নাতের অফুরান নে'মত ও জাহান্নামে মর্মন্তুদ শাস্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ থেকেও অনুমান করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا-

'মহান আল্লাহ যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, জিবরীল যাও জান্নাত দেখে এসো। তিনি জান্নাত দেখতে গেলেন (এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যেসমস্ত জিনিস আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন) তা দেখলেন। অতঃপর ফিরে এসে বলেন, হে আমার রব! আপনার ইয্যতের কসম, যে কেউ এ জান্নাতের কথা শুনবে, সে-ই এতে প্রবেশ করবে (প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করবে)। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতকে অপসন্দনীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন। এরপর পুনরায় জিবরীলকে বললেন, হে জিবরীল আবার যাও, জান্নাত দেখে এসো। জিবরীল (দ্বিতীয়বার) জান্নাত দেখতে গেলেন এবং দেখলেন। অতঃপর ফিরে এসে বললেন, হে আমার রব! তোমার ইযযতের কসম, (আপনি জান্নাতে প্রবেশ এমন কষ্টকর করে দিয়েছেন) আমার আশংকা হয় যে, হয়তো কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন জিবরীলকে বললেন, জিবরীল যাও জাহান্নাম দেখে এসো। জিবরীল গেলেন এবং জাহান্নাম (ও এর ভয়াবহ শাস্তি) দেখলেন। ফিরে এসে বললেন, হে আমার রব! আপনার ইয্যতের কসম, যে কেউ এই জাহান্নামের কথা শুনবে, সে কখনো এতে প্রবেশ করবে না (প্রত্যেকেই জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচতে চাইবে)। অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন এবং জিবরীলকে পুনরায় বললেন, জিবরীল আবার জাহান্নাম দেখে এসো। জিবরীল (দ্বিতীয়বার) জাহান্নাম পরিদর্শন করতে গেলেন। এবার ফিরে বললেন, হে আমার রব! তোমার সম্মানের কসম, আমার ভয় হয় যে, একজন লোকও জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বাকী থাকবে না'।[৪]

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১২।*

৪. *তিরমিযী হা/২৫৬০; আবূদাঊদ হা/৪৭৪৪; মিশকাত হা/৫৬৯৬ সনদ হাসান।*

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাঊসের বাসিন্দা হিসাবে কবুল করুন-আমীন!

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সময়সীমা : আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সময়সীমা অতীব নগণ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ– 'আর যেদিন তিনি তাদের একত্রিক করবেন (সেদিন তারা মনে করবে), যেন তারা পৃথিবীতে কেবল দিনের একটা মুহূর্ত অবস্থান করেছিল। সেদিন তারা পরস্পরকে চিনবে। নিশ্চয়ই সেদিন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছিল এবং যারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(ইউনুস ১০/৪৫)*। অন্যত্র এসেছে, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ– قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ– قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'আল্লাহ বলবেন, বছরের হিসাবে তোমরা পৃথিবীতে কতদিন ছিলে? তারা বলবে, আমরা ছিলাম একদিন বা তার কিছু অংশ। অতএব গণনাকারীদের (ফেরেশতাদের) জিজ্ঞেস করুন! আল্লাহ বলবেন, তোমরা সেখানে ছিলে মাত্র অল্প সময়। যদি তোমরা জানতে' *(মুমিনূন ২৩/১১২-১১৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟ 'আল্লাহ্র শপথ! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হ'ল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসমুদ্রের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়। এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক যে, তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসলো'।[৫] অর্থাৎ আঙ্গুলের সাথে আসা এক বা দুই ফোটা পানি পরিমাণ সময়সীমা হচ্ছে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়, আর মহা সমুদ্রের বেহিসাব পানিরাশি হচ্ছে আখেরাতের জীবন। যা অনন্ত, চিরস্থায়ী। *[ক্রমশঃ]*

৫. মুসলিম হা/২৮৫৮; মিশকাত হা/৫১৫৬।

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

আমাদের শাখাসমূহ

১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

হজ্জকে কবুলযোগ্য করার উপায়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ্জ হচ্ছে দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত। যার মাধ্যমে মুমিন যেমন পার্থিব জীবনে কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়, তেমনি পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ করে ধন্য হয়। মানুষের মাঝে পরকালীন চিন্তা প্রবল হয়, হাশরের পূর্বেই একই পোষাক পরে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। অযুত কণ্ঠে একই বাক্য উচ্চারিত হয়। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ভুলে সকলে একই স্থানে পাশাপাশি অবস্থান করে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবতার প্রতি মূল্যবোধ নিয়ে হজ্জ পালনকারী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। নৈতিকতার উচ্চমার্গে পৌঁছে যায় মানুষ। এসব তখনই হবে যখন তার হজ্জ কবুল হবে। এ নিবন্ধে কবুল হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

কবুল হজ্জের পরিচয় : হজ্জে মাবরূর বলতে কবুল হজ্জ বুঝায়। ফৎহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে, الْحَجُّ الْمَبْرُورُ هُوَ: الْحَجُّ الْمَقْبُول الَّذِي لاَ يُخَالِطُهُ إِثْمٌ وَلاَ رِيَاءٌ. 'হজ্জে মাবরূর হ'ল কবুল হজ্জ যাতে কোন গোনাহ বা লৌকিকতা মিশ্রিত হয় না'।[১] কেউ কেউ বলেন, 'হজ্জে মাবরূর' বা কবুল হজ্জ বলতে ঐ হজ্জকে বুঝায়, (ক) যে হজ্জে কোন গোনাহ করা হয়নি এবং যে হজ্জের আরকান-আহকাম সবকিছু (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) পরিপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। (খ) হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর পূর্বের চাইতে ভালো হওয়া এবং পূর্বের গোনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া'।[২]

কবুল হজ্জের ফযীলত :

ইবাদতের মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল হজ্জ সম্পাদন করা। এর মাধ্যমে পূর্বের পাপ যেমন মোচন হয়, তেমনি জান্নাত অবধারিত হয়। হজ্জের ফযীলতের আরো কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ : হজ্জের মাধ্যমে বান্দা সদ্যপ্রসূত নবজাতকের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কাজ করেনি, সে হজ্জ হ'তে ঐরূপ (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন'।[৩] অর্থাৎ সে নবজাতক শিশুর ন্যায় যাবতীয় কাবীরা-ছাগীরা, প্রকাশ্য-গোপনীয় গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসে।[৪] তিনি আরো বলেন, أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهَدَّمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ– 'ইসলাম' তার পূর্বেকার সকল পাপ বিদূরিত করে দেয় এবং 'হিজরত' তার পূর্বেকার সকল কিছুকে বিনাশ করে দেয়। একইভাবে 'হজ্জ' তার পূর্বের সবকিছুকে বিনষ্ট করে দেয়'?[৫]

২. হজ্জ পালনকারীর সাথে পৃথিবীর সবকিছুই তালবিয়া পাঠ করে : হজ্জ ও ওমরা পালনকারীরা আল্লাহ্র মেহমান। তাই তাদের সম্মানে গাছ, পাথর মাটি সবকিছুই তাদের সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا– 'যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত হ'তে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়'।[৬]

৩. হজ্জ দারিদ্র্য দূর করে : বর্তমানে হজ্জ ও ওমরা পালন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে অনেকে খরচের ভয়ে এই ইবাদত পালন থেকে দূরে থাকে। কেউবা দারিদ্র্যের ভয় করে। অথচ হজ্জ ও ওমরা অসচ্ছলতা দূর করে সচ্ছলতা আনয়ন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ – 'তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখো (অর্থাৎ সাথে সাথে কর)। কেননা এ দু'টি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহ সমূহ দূর করে দেয়, যেমন (কামারের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মরীচিকা দূর করে দেয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[৭]

৪. হজ্জ অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিহাদ : জিহাদের মাধ্যমে শাহাদত লাভ করা যায়। শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়, কবরের আযাব মাফ হয় এবং কবরের ফিৎনা থেকে মুক্তি মেলে। কিন্তু সবার পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যেমন নারীদের জন্য জিহাদে গমনের সুযোগ হয় না। তাই তারা হজ্জের মাধ্যমে জিহাদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ نَغْزُوْا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ : لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফৎহুল বারী, ১/৭৮।
২. ফৎহুল বারী ৩/৪৪৬; হা/১৫১৯-এর ব্যাখ্যা।
৩. বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/১৩৫০; মিশকাত হা/২৫০৭।
৪. ফাৎহুল বারী ৩/৩৮২।
৫. মুসলিম হা/১২১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৫১৫; মিশকাত হা/২৮।
৬. তিরমিযী হা/৮২৮; মিশকাত হা/২৫৫০; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৭০।
৭. তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩০; মিশকাত হা/২৫২৪; ছহীহাহ হা/১২০০; ছহীহুত তারগীব হা/১১০৫।

www.at-tahreek.com

رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم– ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিহাদ হ’ল হজ্জ, কবুল হজ্জ। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হ’তে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো হজ্জ ছাড়িনি’।[৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের উপরে ‘জিহাদ’ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে সেখানে যুদ্ধ নেই। সেটি হ’ল হজ্জ ও ওমরাহ’।[৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، ‘বড়, ছোট, দুর্বল ও মহিলা সকলের জন্য জিহাদ হ’ল হজ্জ ও ওমরাহ’।[১০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّيْ ضَعِيفٌ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيْهِ: الْحَجِّ ‘আমি তো ভীতু এবং দুর্বল (আমার উপর কি জিহাদ ফরয)। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছুটে এসো এমন এক জিহাদের দিকে যেখানে কোন কষ্ট নেই। আর তা হ’ল হজ্জ’।[১১]

৫. হজ্জ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত : ইসলামের ইবাদতগুলির মধ্যে হজ্জ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। ঈমান ও জিহাদের পরেই যার স্থান। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَسূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, : قَالَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : حَجٌّ مَبْرُوْرٌ– ‘কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনা। বলা হ’ল, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হ’ল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুল হজ্জ’।[১২]

৬. হাজীগণ আল্লাহর মেহমান : হজ্জ পালনকারীগণ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান। আল্লাহ তাদের দো‘আ কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِيْ، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ– ‘আল্লাহর মেহমান হ’ল তিনটি দল- আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জকারী ও ওমরাহকারী’।[১৩] অন্যত্র তিনি বলেন, الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ، ‘হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান। তারা দো‘আ করলে তিনি কবুল করেন। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন’।[১৪] অপর বর্ণনায় রয়েছে, ‘তারা কোন কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন’।[১৫]

৭. আল্লাহ কর্তৃক হাজীদের প্রশংসা : মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণের সম্মুখে হজ্জ পালনকারীদের উচ্চ প্রশংসা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ ‘আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন আল্লাহ এত অধিক পরিমাণ বান্দা-বান্দীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। ঐদিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন। অতঃপর আরাফাহ ময়দানের হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন ও বলেন, দেখ ঐ লোকেরা কি চায়’?[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ওরা আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ ওদের ডেকেছেন তাই ওরা এসেছে। এখন ওরা চাইবে আর আল্লাহ তা দিয়ে দিবেন’।[১৭]

৮. নিয়তের কারণে হজ্জ না করেও হজ্জের নেকী লাভ : হজ্জের খালেছ নিয়তের কারণে কেউ যদি হজ্জ করতে নাও পারে তথাপি সে হজ্জের পূর্ণ ছওয়াব লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি হজ্জ, ওমরাহ কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হ’ল এবং রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তার জন্য ক্বিয়ামত অবধি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী, হজ্জ ও ওমরাহকারীর পূর্ণ নেকী লিখে দিবেন’।[১৮]

৯. হজ্জে মৃত ব্যক্তিরা ক্বিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠবে : হজ্জের সফরে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ক্বিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থানকালে অকস্মাৎ তার সওয়ারী হ’তে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, ঘাড় মটকে দিল। (যাতে তিনি মারা গেলেন)। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু’কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও; তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তাঁকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত করবেন’।[১৯]

১০. হজ্জের একমাত্র বিনিময় জান্নাত : মুমিনের পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হ’ল জান্নাত লাভ করা। আর কবুল হজ্জের মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। কেননা কবুল

৮. *বুখারী হা/১৮৬১; আহমাদ হা/২৫৫৮৪১; মিশকাত হা/২৫৩৪।*
৯. *ইবনু মাজাহ হা/২৯০১; মিশকাত হা/২৫৩৪; ছহীহুত তারগীব হা/১০৯৯।*
১০. *নাসাঈ হা/২৬২৬; ছহীহুত তারগীব হা/১১০০।*
১১. *মু‘জামুল কাবীর হা/২৯১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭০৪৪।*
১২. *বুখারী হা/১৫১৯; মুসলিম হা/৮৩; মিশকাত হা/২৫০৬।*
১৩. *নাসাঈ হা/২৬২৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭১১২; ছহীহুত তারগীব হা/১১০৯; মিশকাত হা/২৫৩৭।*
১৪. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯২; ছহীহুত তারগীব হা/১১০৯; মিশকাত হা/২৫৩৬।*
১৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; ছহীহাহ হা/১৮২০।*
১৬. *মুসলিম হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/২৫৯৪; ছহীহাহ হা/২৫৫১।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; ছহীহাহ হা/১৮২০।*
১৮. *বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/৪১০০; ছহীহুত তারগীব হা/১১১৪; ছহীহাহ হা/২৫৫৩ ; মিশকাত হা/২৫৩৯।*
১৯. *বুখারী হা/১২৬৬; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭।*

www.at-tahreek.com

হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হ'ল জান্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ, لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ– 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের (ছগীরা গুনাহের) কাফফারা স্বরূপ। আর জান্নাতই হ'ল কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান'।[২০]

হজ্জকে কবুলযোগ্য করার উপায় :

যে কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুলযোগ্য করার জন্য কিছু নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে হজ্জ কবুল হওয়ার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. বিশুদ্ধ নিয়ত : প্রতিটি কাজের শুরুতেই নিয়ত খালেছ করে নেওয়া যরূরী। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে সকল কাজে ইখলাছ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ– 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

নবী করীম (ছাঃ)-কেও আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ইখলাছের সাথে ইবাদত করার জন্য। তিনি বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ، 'বল, আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে' *(যুমার ৩৯/১৪)*।

মুমিনের সব কাজ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ– 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই (অর্থাৎ শরীক না করার ব্যাপারে) আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ৬/১৬২-১৬৩)*।

আর আমলের প্রতিদান প্রাপ্তি নির্ভর করে নিয়তের উপরে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، 'নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে'।[২১] এজন্য ইবনু বাত্ত্বাল (রহ.) বলেন, أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات، 'বিশুদ্ধ নিয়ত ও নেকী লাভের প্রত্যাশা ছাড়া নেক আমল পরিশুদ্ধ হয় না এবং কবুল হয় না'।[২২]

২. রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ : হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য তা সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদিত হওয়া যরূরী। অন্যথা তা কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২৩] তিনি অন্যত্র বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনী বিষয়ে এমন কিছু উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য'।[২৪]

৩. হজ্জের পূর্বে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি : বিশুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদনের জন্য হজ্জের বিধি-বিধান অবগত হওয়া যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ উটের পিঠে বসে কংকর মারার সময় বলেন, لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ. 'তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখে নাও। কেননা আমি জানি না, আমার এ হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করতে পারব কি-না'।[২৫] তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، 'হে মানবমণ্ডলী! আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-নীতি শিখে নাও। কারণ আমি জানি না এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কি-না'।[২৬] অতএব হজ্জের প্রতিটি অনুষ্ঠান সঠিকভাবে খুবই সম্মান ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সম্পাদন করা কর্তব্য। সেই সাথে দৈহিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কেননা শরীর সুস্থ না থাকলে তওয়াফ-সাঈ ইত্যাদি পালন করা কষ্টসাধ্য হবে। আবার আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও হজ্জ সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে হজ্জের পূর্বেই।

৪. হালাল পাথেয়র ব্যবস্থা করা : হজ্জ সফরে গমনের পূর্বে পরিবারের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সফরের জন্য হালাল পাথেয়-এর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। হালাল রূযী ছাড়া কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। ...অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলামেলো ও কাপড় ধুলোমলিন। অতঃপর সে তার দু'হাত আকাশের দিকে তুলে

২০. *বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।*
২১. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।*
২২. *ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৪/২১।*
২৩. *মুসলিম হা/১৭১৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৮।*
২৪. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।*
২৫. *মুসলিম হা/১২৯৭; আবুদাঊদ হা/১৯৭০; ইরওয়াউল গালীল হা/১০৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮২; মিশকাত হা/২৬১৮।*
২৬. *নাসাঈ হা/৩০৬২; ইরওয়া হা/১০৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮২।*

বলে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে তার দো'আ কবুল হ'তে পারে'?[২৭]

৫. সদাচরণ, উত্তম চরিত্র ও সৎকাজে সময় ব্যয় : কবুল হজ্জের মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। সেজন্য তাকে ভদ্র-শালীন হওয়া দরকার। সেই সাথে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، 'তোমরা আল্লাহ্র রঙ (আল্লাহ্র দ্বীন) কবুল করো। আর আল্লাহ্র রঙের চাইতে উত্তম রঙ কার হ'তে পারে'? *(বাক্বারাহ ২/১৩৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ 'নিশ্চয়ই আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২৮] তিনি আরো বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ، 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২৯]

চরিত্রবান ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রিয়। তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا– 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয় যার চরিত্র উত্তম'।[৩০] সুতরাং হজ্জ পালনকারীকে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। অন্যান্য হাজীদের সাথে সদাচরণের পাশাপাশি তাদের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

৬. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা : হজ্জ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যা সমগ্র জীবনে কেবল একবার ফরয। এটা ইসলামের একটি বড় শে'আর বা নিদর্শন। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، 'উপরেরগুলি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশসমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*। সুতরাং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে সঠিকভাবে হজ্জ পালন করা সহজসাধ্য হবে।

৭. আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা : হজ্জের মৌসুমে ও হজ্জ পরবর্তী সময়ে বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকর করা কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، 'অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ কর, বরং তার চাইতেও বেশী স্মরণ' *(বাক্বারাহ ২/২০০)*। তিনি আরো বলেন, فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، 'আর যখন তোমরা আরাফা থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*।

৮. পরকালের কথা অধিক স্মরণ করা :

হজ্জ বান্দাকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা সে হজ্জের জন্য নিজ দেশ ও শহর থেকে বের হয়ে যায় এবং পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হজ্জ পালনকারী সব শোভা-সৌন্দর্য বর্জন করে সেলাইবিহীন কেবল দু'টি সাদা কাপড় পরিধান করে। যা তাকে মৃত্যু পরবর্তী কাফন পরিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান তাকে হাশরের ময়দানে বস্ত্রহীন ও নগ্নপদে সমবেত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এসবের মধ্য দিয়ে সে পরকালীন অবস্থা স্মরণ করে। এভাবে আখেরাতের কথা অধিক স্মরণ করা তাকে অধিক ইবাদত পালনে উদ্বুদ্ধ করে। যা তাকে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হ'তে সহায়তা করে।

৯. আল্লাহ্র জন্য বিনীত হওয়া : হজ্জে বান্দা আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক বিনীত হয়। সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে বের হওয়া, তওয়াফ, সাঈ, আরাফায় দিনে অবস্থান ও মুযদালিফায় রাত্রি কাটানো, জামরায় পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বান্দা স্বীয় রবের নিকটে চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ করে। যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র মহব্বত ও রেযামন্দী অন্বেষণ করে। এই বিনয়-নম্রতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বজায় রাখা কর্তব্য। কেননা এর মাধ্যমে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'।[৩১]

১০. আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা : বান্দার জন্য কর্তব্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করা। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*। তদ্রূপ হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) (উটের পিঠে) একটি পুরাতন জিন ও পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় হজ্জ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর, যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম। অতঃপর তিনি বলেন, اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةَ 'হে আল্লাহ! এ এমন হজ্জ, যাতে কোন লৌকিকতা বা প্রদর্শনেচ্ছা নেই'।[৩২]

---

২৭. *মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*
২৮. *আহমাদ হা/৮৯৩৯; ছহীহুল জামে' হা/২৩৪৯।*
২৯. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৭৮; ছহীহাহ হা/৪৫।*
৩০. *বুখারী হা/৩৭৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৪।*
৩১. *ছহীহুল জামে' হা/৬১৬২; ছহীহাহ হা/২৩২৮।*
৩২. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯০; ছহীহাহ হা/২৬১৭।*

জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় সবকিছু আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়ে বলেন, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ ‘তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহ’লে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে’।[৩৩] অন্যত্র এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, سَلُوا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، ‘তোমরা সবকিছু আল্লাহ্র কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতাও (চাও)। কারণ আল্লাহ তা সহজ না করলে তা (পাওয়া) সহজ হবে না’।[৩৪] তাই আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো‘আ করতে হবে যেন তিনি মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হজ্জ কবুল করেন।

১১. সকল প্রকার অশ্লীলতা পরিহার করা : ইসলামের প্রতিটি ইবাদত মুসলিমকে উত্তম নৈতিকতা অর্জনে সহায়তা করে। মুমিনের জীবনব্যাপী ইবাদতসমূহ তাকে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সচেষ্ট করে। যেমন ছালাত অশ্লীল ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে; ছিয়াম আল্লাহভীরুতা বৃদ্ধি করে; যাকাত আত্মাকে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, কৃপণতা ইত্যাদি থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। আর হজ্জ ইসলামের বড় ইবাদত ও মহান নিদর্শন, যা মুসলিমকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ‘হজ্জের মাসগুলি নির্ধারিত। অতএব যে ব্যক্তি এই মাসসমূহে হজ্জ-এর সংকল্প করবে (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধবে), তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী মিলন, দুষ্কর্ম ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা যেসব সৎকর্ম কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন, আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ’ল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। সুতরাং হজ্জ পরবর্তী সময়েও অশ্লীল কথা-কাজ পরিহার করা, কর্কষ ভাষা ও রূঢ় আচরণ ত্যাগ করা, কোন মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, প্রতিবেশী ও অন্যদের সাথে সদাচরণ করা, পরোপকার ও জনসেবা করার চেষ্টা করা ইত্যাদি সৎকাজ অধিক হারে করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হতে ফিরবে সে দিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন’।[৩৫] হজ্জে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করে খাওয়া-থাকা নিয়ে মুআল্লেমের সাথে ঝগড়া করা; তওয়াফ, সাঈ ও পাথর নিক্ষেপের সময় ঠেলাঠেলি করা; মক্কা থেকে আরাফা, মুযদালিফা ও মিনায় গমনকালে যানবাহনে হুড়াহুড়ি ও অন্যদের সাথে বসচায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি অবশ্যই বর্জনীয়।

কবুল হজ্জের আলামত সমূহ :

হজ্জ কবুল হ’ল কি-না তা বোঝার জন্য নানা নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. দ্বীনী কাজে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অগ্রণী হওয়া : হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে হাজীর মাঝে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন পূর্বের চেয়ে তার চাল-চলন পরিশীলিত হয়, ব্যবহার মার্জিত হয়, ভাষা নম্র হয়। আল্লাহ্র আনুগত্য, রাসূলের অনুসরণে অগ্রণী হয়, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা এবং অধিক হারে তওবা করতে থাকে। পবিত্র ও পরিশুদ্ধ জীবন যাপনই হয় তার একমাত্র ব্রত। এসবই কবুল হজ্জের নিদর্শন।[৩৬]

২. দ্বীনে হকের উপরে অবিচল থাকা : কবুল হজ্জের অন্যতম আলামত হচ্ছে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বীনে হকের উপরে অবিচল থাকা। অতএব মুসলিম হজ্জ থেকে ফিরে আল্লাহ্র আনুগত্যে থাকবে, অবাধ্যতা পরিহার করবে। দুনিয়াবিমুখ হবে এবং আখেরাতের চিন্তায় মশগূল থাকবে। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, وعلامة هذا هو العودة (من الحج) نبذ الدنيا والطموح إلى الآخرة ‘এর (কবুল হজ্জের) নিদর্শন হ’ল, হজ্জ থেকে ফেরার পর দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া’। তিনি আরো বলেন, الحج المبرور: أن يرجع زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، ‘হজ্জে মাবরূর হচ্ছে, হজ্জকারী দুনিয়াত্যাগী ও আখেরাতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’। এর সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্র বাণী, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ‘আর যারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরুতা দান করেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৭)*।

৩. যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকা : কবুল হজ্জের মাধ্যমে হজ্জ পালনকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يهدم مَا كَانَ قبله، ‘ইসলাম, হিজরত এবং হজ্জ মুমিনের বিগত দিনের সকল গুনাহ ধ্বসিয়ে

---

৩৩. তিরমিযী হা/৩৯৭৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪৮, ৩/১৭৬; তারাজু‘আতুল আলবানী হা/৭১, সনদ হাসান।

৩৪. মুসনাদ আবী ইয়া‘লা হা/৪৫৬০; তারাজু‘আতুল আলবানী হা/৩২, সনদ মওকূফ হাসান; যঈফাহ হা/২১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৩৭।

৩৫. বুখারী হা/১৫২১; মিশকাত হা/২৫০৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১৯৭।

৩৬. শায়খ ছালেহ ফাওযান, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২/৪৯৪-৯৫।

দেয়’।[৩৭] সুতরাং গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর সে তাতে ফিরে যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلاَّلاً، ‘সত্বর তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অতএব সাবধান! তোমরা আজকের দিনের পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ো না’।[৩৮]

আর পাপাচার করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ‘সর্বদা গোনাহ থেকে দূরে থাকবে। কেননা গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধ আপতিত হয়’।[৩৯] সুতরাং পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারা কবুল হজ্জের আলামত।

৪. উত্তম মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করা : কবুল হজ্জের আরেকটি নিদর্শন হ’ল হজ্জ পালনকারী আল্লাহ্র উত্তম বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أن يكون الحاج بعد رجوعه خيرًا مما كان، فهذا من علامات قبول الحج، وأن يكون خيره مستمرًا فى ازدياد، ‘হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হাজী পূর্বাপেক্ষা উত্তম হবেন। এটা হচ্ছে কবুল হজ্জের নিদর্শন। আর তার কল্যাণবৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে’। সুতরাং হজ্জের পরে উত্তম মুমিন হ’তে সচেষ্ট থাকা হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত।[৪০]

৫. আনুগত্য বা ইবাদত করার তাওফীক লাভ করা : আল্লাহ্র আনুগত্য তথা ইবাদত অধিকহারে করতে পারার তাওফীক লাভ করা হজ্জ কবুলের অন্যতম নিদর্শন। যেমন হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئةُ بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية، ‘নেক আমলের প্রতিদান হ’ল সেই আমলের পরে আরেকটি ভালো আমল করতে পারা। আর পাপের পরিণাম হ’ল সেই পাপের পরে আরেকটি পাপ করে ফেলা। কারণ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কবুল করে নেন, তখন তাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক্ব দেন এবং তাকে পাপ থেকে দূরে রাখেন’।[৪১]

৬. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা : কবুল হজ্জের নিদর্শন যেমন উত্তম কাজ ও নেক আমল অধিক হারে করা, তেমনি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা। সুতরাং হাত দিয়ে এমন জিনিস ধরবে না এবং পা দিয়ে এমন জায়গায় গমন করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। জিহ্বা দ্বারা এমন কথা বলবে না, যা হারাম। যেমন গীবত-তোহমত করা, মিথ্যা বলা প্রভৃতি। মুখ দ্বারা হালাল ব্যতীত কোন খাবার ভক্ষণ করবে না। এভাবে সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযত করবে।

৭. নেকী অর্জনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া : হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। এই আমলের পরে অন্যান্য সৎকাজ অধিক হারে করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। যার উপমা বৃষ্টির ন্যায়। যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়’ *(হাদীদ ৫৭/২০)*।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ ‘নিশ্চয়ই কিছু লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দু’হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দু’হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন’।[৪২]

আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ‘এরাই দ্রুত কল্যাণ কাজে ধাবিত হয় এবং তারা তার প্রতি অগ্রগামী হয়’ *(মুমিনূন ২৩/৬১)*। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কবরে নেককার ব্যক্তিকে তার নেক আমল বলবে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ্র কসম! আমি জানতাম, তুমি সৎকর্মে ছিলে অগ্রণী ও অসৎকর্মে পশ্চাৎপদ। অতএব আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিন।[৪৩] অতএব নেকী অর্জনে তৎপর হওয়া হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম আলামত।

উপসংহার : হজ্জের জন্য নিজ এলাকা ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে মক্কা মু‘আয্যমায় গমন করতে হয়। সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে শ্রমসাধ্য কষ্টকর বিধান সমূহ পালন করতে হয়। আর এর মাধ্যমে পাপমুক্ত জীবন লাভ করা যায়। পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে এবং জান্নাতে দাখিল হওয়া যায়। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ এই ইবাদত যাতে আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল হজ্জ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৩৭. মুসলিম হা/১৯২; মিশকাত হা/২৮।
৩৮. বুখারী হা/৪৪০৬; মিশকাত হা/২৬৫৯।
৩৯. আহমাদ হা/২২১২৮, মিশকাত হা/৬১; ইরওয়াউল গালীল হা/২০২৬; ছহীহুত তারগীব হা/৫৭০।
৪০. নববী, আল-ঈযাহ ফীল মানাসিক পৃ. ১৭০।
৪১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ১/২৯৯।
৪২. ইবনু মাজাহ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/২২২৩।
৪৩. আলবানী, আহকামুল জানায়েয হা/১০৮।

হাদীছ অনুসরণে চার ইমামের গৃহীত নীতি ও কিছু সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

কোন হাদীছ মুহাদ্দিছদের শর্তসাপেক্ষে ছহীহ প্রমাণিত হ'লে তা আমলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সকল যুগের মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ এবং উছূলবিদগণ একমত পোষণ করেছেন। কেননা হাদীছ যদি কুরআনের মত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হ'তে হবে এবং মুসলিম জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হ'তে হবে। কারণ ইসলাম দলীলভিত্তিক ধর্ম। আর এই দলীল স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। এই দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যই মুসলিম উম্মাহ আদিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ 'বলুন (হে মুহাম্মাদ!) সাক্ষী হিসাবে কোন জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ? আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার এবং তোমাদের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি' *(আন'আম ৬/১৯)*। তদুপরি মু'তাযিলাদের অতি যুক্তিবাদী ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার দূরবর্তী প্রভাবে আহলে সুন্নাহ্র কিছু বিদ্বান 'খবরে ওয়াহিদ' হাদীছকে শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কখনও কখনও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। নিম্নে হাদীছ সম্পর্কে ইসলামের সুবিখ্যাত ৪ জন ইমামের অবস্থান উল্লেখ করা হ'ল এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতার কারণ পর্যালোচনা করা হ'ল।

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহঃ (৮০-১৫০হি.) :

তিনি বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যখন কোন হাদীছ বিশুদ্ধ হবে, তখন সেটাই আমার মাযহাব বলে গণ্য হবে'।[১] তিনি আরও বলেন যে, حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، 'যে ব্যক্তি আমার গৃহীত দলীল সম্পর্কে জানে না তার জন্য আমার কথা উদ্ধৃত করে ফৎওয়া দেওয়া হারাম'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، 'কারও জন্য বৈধ হবে না, আমাদের কোন বক্তব্যকে গ্রহণ করা যতক্ষণ না সে জানে যে আমরা কোথা থেকে তা গ্রহণ করেছি'।[৩] তিনি আরও বলেন, فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، 'নিশ্চয়ই আমি মানুষ, আজ যে কথা বলি, কাল তা থেকে প্রত্যাবর্তন করি'। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, لا (هو أبو يوسف) ويحك يا يعقوب تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، 'তোমার ধ্বংস হোক হে ইয়াকূব (আবূ ইউসুফ)! আমার নিকট যা-ই শুনো, তা-ই লিখ না; কেননা আমি আজ যে মত প্রকাশ করি, কাল তা পরিত্যাগ করি, আবার আগামীকাল যে মত পোষণ করি, পরশুদিন তা পরিত্যাগ করি'।[৪]

তিনি আরও বলেন, إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، 'আমি যদি এমন কোন কথা বলি যা আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র বিপরীত হয়, তাহ'লে আমার কথা তোমরা পরিত্যাগ করবে'।[৫] তিনি বলতেন, لم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا، 'মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতদিন তারা হাদীছের অনুসন্ধানে থাকবে। যখনই তারা হাদীছ ব্যতীত জ্ঞান অর্জন করবে, তখন তারা বিপর্যস্ত হবে'।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أنّ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله، 'কারো জন্য উচিৎ নয় (শরী'আত সম্পর্কে) এমন কোন কথা বলা, যতক্ষণ না সে জানে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আত তা গ্রহণ করে'।[৭]

ইমাম আবূ হানীফা (মৃঃ ১৫০হি.)-এর দু'জন প্রধান ছাত্র আবূ ইউসুফ (মৃঃ ১৮২হি.) এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (মৃঃ ১৮৯হি.) তাঁদের ওস্তাদ তথা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দুই-তৃতীয়াংশ মতের বিরোধিতা করেছিলেন সুন্নাহের অনুসরণের নিমিত্তেই। দলীলের সম্মুখে তাঁরা কখনও নিজের ওস্তাদের মত পরিত্যাগে দ্বিধা করতেন না।[৮] ইমামুল

১. *ইবনু আবিদীন শামী, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুর্রিল মুখতার (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১/৬৭-৬৮, ৩৮৫।*
২. *মুহাম্মাদ ইবনু আলী থানভী, কাশ্শাফু ইছতিলাহিল ফুনূন ওয়াল উলূম (বৈরূত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৬খ্রি.), ১/১৪৬।*
৩. *ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিছ ছালাছাহ আল-আইম্মাহ আল-ফুক্বাহা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, তাবি), পৃ. ১৪৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯১খৃঃ), ২/১৪৭; ছালিহ আল-ফুল্লানী, ইকাযু হিমামি উলিল আবছার (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ. তাবি), পৃ. ৫৩; ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রাইক ও ইবনু আবিদীন, মিনহাতুল খালিক (একত্রে প্রকাশিত) (কায়রো : দারুল কিতাবিল-ইসলামী, তাবি), ৬/২৯৩।*
৪. *আহমাদ বিন সুলায়মান আইয়ূব, মুনতাহাল আমানী বি ফাওয়ায়েদে মুছত্বালাহিল হাদীছ লিল মুহাদ্দিছ আল-আলবানী (কায়রো : আল-ফারূক আল-হাদীছিয়াহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৬০।*
৫. *ইকাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃ. ৬২।*
৬. *কাশ্শাফু ইছতিলাহিল ফুনূন ওয়াল উলূম, ১ম/১৪৬; যাফর আহমাদ ওছমানী থানভী, ই'লাউস সুনান (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ : ২০১৮খ্রি.), ১৯/৫৮।*
৭. *কাশ্শাফু ইসতিলাহিল ফুনূন ওয়াল উলূম, ১ম/১৪৬; যাফর আহমাদ ওছমানী থানভী, ই'লাউস সুনান, ১৯/৫৮।*
৮. *ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (বৈরূত : দারু ছাদির, ১৯৯৪খ্রি.), ৬ষ্ঠ/৩৭৯; তাজুদ্দীন আস-সুবকী, ত্বাবাক্বাতুশ*

www.at-tahreek.com

হারামাইন আল-জুওয়াইনী (৪৭৮হি.) বলেন, استنكف محمد بن الحسن وأبو يوسف عن متابعته في ثلثي مذهبه ووفقا الشافعي في أكثر المسائل، 'মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং আবূ ইউসুফ ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশই অনুসরণ করেননি এবং অধিকাংশ মাসআলায় ইমাম শাফেঈর সাথে একমত পোষণ করেছেন'।[৯]

আহমাদ ইবনু ইউনুস (১৩২হি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, كان أبو حنيفة شديد الاتباع للأحاديث الصحاح، 'আবূ হানীফা (রহঃ) ছহীহ হাদীছের কট্টর অনুসারী ছিলেন'। অনুরূপভাবে ফুযায়েল ইবনু ইয়ায (১৮৭হি.) বলেন, وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، 'যখনই তাঁর (আবূ হানীফা) নিকটে ছহীহ হাদীছভিত্তিক কোন মাসআলা উল্লেখ করা হ'ত, তিনি তা অনুসরণ করতেন'।[১০]

হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ الأشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة - এ আল্লামা ইবরাহীম ইবনু হুসাইন আল-বীরী আল-মাক্কী (১০৯৯হি.) বলেন, إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، 'যদি হাদীছ ছহীহ হয় এবং তা মাযহাবের বিরুদ্ধেও যায়, তবে হাদীছের উপরই আমল করতে হবে। আর সেটাই হবে তার মাযহাব। মুক্বাল্লিদ সেই হাদীছের উপর আমলের দরুন মাযহাব থেকে বেরিয়ে যাবে না। কেননা (ইমাম আবূ হানীফা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হাদীছ ছহীহ হবে, তখন সেটাই আমার মাযহাব'।[১১]

(২) ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহঃ (৯৩-১৭৯হি.) :

তিনি বলেন, ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك 'রাসূল (ছাঃ)-এর পর এমন কেউ নেই যার কথা গ্রহণযোগ্য কিংবা বর্জনযোগ্য'।[১২] তিনি আরও বলেন, إنما أنا بشر، أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة، فاتركوه، 'নিশ্চয়ই আমি মানুষ; আমি ভুলও করি, ঠিকও করি। সুতরাং আমার বক্তব্যের প্রতি নযর রেখ। যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হয়, গ্রহণ কর; আর যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপরীত হয়, পরিত্যাগ কর'।[১৩]

অনুরূপভাবে তাঁর সাথীরাও তাঁর অন্ধ অনুসরণ করেননি। আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্হাব (মৃঃ ১৯৭হি.), ইবনুল মাজিশূন (মৃঃ ২১৩হি.) প্রমুখ খ্যাতনামা মালিকী বিদ্বানগণ অনেক মাসআলায় তাঁদের ওস্তাদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন।[১৪]

(৩) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেঈ রহঃ (১৫০-২০৪হি.) :

তিনি বলেন, إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي، 'যদি তোমরা আমার কিতাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহবিরোধী কোন কথা পাও, তাহ'লে তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কথাকে গ্রহণ কর এবং আমার কথা বর্জন কর'। অপর বর্ণনায় এসেছে, إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي، 'যদি আমার কথার বিপরীতে কোন ছহীহ হাদীছ পাও, তাহ'লে তোমরা হাদীছের উপর আমল কর এবং আমাদের কথাকে পরিত্যাগ কর'।[১৫]

তিনি আরও বলেন, إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بكلامي الحائط (أو وإذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط) 'যদি তোমরা দেখো যে, আমার কথা রাসূল (ছাঃ)-এর কথার (বা হাদীছের) বিপরীত, তাহ'লে তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মোতাবেক আমল করবে এবং আমার কথাকে দেয়ালে ছুড়ে মারবে'।[১৬]

তিনি আরও বলেন, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، 'সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে,

---

শাফিঈয়্যাহ আল-কুবরা (জীযা, মিসর : দারু হিজর, ২য় প্রকাশ : ১৪১৩হি.), ২/১০২; রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুর্রিল মুখতার, পৃ. ১/৬৭।

৯. আল-জুওয়াইনী, মুগীছুল খালক ফী তারজীহিল ক্বওলিল হাক্ক (কায়রো : আল-মাত্বা'আতুল-মিছরিয়াহ, ১৯৩৪খ্রি.), পৃ. ৪৪।

১০. আলাউদ্দীন বুখারী, কাশফুল আসরার শারহু উছূলিল বাযদূভী, ১/১৭।

১১. ইবনু আবেদীন শামী, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুর্রিল মুখতার, ১/৬৭।

১২. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ২/৯২৬।

১৩. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৭৭৫।

১৪. দ্র. ছালাহুদ্দীন মাক্ববূল আহমাদ, যাওয়াবি' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ, পৃ. ৩০০-৩০১।

১৫. আন-নববী, আল-মাজমু' শারহুল মুহায্যাব, ১ম/৬৩; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২০৩।

১৬. যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী, আল-মুসতাখরাজ আলাল মুসতাদরাক লিল হাকেম (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪১০ হি.), পৃ. ১৬; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২০১; শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত-তাক্বলীদ (কায়রো : আল-মাতবা'আতুস-সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হি.), পৃ. ৩২।

যার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাহ স্পষ্ট হয়েছে, তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, কারও কথায় সে সেটাকে পরিত্যাগ করবে'।[১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، 'কারো জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, সে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাহ পাওয়ার পর তা থেকে দূরে থাকবে। সুতরাং আমি যা-ই বলি না কেন কিংবা যে মূলনীতিই অবলম্বন করি না কেন, যদি সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ভিন্নমত থাকে, সেক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর কথাই হ'ল মূল কথা। আর সেটাই আমার কথা'।[১৮]

ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া আল-মুযানী (মৃঃ ২৬৪হি.), ইবনু খুযায়মাহ (মৃঃ ৩১১ হি.), ইবনু সুরাইজ (মৃঃ ৩০৬হি.) প্রমুখ শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত বিদ্বানগণ প্রত্যেকেই সুন্নাহ্র অনুসরণ করতে গিয়ে ইমাম শাফেঈর অনেক ফৎওয়া অনুসরণ করেননি।[১৯]

(৪) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহঃ (১৬৪-২৪১হি.) :

তিনি বলেন, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا (أو لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة) 'তোমরা আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করো না। মালিক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারোরও অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং শরী'আতের আহকাম সেখান থেকেই গ্রহণ কর, যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ থেকে'।[২০]

কিছু ক্ষেত্রে হাদীছের প্রতি আমলে ইমামদের সীমাবদ্ধতা ও তার কারণ :

হাদীছের প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে আমলের কথা বলা হ'লেও আমরা লক্ষ্য করি যে, পূর্ববর্তী ইমামগণের কেউ কেউ শরী'আতের কোন কোন হুকুমের ব্যাপারে নিজস্ব রায়ের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তার বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়া রহঃ (মৃঃ ৭২৮হি.) এর পিছনে ১০টি কারণ উল্লেখ করেছেন।[২১]

যেমন :

(১) তাঁর নিকট হাদীছটি পৌঁছেনি। বিশেষত প্রাথমিক যুগে হাদীছ বিস্তৃতভাবে সংকলিত না হওয়ায় অনেক হাদীছ ইমামদের নিকটে অজ্ঞাত ছিল। ফলে তাঁরা কখনও কখনও ক্বিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কখনও ক্বিয়াসটি হাদীছের অনুকূলে হয়েছে, কখনও প্রতিকূলে হয়েছে। ইমামদের ক্ষেত্রে কিছু হাদীছ বিরোধী আমল ও ফৎওয়া পাওয়ার কারণ মূলতঃ এটিই।

(২) হাদীছটি তাঁর নিকটে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁর কাছে ছহীহ সাব্যস্ত হয়নি। হয়ত তাঁদের নিকটে প্রাপ্ত সূত্রে কোন বর্ণনাকারী যঈফ ছিল কিংবা সূত্র বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অন্য সূত্রে সেটি ছহীহ পাওয়া গেছে কিংবা মুতাবা'আত ও শাওয়াহিদের কারণে হাদীছটি শক্তিশালী হয়েছে। এজন্য কোন কোন ইমাম বলতেন, قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا؛ فإن كان صحيحا فهو قولي، 'এই বিষয়ে আমার ফৎওয়া হ'ল এটি এবং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এভাবে। যদি হাদীছটি ছহীহ হয়, তবে সেটিই আমার ফৎওয়া'।

(৩) কোন হাদীছ তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদে যঈফ ছিল, যদিও তা অপরের নিকট ছিল ছহীহ। এর কারণ ছিল এই যে, হাদীছের বর্ণনাকারী সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সীমানা অনেক বিস্তৃত। ফলে তাঁর নিকট প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক হাদীছটিকে যঈফ হিসাবে ধারণা করেছিলেন, যা আদতে যঈফ নয়। আবার অনেক সময় এমন হয়েছে যে হিজাযের অধিবাসীরা ইরাক বা শামের অধিবাসীদের হাদীছ গ্রহণ করতেন না। কেননা তারা মনে করতেন, এ সমস্ত এলাকার অধিবাসীগণ হাদীছ সংরক্ষণে যত্নবান নন। অনুরূপভাবে কোন কোন ইরাকবাসী শামবাসীদের হাদীছ গ্রহণ করতেন না। এসব কারণে তাদের ইজতিহাদে মতপার্থক্য ঘটেছিল।

(৪) খবরে ওয়াহিদ গ্রহণে শর্তারোপের বিভক্তিও তাদের কাউকে হাদীছ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। যেমন তাদের কেউ শর্তারোপ করেছিলেন যে, হাদীছকে কুরআনের ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে। কেউ শর্তারোপ করেছিলেন যে, জনসম্পৃক্ত বিষয় হ'লে হাদীছটিকে সর্বজনের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ হ'তে হবে। কেউ শর্তারোপ করেছিলেন হাদীছটির ওপর মদীনাবাসীদের আমল থাকতে হবে প্রভৃতি।

(৫) হাদীছটি তাঁর নিকটে পৌঁছেছিল এবং ছহীহ সাব্যস্তও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হাদীছটি সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

(৬) কখনও কোন হাদীছের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে সক্ষম হননি অথবা রাসূল (ছাঃ) যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তিনি সে অর্থ বোঝেননি অথবা শব্দগত অর্থ বুঝলেও পরিভাষাগত অর্থ বোঝেননি। যেমন 'আল-খামর', 'আন-নাবীয' প্রভৃতি শব্দ।

(৭) কখনও কোন হাদীছের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝলেও সঠিক মর্ম বুঝতে পারেননি। যেমন হাদীছের সাধারণ

---

১৭. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৬; ইকায়ু হিমামি উলিল আবছার, পৃ. ৫৮।*
১৮. *ইকায়ু হিমামি উলিল আবছার, পৃ. ১০০।*
১৯. *যাওয়াবি' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ ক্বাদীমান ওয়া হাদীছান, পৃ. ৩০০-৩০১।*
২০. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/১৩৯; শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/২৬৮ ও ইক্বদুল জীদ, পৃ. ২৮,৩২; ইকায়ু হিমামি উলিল আবছার, পৃ. ১১৩।*
২১. *রফ'উল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃ. ৯-৩৪।*

www.at-tahreek.com

কোন নির্দেশ বিষয়টিকে ফরয করে দেয় কি-না প্রভৃতি।

(৮) কখনও হাদীছের মর্মার্থটি অপর হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক ভেবে সেটি হাদীছের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় মনে করেছেন। যেমন হাদীছটির কোন আম বিষয়কে খাছ করা বা মুত্বলাক বিষয়কে মুক্বাইয়াদ করা।

(৯) কখনও হাদীছের মর্মার্থটি সাংঘর্ষিক ভেবে তা দুর্বল কিংবা মানসূখ মনে করেছেন। অথবা কোন হাদীছ ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক ভেবে পরিত্যাগ করেছেন এই ভেবে যে, হাদীছটি গ্রহণ করলে তা হবে ইজমার বিপরীত। অথচ আদতে বিষয়টিতে ইজমা' হয়নি।

(১০) কোন হাদীছ সাংঘর্ষিক মনে করে দুর্বল বা মানসূখ ভাবা। অথচ সেটি অন্যদের নিকট সাংঘর্ষিক নয়। যেমন অনেক কুফাবাসী কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী কোন ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করতেন না। তারা মনে করতেন যে, কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ হাদীছের উপর অগ্রগণ্য। ফলে শাফেঈ বিদ্বানগণ যখন কোন হাদীছ কুরআনকে খাছ করে মনে করেন, তখন একই হাদীছ হানাফী বিদ্বানগণ কুরআনকে নাসেখ (রহিতকারী) ধারণা করেন।

উপরোক্ত কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, প্রাথমিক যুগে বিস্তৃতভাবে হাদীছের সংকলন শুরু না হওয়ায় তাঁদের নিকট অনেক হাদীছ পৌঁছেনি কিংবা পৌঁছলেও হাদীছটি দুর্বল প্রতীয়মান হওয়ায় তারা হাদীছটি গ্রহণ করেননি। এটি তার নিজস্ব অপারগতা বা বোঝার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু দলীল কখনও ভুল হয় না এবং কারো ভুল ইজতিহাদের কারণে হাদীছ পরিত্যক্ত হয় না। সেজন্য তারা সকলেই বলে গেছেন যে, কোন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হ'লে তার উপর নিঃশর্তভাবে আমল করতে হবে। চার ইমামেরই প্রসিদ্ধ মন্তব্য- إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হবে, তখন সেটিই আমার মাযহাব'। ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.), ইমাম আবূ ইউসুফ (১৮২হি.), ইমাম যুফার (১৫৮হি.) প্রমুখ বলেন, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، 'কারো জন্য বৈধ নয় যে, আমাদের কোন ফৎওয়া গ্রহণ করা, যতক্ষণ না কোথা থেকে আমরা সেটি গ্রহণ করেছি তা না জানে'।[২২] ইমাম মালিক (১৭৯হি.) বলেন, ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 'রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত সকল ব্যক্তিরই কথা গৃহীত আবার পরিত্যাজ্যও হয়'।[২৩] ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন, وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه: فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، 'আমরা যদি রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছহীহ হাদীছের খেলাফ কাজ করি, তবে আশা করি সেটি আমাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে না ইনশাআল্লাহ। এটি কারো ক্ষেত্রেই নয়। কেননা ব্যক্তির কোন সুন্নাহ সম্পর্কে অজানা থাকতে পারে এবং সেই কারণে তার ফৎওয়াটি সুন্নাহ্র খেলাফ হ'তে পারে। এমন নয় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছে। কখনও অসতর্কতার দরুন ব্যাখ্যাতেও ভুল করে বসতে পারে'।[২৪] ইমাম আহমাদ (২৪১হি.) বলতেন, ليس لأحد مع الله ورسوله كلام، 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অন্য কারও কথা থাকে না'।[২৫]

ইমামদের এ সকল বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারা প্রত্যেকেই সুন্নাহ্র অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তাদের কোন ফৎওয়া ছহীহ হাদীছ বিরোধী হওয়ার অর্থ সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছ তাঁদের নিকট পৌঁছেনি। আর যে সকল ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পরও তাঁরা গ্রহণ করেননি, তা হয় তাঁদের দৃষ্টিতে ছহীহ ছিল না কিংবা তাঁদের ইজতিহাদ মোতাবেক মানসূখ ছিল।[২৬] সেই সাথে তাঁরা নিজেদের ভুল ইজতিহাদের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং এ ব্যাপারে অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তাঁদের কোন বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হ'লে তার অনুসরণ না করা হয়। সুতরাং তাঁদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করা অসম্ভব যে, তাঁরা নিজেদের কথা বা নীতিকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। নতুবা তাঁরা অনুসরণীয় ইমাম হিসাবেই পরিগণিত হ'তেন না। *[ক্রমশঃ]*

২২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২য়/১৪৭।*
২৩. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম/২৫৭, ২৬৮।*
২৪. *ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃ. ২১৯।*
২৫. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/২৬৮।*
২৬. *দ্র. আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ২৭-৩১।*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(শেষ কিস্তি)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর মা

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) শারঈ ইলমে অত্যুচ্চ আসনে আসীন হয়েছিলেন। তার জ্ঞানগরিমার জন্য ইসলামী দুনিয়া তাকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করে। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে আগত যেসব মনীষী তার বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তারা সকলে তাঁর এ উপাধি একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। ইবনু নাছের দিমাশকী তার 'আর-রাদ্দুল ওয়াফির' গ্রন্থে ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর সময়কালে ও তার পরবর্তীতে যে সকল বড় বড় আলেম তাকে 'শায়খুল ইসলাম' নামে উল্লেখ করেছেন তাদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন।

ইমাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এ সম্পর্কে অনেক মনীষীর উক্তি প্রনিধানযোগ্য। হাফেয ইবনু রজব বলেন, তার আলোচনা যতই করা হোক না কেন তা বাহুল্য হবে না এবং তার কার্যাবলীর বর্ণনা যে ভাষাতেই করা হোক তা কোন বাড়-বাড়ন্ত হবে না। তার এই উঁচু মর্যাদার পিছনে তাঁর মায়ের বড় অবদান ছিল।

শায়খুল ইসলাম একসময় মিশরে আর তার মা শামে অবস্থান করছিলেন। তখন মা ও ছেলের মধ্যে পত্র বিনিময় হ'ত। এমনি একটি পত্রে ছেলে ওয়রখাহি করে মাকে লিখেন:

'আহমাদ বিন তায়মিয়ার পক্ষ থেকে আমার সৌভাগ্যবতী মায়ের প্রতি। মহান আল্লাহ তার অনুগ্রহরাজি দিয়ে তার দু'চোখ শীতল করুন এবং তাকে তার শ্রেষ্ঠ দাসী ও সেবিকাদের একজন করুন।

সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি তোমার সমীপে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি সর্বশক্তিমান। আমি তাঁর কাছে মিনতি করি যে, তিনি যেন দয়া ও করুণা বর্ষণ করেন মুত্তাক্বীদের নেতা শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ পাক তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। তোমার নিকট আমার পত্র প্রেরণের সুযোগ আল্লাহ তা'আলার এক মহা অনুগ্রহ, তাঁর অসীম দান এবং মোটা দাগের করুণা। সেজন্য আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তাঁর নিকট এ অনুগ্রহ বেশী বেশী কামনা করি। আল্লাহ্র অনুগ্রহ তো যখন আসে বেশী মাত্রায়ই আসে, তা গোনাগুনতির ধার ধারে না।

তোমার জানা আছে যে, এ মুহূর্তে আমার এ দেশে অবস্থান কেবলই দ্বীনের খেদমত ও এমন কিছু যরূরী কাজের স্বার্থে, যে কাজগুলো যতই আমাদের থেকে ছাড়া পড়বে ততই আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া বিগড়ে যাবে। আল্লাহ্র কসম! দূরত্বের কারণেই আমি তোমার কাছে ছুটে যেতে পারি না। পাখি যদি আমাকে বয়ে নিয়ে যেত তবে আমি তোমার কাছে উড়ে যেতাম। কিন্তু গায়েবের হাতেই তার বাগডোর। যদি তুমি আমার ভিতরের অবস্থা জানতে পারতে তবে এ মুহূর্তে কেবল সেই উড়ে আসা কামনা করতে। আমিও এই শহরে একটা মাসও বাস করতে চাইতাম না। আল্লাহ্রই সকল প্রশংসা।

আমি বরং প্রতিদিন আমার ও তোমার কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করছি, তুমিও আমার জন্য দো'আ কর মা। আমরা সবাই মহান আল্লাহ্র নিকট দো'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা যে আমাদের জন্য তাঁর রহমত, বরকত ও হেদায়াতের কত দরজা খুলে রেখেছেন তার ইয়ত্তা আমরা করতে পারি না, আমাদের মনেও তাঁর ছবি ভেসে ওঠে না।

আমরা সর্বদাই সফর নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি, আমাদের সব কিছু যাতে কল্যাণকর হয় সেজন্য আল্লাহ্র দরবারে মিনতি করছি। তাই বলে কেউ যেন না ভাবে, আমি তোমার সান্নিধ্য থেকে পার্থিব অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমি তো বরং তোমার সান্নিধ্য থেকে উত্তম নয় এমন দ্বীনী কাজকেও প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু এখানে এমন কিছু বড় বিষয় রয়েছে, যা সম্পাদন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো বরবাদ হ'লে আমাদের ভয় হয় যে, তাতে আম-খাছ সব শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপস্থিত লোকেরা যা দেখতে পায় ও বুঝতে পারে অনুপস্থিত লোকেরা তা দেখতে ও বুঝতে পারে না। কল্যাণ লাভের জন্য বেশী বেশী দো'আ প্রার্থনীয়। কেননা আল্লাহ জানেন, আমরা জানি না। আল্লাহ ক্ষমতা রাখেন, আমরা রাখি না। গায়েবের জ্ঞান একমাত্র তাঁর কাছে।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তোমাদের উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক বেশী বেশী মাত্রায়। শান্তি, দয়া ও মঙ্গল বর্ষিত হোক বাড়ির ছোট-বড় সকলের উপর এবং প্রতিবেশী, পরিবার-পরিজন ও সাথী-বন্ধুদের এক এক করে সকলের উপর। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য। আল্লাহ তা'আলা করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর'।[১]

এ পত্র লেখার প্রায় পঁচিশ বছর আগে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর পিতা ইমাম আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন তায়মিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মায়ের স্নেহ-ভালোবাসার ছায়াতলেই ইমাম ছাহেবের দিন গুযরান হ'তে থাকে। মায়ের প্রতি শায়খুল ইসলামের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যে কত প্রগাঢ় ছিল পত্রে তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৪৮।*

বস্তুতঃ মাকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। কথায় ও কাজে মায়ের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব তুলে ধরতে তিনি ছিলেন অকৃপণ।

মাও ছেলের মতো তীক্ষ্ণ ধী ও ক্ষুরধার বোধসম্পন্ন এবং দ্বীনদার মানুষ ছিলেন। ছেলেকে নিয়ে মায়ের ইচ্ছা ও মনোবাসনা যে কত ইখলাছ ও সততাপূর্ণ ছিল সে কথার আভাস মায়ের লেখা পত্রে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাই তো ছেলে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলতে পারছেন, তার মা রাব্বুল আলামীনের শরী'আতের চাওয়া-পাওয়ার বাইরে একদমই যাবেন না।

মায়ের কাছে ইমাম ইবনু তায়মিয়ার যে পত্র উল্লেখ করা হয়েছে তার ভাষা অত্যন্ত সহজে বোধগম্য। শব্দ চয়নও খুবই সহজ সরল। তারপরও তাতে গভীর জ্ঞানের কথা ফুটে উঠেছে। তিনি পত্রে মাকে উদ্দেশ্য করে যেমন দ্বীন-ধর্মের কথা বলেছেন তেমনি দুনিয়ার কথাও বলেছেন। জীবনপথে চলতে গিয়ে কোন কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং কোন কাজকে নয়, কোনটা লাভজনক কোনটা ক্ষতিকর, কোনটা সার্বজনীন কোনটা ব্যক্তিগতভাবে খাছ তারও উল্লেখ করেছেন। একই সাথে উপস্থিতির আকুতি ও অনুপস্থিতির কারণ তুলে ধরেছেন।

তার চেয়েও বড় কথা, আমরা যদি তার পত্রের ভেতরের তত্ত্ব উদঘাটনে সচেষ্ট হই তবে দেখতে পাব যে, তিনি পত্রটিতে অনেক ক'টি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তার মায়ের নিশ্চয়ই এ পরিভাষাগুলোর সম্যক জ্ঞান ছিল। নতুবা এগুলো ব্যবহারের কোন অর্থ হয় না। এ থেকে তার মায়ের ইলমের গভীরতা অনুমান করা যায়।

আর তিনি জ্ঞানী হবেনই বা না কেন? তিনি তো একটি বিদ্বাজন পরিবারের সদস্য। যে পরিবারে ইবনু তায়মিয়া, তার পিতা, দাদা, নাতি সবাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, সাথে তার চাচা, মামা ও ভাইয়েরাও ছিলেন সুপণ্ডিত। ফলে এ পরিবারটাই ছিল একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায়তন। তাই পারিবারিক পরিবেশেই তার মায়ের জ্ঞানচর্চা অনেক বেশী হওয়া স্বাভাবিক।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর উক্ত পত্রের জবাবে তার মা লিখেছিলেন :

'পুত্র আমার! এমন দায়িত্ব পালন ও কাজের জন্যই আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি। আমি তোমাকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে উৎসর্গ করেছি। দ্বীনের বিধি-বিধান মেনে চলতে আমি তোমাকে শিক্ষাদান করেছি।

বাছা আমার! তুমি ভেবো না যে, দ্বীনের সাথে তোমার সংশ্লিষ্ট থাকা এবং নানান দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তুলনায় আমার কাছে তোমার পড়ে থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয়। বরং বৎস আমার! দ্বীন ও ইসলামের খেদমতে তোমার অবদানের পরিমাণ বিবেচনায় তোমার প্রতি আমার সন্তোষ চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হবে।

পুত্র আমার! কাল ক্বিয়ামতে আমি আল্লাহ্র সামনে তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকা নিয়ে কখনই প্রশ্ন তুলব না। কেননা আমি জানি তুমি কোথায় আছ, কি করছ? তবে হে আহমাদ! তুমি আল্লাহ্র দ্বীনের খেদমত এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারী মুসলিম ভাইদের খেদমতে কোন ত্রুটি ও গাফলতি করলে আল্লাহ্র সামনে আমি অবশ্যই তোমার নিকট কৈফিয়ত তলব করব।

ছেলে আমার! আল্লাহ তোমার প্রতি রাযী-খুশী থাকুন। তোমার জীবনপথকে কল্যাণ দিয়ে ভরপুর করুন। তোমার ভুল-ভ্রান্তি দূর করে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিন। তোমাকে ও আমাকে দয়াময় রহমানের আরশের ছায়াতলে সেদিন একত্রে রাখুন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।[২]

এই মায়ের হিম্মত দেখে হতবাক হ'তে হয়! একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে করে যিনি সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন। বিশেষ একটি লক্ষ্য অর্জনার্থে সন্তানকে লালন করেছেন। সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রতিটি পর্যায়ে সরল-সোজা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এখন সন্তানের পালনীয় ভূমিকার মাধ্যমে বিজয় ও সাফল্য অর্জনের অপেক্ষায় আছেন। এত যে পরিশ্রম, কষ্টভোগ আর ত্যাগ-তিতিক্ষা আগে করা হয়েছে তার সুমিষ্ট ফল লাভের অপেক্ষা বড়ই আনন্দদায়ক।

শায়খুল ইসলামের মা যখন বলেন, *'পুত্র আমার! কাল ক্বিয়ামতে আমি আল্লাহ্র সামনে তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকা নিয়ে কখনই প্রশ্ন তুলব না। কেননা আমি জানি তুমি কোথায় আছ, কি করছ? তবে হে আহমাদ! তুমি আল্লাহ্র দ্বীনের খেদমত এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারী মুসলিম ভাইদের খেদমতে কোন ত্রুটি ও গাফলতি করলে আল্লাহ্র সামনে আমি অবশ্যই তোমার নিকট কৈফিয়ত তলব করব'* তখন সে কথা শুনে বুকের হৃদস্পন্দন থেমে যায়।

শায়খুল ইসলামের মা তাকে এবং সকল বিশ্ববাসীকে এই বার্তা দিচ্ছেন যে, তিনি তার সন্তানকে দ্বীনের সেবক বানানোর মানসে লালন করেছেন। দ্বীনের যাতে হেফাযত হয়, তার মর্যাদা উঁচু হয়, তার বিজয় ও সাহায্য অর্জিত হয় সে চেষ্টা তার ছেলে করবেন। এজন্য শুরু থেকেই তিনি ছেলের জীবনকে শারঈ বিধানের ছকে গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। ফলত তিনি তাকে শারঈ ইলমের তা'লীম দিয়েছেন, শারঈ ধাঁচে তাকে মানুষ করেছেন। এজন্যই এখন তিনি ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন যে, ছেলে যখন নিজেকে দ্বীনের কাজে লাগাতে সমর্থ হবে তখন অন্য সবকিছু কুরবানী করে দ্বীনের কল্যাণে আগুয়ান হ'তে যেন সে মোটেও দ্বিধা না করে। তা সে কুরবানী যত রকমেরই হোক না কেন, এমনকি মায়ের সান্নিধ্যও যেন তার কাছে তুচ্ছ হয়। ছেলে মায়ের সান্নিধ্যে থাকবে, সেটা তো মায়ের নিকট অতি প্রিয়। কিন্তু ছেলে তাঁর রবের ও দ্বীনের সান্নিধ্যে বেশী থাকুক, শায়খুল ইসলামের মায়ের নিকট সেটাই ছিল অধিক প্রিয়। ছেলের দেশে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে সময় ব্যয়

২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৪৮।*

মায়ের কাছে ছেলের অন্য যে কোন কিছু করার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। এজন্যই ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় ছেলের আত্মনিয়োগ ছাড়া মায়ের চূড়ান্ত সন্তোষ আর কিছুতে নেই বলে মা ছেলেকে জানিয়ে দেন। ছেলে দ্বীন ও মুসলমানদের সেবা যতখানি করবে মায়ের সন্তোষও তার উপর ততখানি বর্তাবে। দ্বীন ও মুসলমানদের খেদমতকে মা ছেলের প্রতি তার সন্তুষ্টির মাপকাঠি গণ্য করেছেন, ছেলেকে যা মেনে চলা কর্তব্য। সম্পর্কের মানদণ্ডও দ্বীন ও মুসলমানদের খেদমত, যার বন্ধনে মা ও ছেলে আবদ্ধ থাকবেন। মা ও ছেলের মধ্যকার মমত্ব বা অন্য কিছু তার সন্তুষ্টি ও সম্পর্কের মানদণ্ড নয়।

আমরা যদি মনের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব, মানব মনের লালিত সম্মানজনক চিন্তা-ভাবনা মানুষের জন্য সম্মান বয়ে আনে, আর অসম্মানজনক চিন্তাভাবনা মানুষের জন্য অসম্মান বয়ে আনে। সুতরাং হে পাঠক! আপনি ভাববেন না যে, শায়খুল ইসলামের মায়ের মনে মুহূর্তের জন্য এ কথাগুলো উদিত হয়েছিল। বরং এ ছিল আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় এক পাক-পবিত্র মনের বহু দিনের চিন্তার লালিত ফসল। আমরা কেবল তার শেষ চিত্রটাই দেখতে পেয়েছি।

হয়তো ইমাম ইবনু তায়মিয়ার মায়ের মনের এক ছোট্ট কোণে যে কল্যাণপ্রসূ চিন্তা কার্যকর ছিল তা দৃশ্যত অনেক মোটা মোটা বইতেও মেলে না। যে চিন্তা আমাদেরকে জানান দেয় এক বিরাট প্রতিদানের কথা, যা সন্তান প্রতিপালনের সাথে এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। একই সাথে তা সকল মায়েদের সতর্ক করে যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সন্তান লালন-পালনে তাদের ভূমিকা অকার্যকর থাকা সমূহ ক্ষতির কারণ।

আল্লাহ তা'আলা ইমাম ইবনু তায়মিয়া ও তার মায়ের উপর রহম করুন। আমাদেরকেও তিনি এমন মা ও ছেলে দান করুন যারা দ্বীনের জন্য তাদের ন্যায় ভূমিকা পালন করবেন এবং শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মাতের মাঝে নবজাগরণ ঘটাবেন- আমীন![৩]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর বোন সিতর রাকব (৭৭১ হি.-৭৮৯ হি.)

সিতর রাকব ছিলেন ছহীহ বুখারীর বিশ্ব বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র লেখক হাফেয আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর সহোদর বোন। বয়সে তিনি ভাইয়ের থেকে তিন বছরের বড় ছিলেন। তার পিতা আসক্বালানের বাসিন্দা ছিলেন। আসক্বালান মিশরের একটি বিখ্যাত শহর।

তিনি ছিলেন এমন এক নারী, যিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অনন্য জীবন যাপন করে গেছেন। তার নামটাও ছিল অনন্য। এ নামের পিছনে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। তার পিতা নূরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাজার আসক্বালানী হজ্জের উদ্দেশ্যে তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে মিশরীয় এক কাফেলায় শরীক হন। পথিমধ্যে তার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। কাফেলার একটি আরবী প্রতিশব্দ 'রাকবুন'। আল্লাহ বলেন, وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ 'আর কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নাঞ্চলে' *(আনফাল ৮/৪২)*। আরবীতে 'রাকব' বলা হয় এমন কাফেলাকে যার লোকসংখ্যা ১০ বা ততোধিক। আর 'সিত' অর্থ ছয়। 'সিতর রাকব' অর্থ কাফেলার ষষ্ঠজন। এভাবে রাকব বা কাফেলার চলার পথে তার জন্ম হওয়ায় মাতাপিতা তার নাম রাখেন 'সিতর রাকব'। তবে তাকে সবাই উম্মু মুহাম্মাদ বা মুহাম্মাদের মা নামে ডাকত। সিত'র রাকবের মাতাপিতা উভয়েই বড় আলেম ছিলেন। অল্প বয়সেই পিতা তাকে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। তিনি মেয়েকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে নিজ হাতে মেয়েকে বড় আলেম করে তোলার ফুরসত দেয়নি। মেয়ের মাত্র সাত বছর বয়সে ৭৭৭ হিজরীতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে রবের সান্নিধ্যে গমন করেন। তবে তিনি ছোট্ট মেয়ের মনে জ্ঞানের পিপাসা জ্বেলে দিয়ে যান। রেখে যান মূল্যবান পুস্তকের এক সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। ইতিমধ্যে তার মাও মৃত্যুবরণ করেন।

বিস্ময়কর মেধার অধিকারী এই বোন একাধারে ছিলেন পড়ুয়া ও লিপিকার। পিতৃমাতৃহীন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর জগৎজোড়া প্রসিদ্ধির পিছনে এই মহিয়সী নারীর সবিশেষ অবদান ছিল। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার প্রশংসায় বলেছেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন আমার মা। তিনি অনেক স্থানের বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। ইবনু হাজার (রহঃ) তার বোনের শিক্ষকদের তালিকায় মিশর, মক্কা, দিমাশক ও বালবাক শহরের আলেমদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাকে জ্ঞান বিতরণের অনুমতিও যে তারা দিয়েছিলেন, সে কথাও তিনি বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমার বোন ছিলেন একজন লিপিকার। *[সে যুগে ছাপাখানা ছিল না। লিপিকারগণ হাতে বই লিখতেন। ফলে সমাজে লিপিকারদের আলাদা মূল্য ছিল।]* কুরআনের অনেকখানি তার মুখস্থ ছিল। বই-পুস্তকও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেছিলেন। বিদ্যাজনিত অভিজ্ঞতাও তার অনেক ছিল। ছোট ভাই ইবনু হাজারের উপর বোন সিত'র রাকবের বিরাট প্রভাব ছিল।

মাত্র ২৮ বছর তিনি হায়াত লাভ করেছিলেন। এত অল্প বয়স সত্ত্বেও তিনি তার ভাই ইবনু হাজার আসক্বালানীকে হাদীছ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আলেম বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বীয় সহোদরকে একজন খ্যাতনামা জ্ঞানী হিসাবে গড়ে তুলতে সিত'র রাকবের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সেসকল নারীর জন্য অনুপ্রেরণা ও দিশারী হয়ে থাকবে যারা নিজেদের সদাই ক্ষুদ্র ও অযোগ্য ভাবেন কিংবা সময়ের সংকীর্ণতার অজুহাত

৩. *ইমাম ইবনু তায়মিয়ার আসল নাম আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম। ৬৬১ হিজরীর ১০ রবীউল আউয়াল তারিখে হাররান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৪/৬৫ বছর বয়সে ৭২৮ হিজরীর ২০ যিলক্বদ তারিখে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক তার চিন্তাধারার প্রভাব আজও বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতেও তা প্রেরণা যুগিয়ে যাবে। তার রচিত ও সংকলিত বইয়ের সংখ্যা ৫০০ এর অধিক বলে উল্লেখ করা হয়। বহু খণ্ডে রচিত মাজমূ'উল ফাতাওয়া তাকে অমর করে রেখেছে।*

তোলেন, অথবা দোহাই দেন যে, কাজের অত্যধিক চাপে, স্বামী-সন্তান-ঘর শামলিয়ে তাদের পক্ষে কোন কিছু কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না।

সিত'র রাকবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে খুব অনুকূল ছিল তা মোটেও নয়। তারও দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যস্ততা যথেষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার সামর্থ্য ও সময় কাজে লাগাতেন। স্বামী ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালনে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করতেন না।

এতদসঙ্গে ছোট ভাই ইবনু হাজার আসক্বালানী যাতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারেন সেজন্য তিনি তার পিছনে সযত্ন প্রয়াস পেয়েছেন। ছোট ভাইয়ের প্রতি তার স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। পিতার মৃত্যুকালে ভাইয়ের বয়স ছিল ৪ বছর। তিনি নিজেও ছিলেন ছোট। ছোট হয়েও তিনি ভাইটিকে মায়ের মমতায় আগলিয়ে রাখেন। ভাইকে পড়ানোর দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, তার পিতার একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল। তাতে অনেক নামী দামী বই ছিল। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে বই-পুস্তক ছিল খুবই সীমিত, দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান। কারণ সে যুগে বই হাতে লেখা হ'ত। যাকে বলা হয় পাণ্ডুলিপি- আরবীতে 'মুসওয়াদ্দাহ'। এসব পাণ্ডুলিপি কালেকশনের জন্য সমাজের আমীর, শাসক ও জ্ঞানপিপাসু মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

সিত'র রাকবের পিতা কেবল পারিবারিক লাইব্রেরীই রেখে যাননি তিনি সন্তানদের জন্য মোটা অঙ্কের সম্পদও রেখে গিয়েছিলেন। যেহেতু সিত'র রাকব অবিবাহিত ছোট্ট মেয়ে ছিলেন সেহেতু তার পক্ষে এসব বই বেঁচে পয়সাকড়ির মালিক হওয়া বিচিত্র কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি সেসব না করে লাইব্রেরী হেফাযতের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ছোট ভাই যাতে লাইব্রেরী ব্যবহার করে জ্ঞানার্জন করতে পারেন সেজন্য তার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

শুধু লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধান ও ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তা তার জন্য যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু তিনি এসব করেও ছোট ভাইয়ের পড়ানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন ছোট ভাই ইবনু হাজার আসক্বালানীর প্রথম শিক্ষক। সুশিক্ষিত যোগ্য বোনের আঁচলতলে শিক্ষালাভে ইবনু হাজার আসক্বালানীর জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে গিয়েছিল। আল্লামা আসক্বালানী বলেন, আমার বোন ছিলেন আমার উপকার করতে সদা মুক্তহস্ত, আমার উপর অত্যন্ত সদয় এবং আমাকে চোখে চোখে রাখতে সদা তৎপর। আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদানে সিক্ত করুন। তার বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও আমি তার থেকে লাভবান হয়েছি, তার বিনয়-নম্র আচরণ আমাকে উপকৃত করেছে।[৪]

৪. *আল-জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার ফি তারজামাতি শায়খিল ইসলাম ইবনে হাজার ১/১১৪।*

তিনি মৃত্যুবরণ করলে ইবনু হাজার (রহঃ) তার বিচ্ছেদে খুবই মর্মাহত ও ব্যথিত হন। একটি কাছীদা বা গীতিকবিতায় তিনি শোকার্ত হৃদয়ে বলেছেন,

আমি কাঁদছি সেই দুর্লভ গুণাবলীর অধিকারিণীর জন্য, কি করে মাটি তার অনুগ্রহ ও মায়ামমতা থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দিল!

আমি কাঁদছি সেই সহিষ্ণু, বিদূষী, সতী-সাধ্বীর জন্য যার সাথে যুক্ত হয়েছিল হেদায়াতের মর্যাদা ও বুদ্ধির ঝলকানি।

আমি কাঁদছি সেই শাখা-প্রশাখার জন্য, যা সমূলে উপড়ে পড়েছে, অথচ আজও আমি তার ফুল-ফল চয়ন করতে পারিনি।

ভগ্নি আমার! তোমাকে হারিয়ে আমি হারিয়েছি আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা। তাই তোমার দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর আমার সকল সম্পদ আমি তোমার স্নেহের খাতিরে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি।[৫]

কাযী শুরাইহ (রহঃ)-এর শ্বাশুড়ি

কাযী শুরাইহ ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় তাবেঈ। যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ, মহাসম্মানের অধিকারী, উঁচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহাজ্ঞানী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ও বিচার কাজে সর্বাধিক জ্ঞাত। প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দানে তার জুড়ি মেলা ভার। তার পিতার নাম হারিছ আল-কিন্দী।

জাহেলী যুগে বনু কিন্দা গোত্রে তার জন্ম। নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ইসলামের ছায়াতলে এসেছিলেন। ইসলামী জীবনকাল তার অত্যন্ত সুন্দর ছিল। ইসলামী আইনশাস্ত্রে তার চূড়ান্ত ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়েছিল।

ঘটনাক্রমে আমীরুল মুমিনিন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) তার ইনছাফপূর্ণ বিচারের নমুনা স্বয়ং নিজের বেলায় প্রত্যক্ষ করে তাকে বিচারক পদে নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত দেন। বিচারককে তখনকার দিনে কাজী ও মুন্সিফ বলা হ'ত। তাকে কূফার বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ পদে তিনি ৭৫ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তার থেকে অবিচার ও দুর্নীতির কোন একটা ঘটনাও ঘটেনি। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। শতায়ু এই তাবেঈ ৮৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. *হাফেয আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ৭৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫২ হিজরী মোতাবেক ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা দেড় শতাধিক। তন্মধ্যে ফাতহুল বারী, বুলূগুল মারাম, আল-ইছাবাহ ফী তামিয়িযিছ ছাহাবা, নুখবাতুল ফিকার, তাহযীবুত তাহযীব, তা'লীকুত তা'লীক, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, আত-তালখীছুল হাবীব, তাজীলুল মানফাআত, সিলসিলাতুয যাহাব, আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ ফিয-যাব্বি আন মুসনাদি আহমাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

বংশলতা অনুসারে তার নাম শুরাইহ বিন হারিছ বিন ক্বায়েস বিন জাহাম। তার গোত্রের নাম বনু কিন্দা। লোকসমাজে তার দূরদর্শিতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দানের বিষয়টি সুবিদিত ছিল। ফলে তার সম্পর্কে জানাশোনা লোকেরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে তার পরামর্শ না নিয়ে হাত দিতেন না। তিনি যে মত দিতেন তাই তারা সঠিক ও চূড়ান্ত বিবেচনা করে কাজ শুরু করতেন।

বিখ্যাত হাদীছ বর্ণনাকারী কূফাবাসী তাবেঈ আবু আমর আমের বিন শুরাহবিল ছিলেন তার বন্ধু। কূফা শহরে তার জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি ছিল। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তি শা'বী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিয়ে করার ইচ্ছে করলে তার পরামর্শ কামনা করেন। তিনি তাকে বললেন, 'বনু তামীম গোত্রের মেয়ে ছাড়া তুমি বিয়ে করো না। আমি দেখেছি, তারা খুব বুদ্ধিমতী, আদব-আখলাকে সুন্দর, সতীসাধ্বী, স্বামীর সাথে উত্তম ব্যবহারকারী এবং স্বামীর প্রতি অনুগতপ্রাণ'।

কাজী শুরাইহ নিজেও বনু তামীমের যয়নাব নাম্নী এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। পূর্বপরিচয় ও জানাশোনা ছাড়াই আল্লাহ তাকে এমন এক সুন্দর স্ত্রী জুটিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাচক্রে একদিন দুপুরবেলা তিনি এক জানাযার ছালাত শেষে বাড়ী ফিরছিলেন। দুপুরের প্রচণ্ড গরমে সবাই ছায়ায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছিল। তিনি তখন বনু তামীমের একটা বাড়ীর পাশ দিয়ে নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই দেখতে পেলেন বাড়ীর দরজায় এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার পাশে এক তরুণী। রাস্তা ছেড়ে তিনি বৃদ্ধার দিকে গেলেন। দৃশ্যত তিনি তাদের কাছে পানি পানের আরয করলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি চাইছিলেন তরুণীটির খোঁজ নিতে।

বৃদ্ধা বলল, কি ধরনের পানীয় তোমার পসন্দ? তিনি বললেন, যা জোটে। বৃদ্ধা তখন তরুণীটিকে বলল, 'ওহে মেয়ে! তাকে দুধ এনে দাও। আমার মনে হচ্ছে লোকটা ভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে'। এবার তিনি মেয়েটির খোঁজ নিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তরুণীটি কে? বৃদ্ধা বলল, বনু হানযালা গোত্রের যয়নাব বিনতে হুদাইর। তিনি বললেন, বিবাহিত, না অবিবাহিত? বৃদ্ধা বলল, অবিবাহিত। তিনি বললেন, আপনি কি তাকে আমার সাথে বিয়ে দিবেন? সে বলল, তুমি যদি তার কুফু বা যোগ্য হও তাহ'লে হবে।

এরই মধ্যে দুধ চলে এলো। শুরাইহ তা পান করে ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লেন। ইচ্ছে ছিল দুপুরের দিবানিদ্রাটা একটু সেরে নিবেন। কিন্তু তরুণীর ভাবনা তার অন্তরে জেঁকে বসেছিল। ফলে ঘুমানো আর হ'ল না। যোহর ছালাত শেষে গায়ে চাদর জড়িয়ে তিনি বের হ'লেন। উদ্দেশ্য স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য লোকের সাথে সাক্ষাৎ এবং বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা। হয়তো তারা তরুণীটির চাচার সাথে কথা বলে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। খবর পেয়ে মেয়েটির চাচা তাদের সাথে দেখা করতে এলো এবং শুরাইহকে বলল, আবু উমাইয়া! তুমি কি বলছ? তিনি বললেন, যয়নাব তো আপনার ভাতিজী। সে বলল, তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চাও? যাহোক, শুরাইহের সাথে চাচা তার ভাতিজিকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

শা'বী বললেন, আবু উমাইয়া! তাহ'লে আপনার শ্বশুরকূল বনু তামীমের কোন একটা মেয়েকে আমার জন্য পসন্দ করুন। আপনি যাকেই নেককার ও আমার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করবেন আমি তাতেই রাযী। শুরাইহ বললেন, বনু তামীমের মধ্যে এমন কোন উপযুক্ত অবিবাহিত মেয়ে পাওয়া গেলে তুমি তো হবে মহাভাগ্যবান। আল্লাহ ভরসা, তিনিই ব্যবস্থাকারী।

শা'বী বললেন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তামীম বংশীয় স্ত্রীকে নিয়ে আপনি খুবই সুখী ও ভাগ্যবান।

তিনি বললেন, আসলেই তাই। আমি তোমাকে কিছু লুকাব না। বিয়ের পর আমার মধ্যে কিছুটা অনুশোচনাই দেখা দিয়েছিল। আমি খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছিলাম। আমার মনে ভেসে উঠতে লাগল বনু তামীমের মহিলাদের মধ্যকার অহংকার, দেমাগ ও কঠোর মন-মানসিকতার কথা। ভাবতে লাগলাম, আমি আরবের সবচেয়ে নিঠুর মনা বদরাগী কাউকে বিয়ে করে ফেললাম না তো? আমার মন তাকে তালাক দেওয়ার জন্য বার বার ফুসলাচ্ছিল। পরে আমি সিদ্ধান্ত নেই তার কাছে যাব- তারপর যদি দেখি ভালো এবং আমার ভালো লাগা কিছু তার মাঝে পাই তাহ'লে তাকে রেখে দেব, না হলে ছেড়ে দেব। কিন্তু আমার এ অনুশোচনা যথার্থ ছিল না।

ওহে শা'বী! বনু তামীমের মহিলারা যখন তাকে আমার কামরায় দিয়ে গেল তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে তবে তোমার মন খুশিতে ডগমগ করে উঠত। সে ঘরে এলে আমি সুন্নাত অনুযায়ী আমলের প্রস্তুতি নিলাম। আমি ওযূ করে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করলাম। সেও উঠে গিয়ে ওযূ সেরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল।

তারপর তার সাথী কিশোরী মেয়েরা এসে আমার পরিধেয় কাপড় বদলে নিল এবং আমাকে যাফরান রঙের একটা কমপ্লিট (আরবীতে 'হুল্লাহ') পরিয়ে দিল। তারা চলে গেলে আমরা দু'জন যখন একান্তে হ'লাম তখন আমি তার দিকে হাত বাড়ালাম। সে বলল, একটু থামুন। তারপর সে যা বলেছিল তার কিছু নিম্নরূপ: আমি আপনার কাছে একটা অপরিচিত মেয়ে। আপনার স্বভাব-চরিত্র, রুচি-মর্জির কিছুই আমার জানা নেই। আপনার যা পসন্দ তা আমাকে বলুন, আমি সেগুলো করব। আর যা পসন্দ নয় তা আমি করব না। আপনার বংশের মধ্যে এমন মেয়ে আপনার জন্য ছিল, যাকে আপনি বিয়ে করতে পারতেন। আমারও নিজ বংশের কাউকে না কাউকে বিয়ে করার সুযোগ ছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন কোন ফায়ছালা করেন তা তো না হয়ে পারে না। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন আপনি তাই করুন- হয় ভালো মনে রেখে দিন, অথবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দিন।

এই কথাগুলো শুনে ওহে শা'বী! আমাকেও কিছু বলতে হ'ল।

আমি বললাম, তুমি এমন কিছু কথা বলেছ যদি তুমি তাতে অবিচল স্থির থাক তবে তা হবে আমার সৌভাগ্যের বাহন। আর যদি তুমি তার ব্যতিক্রম করো তবে তা তোমার বিরুদ্ধে যাবে। আমি এই এই জিনিস পসন্দ করি এবং এই এই জিনিস অপসন্দ করি। ভালো কিছু দেখলে তুমি তা বলবে, আর খারাপ কিছু দেখলে তা গোপন রাখবে।

সে বলল, আপনার শ্বশুর বাড়ির কেউ বেড়াতে এলে আপনি তা কতটুকু ভালো মনে নিবেন? আমি বললাম, তাদের যখন মনে চায় আসবে। আমার শ্বশুরকূল আমাকে বিব্রত করবে এমনটা আমি চাই না।

সে বলল, আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে কার সঙ্গে আপনার সখ্যতা আছে, আর কাকে আপনি অপ্রিয় জানেন? আমি বললাম, অমুক অমুক পরিবার ভালো এবং অমুক অমুক পরিবার খারাপ।

আল্লাহ্‌র কসম হে শা'বী! সে রাতটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা রাত। আমি তার কাছে তিন দিন কাটালাম। তারপর বিচারালয়ের কাজে যোগ দিলাম। আমি খেয়াল করছিলাম, যে দিনটা কাটাচ্ছি তা বিগত দিন থেকে উত্তম কাটছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার ছিল যে, তার মা এক বছরের মাথায় আমাদের দেখতে এসেছিলেন। আদালত থেকে বাড়ী ঢুকে আমি এক বৃদ্ধার আওয়াজ শুনতে পেলাম, তিনি আমার স্ত্রীকে কিছু আদেশ-নিষেধ করছেন। আমি সালাম দিলাম। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীকে কেমন পেয়েছ? বললাম, উত্তম স্ত্রী, উপযুক্ত সঙ্গিনী, আপনি তাকে খুব ভালোমতো আদব-আখলাক শিখিয়েছেন। জাযাকাল্লাহু খায়রান- আল্লাহ আপনাকে উত্তম বদলা দিন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়া! কোন মহিলার মাঝে খুব খারাপ অবস্থা কেবল দু'টি সময়ে দেখা যায়। এক. যখন সে সন্তান জন্ম দেয়। দুই. যখন সে স্বামীর উপর খবরদারী করে। সুতরাং যখন তুমি সন্দেহের দোলায় দুলবে তখন চাবুক হাতছাড়া করবে না। আল্লাহ্‌র কসম! পুরুষরা তাদের ঘরে ত্রাস সৃষ্টিকারী, খবরদারিকারী তেজি মহিলা থেকে খারাপ আর কিছু স্থান দেয় না। তিনি আমার বাড়ীতে প্রতি বছরের মাথায় একবার আসতেন এবং আমাকে একই নছীহত করতেন।

শুরাইহ বলেন, আমার স্ত্রী আমার সাথে বিশ বছর ধরে আছে। এ সময়ে আমি তার কোন দোষ পাইনি এবং কখনও সে আমার রাগের কারণ হয়নি।

বনু কিন্দা গোত্রীয় মাইসারা বিন আদি নামে আমার এক প্রতিবেশী ছিল। প্রতিদিন আমি তার বিরুদ্ধে তার স্ত্রীকে মারার ও গালাগালি করার অভিযোগ শুনতে পেতাম। এ নিয়ে আমি একদিন কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তি আওড়ালাম:

আমি বহু পুরুষকে দেখেছি, তারা নিজের স্ত্রীদের মারধর করে।

আমার ডান হাত যেন অবশ হয়ে যায়, যখন আমি যয়নাবকে মারতে উদ্যত হব।

সে কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও কি আমি তাকে মারব?

কোন নিরপরাধ মানুষকে মারধর আমার মতে সুবিচার নয়।

যয়নাব হ'ল সূর্য, আর অন্য মহিলারা তারকা

সূর্য উদিত হ'লে আকাশে কোন তারা দেখা যায় না।

প্রত্যেক প্রেমিকের ভালোবাসা প্রেমাস্পদের ভালোবাসাকে আপনা থেকে টেনে আনে।

যদি কোন দিন সে অপরাধ করে বসে তবে প্রেমিক তা উপেক্ষা করে যায়।

এ কথা শুনে শা'বী বললেন, এমন স্ত্রীভাগ্য আমার কোত্থেকে হবে? এমন মেয়ে ভাগ্যে কদাচিৎই জোটে।

কাজী শুরাইহ বললেন, আল্লাহ তোমার জন্যও এমন মেয়ে জুটিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-এর মা

আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) ১৩৩০ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে সঊদী আরবের রিয়াদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তিন বছর পর তার পিতা মারা যান। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সাঈদ ছিলেন শায়খ বিন বায থেকে প্রায় দশ বছরের বড়। তিনি বলেন, শৈশবে ছোট ছোট শিশুরা তার সাথে মিশত না। তার মা-ই তাকে সঙ্গ দিতেন। তার স্নেহ-যত্নে তিনি লালিত-পালিত হ'তে থাকেন। গামলায় পানি নিয়ে তিনি তাকে গোসল করিয়ে দিতেন। সন্তানের মঙ্গল কামনা করে মা বেশী বেশী দো'আ করতেন।

এভাবেই শায়খের জীবনের শুরুটা বেশ কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। তার অন্য দুই ভাই ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ঘরের কাজ করতেন এবং তাদের গুণবতী মায়ের সেবাযত্ন করতেন।

১০ বছর বয়ক্রমকালে তার মা তাকে কুরআন হিফয ও শারঈ ইলম অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন নাছির বিন মুফাইরিজ (১২৬৭ হি.-১৩৫০ হি.) (রহঃ)-এর মক্তবে ভর্তি হন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তার মা তার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। কখন তিনি মসজিদ থেকে ফিরবেন তা নিয়ে উদগ্রীব থাকতেন। মসজিদ থেকে ফেরামাত্রই তিনি তাকে তার শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এমনও হয়েছে যে, কঠিন বৃষ্টির দিনে কেবল তিনিই বিদ্যালয়ে হাযির হয়েছেন, অথচ অন্য কেউ উপস্থিত হয়নি।

শৈশব থেকেই তার স্বভাব-চরিত্রে দানশীলতা ও পরোপকারিতার গুণ ফুটে উঠেছিল। তদুপরি তার মা তাকে কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতে বেশী করে উৎসাহিত করতেন। তিনি নিজে বলেছেন, যখন তিনি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন তখন রিয়াদে যেসকল নতুন ছাত্র পড়তে আসত তাদের প্রত্যেকের সাথে তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তিনি তাদের সাথে ওঠাবসা করতেন

এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। অন্য স্থান থেকে আগমন হেতু তাদের কম-বেশী সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হ'ত। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিল যে, তিনি দুপুরের কিংবা রাতের খাবার খাওয়াতে তাদের সাথে করে বাড়ি নিয়ে আসতেন। তিনি তার মাকে তার খাবারটুকু দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। যদি তার মা কখনও বলতেন, এটুকু খাদ্য ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই তখন তিনি বলতেন, এ ভাইটা বহিরাগত ও অভাবী ছাত্র; বিদ্যা চর্চায় তাকে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। পরোপকারের প্রতি ছোট্ট ছেলের এরূপ আকর্ষণ দেখে তার মা খুবই আনন্দবোধ করতেন। তাই তিনি এসব ছাত্রের খানাপিনা যোগানো, পোষাক-পরিচ্ছদ সেলাই ও অন্যান্য টুকিটাকি সহযোগিতা অকুণ্ঠচিত্তে করতেন। পরিবার থেকে দূরদেশে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের আসলেই এমন অনেক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় যা তাদের মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে।

শায়খ বিন বায তার 'আল-কাওলুল ওয়াজিয' বা 'সংক্ষিপ্ত কথা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তাকে লালন-পালন ও বড় করে তোলায় তার মায়ের বড় ভূমিকা ছিল। তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে ছেলের দেখ-ভাল করতেন। ছেলের প্রতি তার আগ্রহ ছিল অত্যধিক। তার মঙ্গল কামনা করে তিনি আল্লাহ্র দরবারে যথাসাধ্য দো'আ করতেন।

তার বয়স যখন ষোল তখন থেকে চক্ষুরোগে তার দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। চোখের সমস্যা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৩৫০ হিজরীতে এসে তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে যান। এ ঘটনায় তার মা যারপরনেই ব্যথিত হন।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন নাছের বিন বায বলেন, আমাকে শায়খ আল-মামার সা'দ বিন আব্দুল মুহসিন বিন বায বলেছেন যে, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায-এর মায়ের এক আল্লাহওয়ালা প্রতিবেশিনী ছিলেন। শায়খ বিন বাযের চোখ দু'টি নষ্ট হওয়ায় তার মা মানসিকভাবে খুবই আঘাত পান। তখন এই নেককার প্রতিবেশিনী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি মনোকষ্টে ভুগবেন না। আপনি বরং তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রাণ খুলে দো'আ করতে থাকুন। তিনি যেন তার বাহ্যচক্ষুর বদলে জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন। তিনি কাকুতি-মিনতি সহকারে মা'বূদের নিকট তার জন্য ঐ দো'আই জারী রাখেন। হ'তে পারে ইয়াতীম অসহায় কিশোরের জন্য সতী-সাধ্বী মুহসিনা মায়ের দো'আ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়েছিল। ফলে উত্তরকালে তার ছেলে মুসলিম উম্মাহ্র বড় আলেম ও যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সুতরাং কেউ যেন আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে কৃপণতা না করে।

শায়খ তার বিভিন্ন আলোচনায় তার উপর তার মায়ের অনুগ্রহের কথা সদাই বলতেন। শিশুকাল থেকেই তার মা ছালাত আদায়ের জন্য তাকে মসজিদে দিয়ে আসতেন। তারপর ছেলের ফিরে আসার অপেক্ষায় বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমনি করে কি শীত, কি বৃষ্টি, কি বিদ্যুৎহীন অন্ধকার- সর্বাবস্থায় তিনি ছালাত আদায়ে মসজিদে যেতেন। আবার ছালাত শেষে মসজিদে বিভিন্ন আলেমের যে ক্লাস চলে তাতে শরীক হ'তেন। এমনও দেখা যেত যে, অত্যধিক ঠাণ্ডার কারণে অধিকাংশ মুছল্লী ছালাত শেষে বাড়ি ফিরে গেছে। শায়খের ক্লাস বা হালাকায় তিনি ছাড়া আর কোন ছাত্র হাযির নেই। তারপরও শিক্ষক জিজ্ঞেস করছেন, ক্লাসে কেউ আছে কি? সে সময়েও ছোট্ট আব্দুল আযীয বলে উঠতেন, শায়খ! আমি আব্দুল আযীয আছি। শায়খ তখন বলতেন, আব্দুল আযীয, তোমার মধ্যে বরকত হোক। তারপর তিনি তাকে আক্বীদা বিষয়ে পড়াতেন। তার শৈশব কেমন ছিল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার শৈশব সম্পর্কে ঠিক করে সব কিছু আমার স্মরণে নেই, তবে এটা ঠিক মনে আছে যে, আমি আলেমদের মজলিসে বসতে এবং কুরআন পড়তে খুবই আগ্রহী ছিলাম।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) ১৪২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মক্কার হারামে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০ লক্ষ লোক তার জানাযায় অংশ নিয়েছিলেন। এ জানাযা ছিল হৃদয় বিদারক। তার বিচ্ছেদে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বেদনার্ত হয়েছিল।

মহান আল্লাহ তার উপর দয়া করুন, তাকে ক্ষমা করুন, তার মর্যাদা উঁচু করুন, উম্মাহ্র পক্ষ থেকে তাকে ও তার মাকে উত্তম প্রতিদান দিন। *[মুহাম্মাদ মূসা রচিত জাওয়ানিবু মিন সিরাতিল ইমাম আবদিল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ]*[৬]

---

৬. *শায়খ আবদুল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ খৃষ্টীয় ১৯১২ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮ বছর বয়সে খৃষ্টীয় ১৯৯৯ সালের ১৩ই মে তারিখে মক্কা মুকাররামায় মৃত্যুবরণ করেন। কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, সিয়াসাত ইত্যাদি বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ষাটের অধিক।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

এলাহী তাওফীক্ব লাভ করবেন কিভাবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

তাওফীক্ব হচ্ছে বান্দার জন্য এক ধরনের গায়েবী সাহায্য, যা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। তাওফীক্বের মাধ্যমে বান্দা বিবিধ কল্যাণকর কাজের সক্ষমতা অর্জন করে। দ্বীনের পথে ও আল্লাহ্র অনুগত্যে অবিচল থাকার জন্য তাওফীক্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এলাহী তাওফীক্ব ব্যতীত পাপ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না, শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না, আয়-রূযীতে বরকত লাভ করা যায় না, ইবাদতের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে বলীয়ান হওয়া যায় না। সেজন্য জীবনের প্রতি পদে এলাহী তাওফীক্বের প্রয়োজন। তবে তাওফীক্ব এমনিতেই আসে না; বরং এর জন্য কিছু করণীয় রয়েছে। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দাকে তাওফীক্ব দানে ধন্য করেন। নিম্নে তাওফীক্ব লাভের কতিপয় উপায় আলোকপাত করা হ'ল।-

এলাহী তাওফীক্ব লাভের উপায়সমূহ

১. সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও খুলূছিয়াত বজায় রাখা :

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা, রহমত ও তাওফীক্ব লাভের প্রধান হাতিয়ার হ'ল তাওহীদ ও ইখলাছ। আক্বীদা ও ইবাদতকে শিরক ও বিদ'আতের পঙ্কিলতা থেকে পরিস্কার না করতে পারলে নাজাত লাভের তাওফীক্ব অর্জিত হয় না। ইবাদত-বন্দেগী, দান-ছাদাক্বাহ, পিতা-মাতার খেদমত, স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়াশোনা, চাকুরী-বাকুরী সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইখলাছ বজায় রাখা যরূরী। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। অর্থাৎ যারা ছোট-বড় সব ধরনের শিরক থেকে বিরত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী হয়, মহান আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক নিরাপত্তা ও হেদায়াত লাভের তাওফীক্ব দান করেন। মুহাম্মাদ মুখতার শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, فمن كمل إخلاصه لله، فإن الله يوفقه ويسدده ويرحمه، ويجعل عمله نفعاً له في دينه ودنياه وآخرته، 'আল্লাহ্র জন্য যার খুলূছিয়াত পূর্ণতা পাবে, আল্লাহ তাকে তাওফীক্ব দান করেন, সঠিক পথ দেখান, রহমত দান করেন এবং দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য তার আমলকে তার জন্য উপকারী বানিয়ে দেন'।[১]

বান্দার হৃদয়ে যখন তাওহীদ স্থান নেয়, তখন সে অল্প আমল করেও অনেক বেশী নেকী পেয়ে যায় এবং উত্তম মৃত্যুর তাওফীক্ব লাভ করে। এক যুদ্ধে এক কাফের ব্যক্তি লৌহ বর্মে আবৃত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যুদ্ধে শরীক হব, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও। এরপর সেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদত বরণ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا، 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পেল'।[২]

আমর ইবনে ছাবিত আল-উয়ায়রিম এবং আমর ইবনে উক্বাইশ (রাঃ)-এর ব্যাপারেও এমন বর্ণনা এসেছে, যারা জীবনে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেও জান্নাত লাভের তাওফীক্ব পেয়েছেন।[৩] আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে'মতপূর্ণ জান্নাত সমূহের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। যেসবের তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়' *(ইউনুস ১০/৯)*। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করেন এবং জান্নাত লাভ করার জন্য নেক আমল করার তাওফীক্ব দান করেন।[৪]

যারা ইখলাছের সাথে কাজ করবে, শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ যখন ইবলীসকে অভিশপ্ত করে জান্নাত থেকে বের করে দেন, তখন ইবলীস আল্লাহকে বলেছিল, رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ– 'হে আমার পালনকর্তা। যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী করেছ, সেহেতু আমিও পৃথিবীতে তাদের নিকট পাপকর্মকে শোভনীয় করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্য থেকে তোমার খাঁটি বান্দারা ব্যতীত। আল্লাহ বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৯-৪২)*। এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা গেল, আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দার উপরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের উপর বিজয়ী হ'তে পারে, তার জন্য জান্নাতের অর্ধেক রাস্তা সহজ হয়ে যায়। ফলে তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাপ বর্জনের সক্ষমতা অর্জন করেন এবং নেক আমলের তাওফীক্ব

---

* *এমফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ ইবনে মুখতার আশ-শানক্বীতী, মা'আলিমু তারবাবিইয়াহ, পৃ. ৩৯।*

২. *বুখারী হা/২৮০৮।*

৩. *বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুল রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৩৮০-৩৮১।*

৪. *আত-তাফসীরুল মুয়াস্সার ১/২০৯।*

লাভ করতে পারেন। এভাবে নিয়ত খালেছ করার মাধ্যমে বান্দা তার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, চাকুরী, কৃষি কাজ প্রভৃতি দুনিয়াবী কাজ করার মাধ্যমে ছওয়াব লাভ করতে পারে।

সুতরাং সর্তক থাকতে হবে যেন সকল কাজে ইখলাছ বজায় থাকে এবং নেক আমলগুলো লৌকিকতাপূর্ণ না হয়ে যায়। আবূ বকর আল-ওয়াসেত্বী (রহঃ) বলেন, حِفْظُ الطَّاعَةِ أَشَدُّ مِنْ فِعْلِهَا؛ لِأَنَّ مَثَلَهَا كَمَثَلِ الزُّجَاجِ سَرِيعُ الْكَسْرِ، وَلَا يَقْبَلُ الْجَبْرَ، كَذَلِكَ الْعَمَلُ إِنْ مَسَّهُ الرِّيَاءُ كَسَرَهُ، وَإِذَا مَسَّهُ الْعُجْبُ كَسَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا وَخَافَ الرِّيَاءَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُخْرِجَ الرِّيَاءَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ وَلَا يَتْرُكَ الْعَمَلَ لِأَجْلِ الرِّيَاءِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى مِمَّا فَعَلَ فِيهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَهُ لِلْإِخْلَاصِ فِي عَمَلٍ آخَرَ، ‘সাধারণভাবে আল্লাহ্র অনুগত্য করার চেয়ে সেটার হেফাযত করা বা গুরুত্বের সাথে নিয়মিত আদায় করা বেশী কঠিন। কেননা নেক আমল হচ্ছে কাঁচের মত; যা খুব দ্রুত ভেঙ্গে যায়, একটুও চাপ সহ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে নেক আমলে যদি লৌকিকতা ও আত্মতুষ্টির স্পর্শ লাগে, আমলটা সাথে সাথে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সৎ আমল করতে চায়; কিন্তু মনের মধ্যে রিয়ার আশংকাবোধ করে, তবে সে হৃদয় থেকে রিয়া বের করে দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তবে আমল অব্যাহত রাখবে, রিয়া বা লৌকিকতার ভয়ে আমলটা পরিত্যাগ করবে না। অতঃপর রিয়ার আশঙ্কাবোধের কারণে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। তাহ'লে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে অপর আমল সম্পাদনে খুলূছিয়াত বজায় রাখার তাওফীক্ব দান করবেন'।[৫]

২. পাপ ও প্রবৃত্তি পূজা থেকে বিরত থাকা :

বান্দার জীবনে যত দুর্গতি আসে, সবকিছুর মূল করণ হ'ল প্রবৃত্তিপূজা ও পাপাচার। পাপের কারণে তাওফীক্বের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনজুড়ে নেমে আসে অশান্তির ঘোর অমানিশা। নেক আমল সম্পাদন, ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন ও বরকত লাভের তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়। এজন্য পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য সর্বাগ্রে ছোট-বড় সব ধরনের পাপের রাস্তা বন্ধ করে দিতে হবে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أنَّ اتباع الهوى يغلقُ عن العبد أبوابَ التَّوفيق، ويفتح عليه أبوابَ الخِذْلان، فتراه يَلْهج بأنَّ الله لو وفَّق لكان كذا وكذا، وقد سدَّ على نفسه طُرُق التوفيق باتباعه هواه، ‘প্রবৃত্তির অনুসরণ বান্দার জন্য তাওফীক্বের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয় এবং তার সামনে ব্যর্থতার বিভিন্ন দরজা খুলে দেয়। আর তখন আপনি দেখবেন সে অবিরতভাবে বলতে থাকবে, যদি আল্লাহ তাওফীক্ব দিতেন, তবে এমন এমন হ'ত। মূলতঃ তার প্রবৃত্তিপরায়ণতার কারণে আল্লাহ তার জন্য তাওফীক্বের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন'।[৬]

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَنْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الْهَـوَى وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ مَوَادُّ التَّوْفِيقِ، ‘কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা যার উপর বিজয়ী হয়। তার থেকে তাওফীক্বের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়'।[৭] আব্দুল আযীয সালমান (রহঃ) বলেন, من أفضل نعم الله على العبد أن يجيب إليه العدل يوفقه للعمل به ويجيب إليه الحق وإيثاره والعمل به، ومن قلة توفيق العبد وخذلانه أن يطبع على الجور واستسهاله وعلى الظلم واستخفافه، ‘বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল, তিনি তাকে ন্যায়পরায়ণতা দান করেন এবং তাকে সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করেন। তাকে সঠিক বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দেন। আর বান্দার তাওফীক্ব কমে যাওয়া ও ব্যর্থতার আলামত হ'ল সে অন্যায়-অপকর্মকে হালকা মনে করে এবং যুলুম-নিপীড়নকে ছোট করে দেখে'।[৮]

বিশেষ করে কাবীরা গুনাহ থেকে সবচেয়ে বেশী সতর্ক-সাবধান থাকা যরূরী। কেননা বান্দার ঈমান-আমলের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও ভয়ংকর হ'ল কাবীরা গুনাহ, যা বান্দার দ্বীন-দুনিয়া উভয়টাকে বরবাদ করে দেয়। কারো যদি কবীরা গুনাহ না থাকে এবং সে যদি ফরয বিধানগুলো ভালোভাবে পালন করে, তবে আল্লাহ তার ছগীরা গুনাহগুলো এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ‘যদি তোমরা কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাক, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহ'লে আমরা তোমাদের (ছগীরা) গোনাহসমূহ মার্জনা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো' *(নিসা ৪/৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রামযান থেকে অপর রমযান, এসব

৫. আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ৩৩।

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, রওযাতুল মুহিব্বীন, পৃ. ৬৪০।
৭. সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব, ২/৪৫৮।
৮. আব্দুল আযীয সালমান, মাওয়ারিযুয যামআন ৩/১৮৬।

তাদের মধ্যবর্তী ছগীরা গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে'।[৯]

৩. তওবা ও ইস্তিগফার :

তওবা হচ্ছে কোন পাপ থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে আসা। আর ইস্তিগফার হচ্ছে নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে বারংবার ক্ষমাভিক্ষা চাওয়া। ছোট-বড় সব ধরনের পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করার প্রধান মাধ্যম হ'ল তওবা-ইস্তিগফার। শিরক, বিদ'আত, প্রবৃত্তিপূজা, গান-বাজনা, মিথ্যা, অহংকার, কৃপণতা, গাফলতি, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত-তোহমত, চোগলখুরী, যিনা-ব্যভিচার, খেয়ানত সহ যাবতীয় কবীরা গুনাহ থেকে হৃদয়কে পরিস্কার করার জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করা অপরিহার্য। ছোট-বড় সব ধরনের পাপ থেকে তওবা করা প্রত্যেকের উপর ফরয।[১০] আর খালেছভাবে তওবা করা একটি বড় ধরনের ইবাদত, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়।[১১] সুতরাং নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা করা কর্তব্য।

ইবনুছ ছুবাইহ্ (রহঃ) বলেন, একবার হাসান বাছরী (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে প্রচণ্ড খরা ও অনাবৃষ্টির কথা ব্যক্ত করল। তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তাহ'লে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। আরেক দিন এক ব্যক্তি তার কাছে দরিদ্রতার অভিযোগ পেশ করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও, তাহ'লে তিনি তোমাকে সচ্ছলতা দান করবেন। আরেক দিন এক মহিলা তার নিকটে এসে বললেন, 'আমার জন্য দো'আ করবেন, যেন আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার কর, ক্ষমা চাও, তাহ'লে তিনি তোমাকে সন্তান দান করবেন। আরেক লোক তার কাছে বাগানের অনুর্বরতার কথা ব্যক্ত করলে, তাকেও ক্ষমাপ্রার্থনা করা পরামর্শ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদিন তাকে বলেই ফেললাম, আপনি সব অনুযোগকারীকে ক্ষমাপ্রার্থনা করার পরামর্শ দেন কেন? তখন হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, এটা তো আমি নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং আল্লাহই বলেছেন। তুমি কি কুরআনের সেই আয়াতগুলো পড়নি? যেখানে আল্লাহ বলেছেন, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বারি বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন। তিনি তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، 'এবং এই মর্মে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক সৎকর্মশীলকে তার প্রতিদান দিবেন' *(হূদ ১১/৩)*।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এতে দলীল রয়েছে যে, ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে রিযিক নেমে আসে এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়'।[১২] ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের মর্মার্থ হ'ল- إِذَا تُبْتُمْ إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ، كَثُرَ الرِّزْقُ عَلَيْكُمْ، 'যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা করবে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাঁর অনুগত্য করে চলবে, তখন তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি পাবে'।[১৩]

বোঝা গেল, তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ লাভের তাওফীক্ব অর্জিত হয়। সুতরাং ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবনে সুখী-সমৃদ্ধ হ'তে চাইলে এবং আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সকাল-সন্ধ্যা বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করার উচিত। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إن بين العبد وبين الله عزّوجلّ حداً محدوداً من الذنوب فإذا بلغه العبد طبع على قلبه فلم يوفقه للخير أبداً فبادر أيها المجاوز للحدود بالتوبة والرجوع قبل أن تبلغ الحد– 'আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গুনাহের একটি নির্দিষ্ট সীমানা থাকে। বান্দা যখন সেই সীমানার কাছে উপনীত হয়, তখন তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়। ফলে তাকে আর কল্যাণের তাওফীক্ব দেওয়া হয় না। সুতরাং ওহে যারা সীমালঙ্ঘন করছে! চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার আগেই তওবা করে (আল্লাহ্র দিকে) ফিরে এসো'।[১৪]

৪. জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা :

দ্বীন-দুনিয়ার তাওফীক্ব লাভের অন্যতম বড় মাধ্যম হ'ল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা যেমন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, তদ্রূপ পুরুষের জন্য এই ছালাত সমূহ জামা'আতের সাথে আদায় করার অপরিহার্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ، 'কোন জনপদে বা

---

৯. মুসলিম হা/২৩৩; রাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ)।
১০. ইবনে তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২/৩০৪; ইবনু আবী ইয়া'লা, তাবাক্বাতুল হানাবিলা ২/৪১; খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৪/১৩৬।
১১. সূরা তাহরীম ৬৬/৮।
১২. তাফসীর কুরতুবী, ১৮/৩০২-৩০৩।
১৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/২৩৩ পৃ.।
১৪. কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব, ১/১৫৭।

www.at-tahreek.com

বন-জঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও যদি তারা জামা'আতে ছালাত আদায় না করে, তবে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে আঁকড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীকেই খেয়ে থাকে'। সায়িব (রহঃ) বলেছেন, এখানে জামা'আত বলতে ছালাতের জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে।[১৫]

অত্র হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল, যারা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করে না, শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়। আর শয়তান যার উপর বিজয়ী হ'তে পারে, তার সর্বনাশ হওয়ার আর কিছু বাকী থাকে না। শয়তান তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। বাঘ যেমন পাল ছাড়া ছাগলের উপর আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে, শয়তান অনুরূপভাবে সেই বান্দার দ্বীনদারীর উপরে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায় এবং তাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করে ফেলে। ফলে সার্বিক জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি ও বরকত লাভের তাওফীক্ব থেকে বান্দা বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং জীবনকে শয়তানের প্রভাবমুক্ত করতে হ'লে বান্দাকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা অপরিহার্য। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবে দ্বীন-ধর্ম পালন করার পরেও অশান্তি ও মানসিক কষ্ট তাদের পিছু ছাড়ে না। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তিনি জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে চরমভাবে গাফলতি করেন।

৫. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাঁর অভিমুখী হওয়া :

আল্লাহ্র উপর ভরসা করা অন্তরের ইবাদত। এই ইবাদতের পরকালীন পুরস্কারের পাশাপাশি পার্থিব পুরস্কারও রয়েছে। বান্দা যখন কোন কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ তাকে সেই কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন। শুআইব (আঃ)-এর কওম যখন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، 'বরং আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*। অত্র আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে এবং তাঁর অভিমুখী হ'লে, তিনি বান্দাকে কল্যাণের তাওফীক্ব ও সক্ষমতা দান করেন। আর আল্লাহ্র অভিমুখী হওয়ার বা তার দিকে যাওয়ার অর্থ হ'ল তাঁর কাছে দো'আ করা।[১৬]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، 'অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। অর্থাৎ কোন কাজ করার ইচ্ছা হ'লে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কারণ পরামর্শের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা হয়, তখন আল্লাহ সেই কাজটি সফলভাবে সম্পাদন করার তাওফীক্ব দান করেন।[১৭]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, من سره أَن يكون أقوى النَّاس فَلْيَتَوَكَّل على الله، 'যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মানুষ হ'তে চায়, সে যেন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে'।[১৮] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ فِي إِزَالَةِ جَبَلٍ عَنْ مَكَانِهِ وَكَانَ مَأْمُوْرًا بِإِزَالَتِهِ لَأَزَالَهُ، 'বান্দা যদি কোন পাহাড়কে সরাতে আদিষ্ট হয়। আর সে যদি এই কাজে আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়কেও সরিয়ে দিতে সক্ষম হবে'।[১৯] অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করার কারণে সে শারীরিক ও মানসিক এমন তাওফীক্ব অর্জন করবে যে, সে একাই একটা পাহাড়কে স্থানান্তর করতে সক্ষম হবে।

৬. আখেরাতের চিন্তা নিয়ে দিন যাপন করা :

যারা সর্বদা আখেরাতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং পরাকালের চিন্তা মাথায় রেখে দিন যাপন করে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবন সহজ করে দেন এবং তাদেরকে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের তাওফীক্ব দান করেন। আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ থাকে না' *(শূরা ৪২/২০)*। অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'আমি তার জন্য ফসল বাড়িয়ে দেব'- একথার অর্থ হচ্ছে, نوفقه للعبادة ونسهلها عليه، 'আমি তাকে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক্ব দিব এবং এটা তার জন্য সহজসাধ্য করে দেব'।[২০] ক্বাসেমী (রহঃ) বলেন, من عمل للآخرة، وفّق في عمله وضوعفت حسناته، 'যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য কাজ করবে, তাকে নেক আমলের তাওফীক্ব দেওয়া হয় এবং তার আমলের নেকী বহু গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়'।[২১]

---

১৫. আবূদাঊদ হা/৫৪৭; মিশকাত হা/১০৬৭; সনদ হাসান।
১৬. শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ২/৫৮৯।
১৭. আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৮০।
১৮. ইবনে তায়মিয়াহ, আমরাযুল কুলূব ওয়া শিফাউহা, পৃ. ৫১।
১৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ১/১০৩।
২০. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১৮।
২১. তাফসীরে ক্বাসেমী (মাহাসিনুত তা'বীল) ৮/৩৬২।

www.at-tahreek.com

কিন্তু যাদের চিন্তা-ভাবনা দুনিয়া কেন্দ্রিক, মহান আল্লাহ তাদেরকে পরকালের প্রস্তুতির জন্য নেক আমল করার তাওফীক্ব দেন না। তারা দুনিয়ায় কিছু অর্থ-সম্পদ লাভ করতে পারলেও আখেরাতের জন্য তাদের কোন অংশ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ‘আখেরাত যার একমাত্র চিন্তা-ভাবনা, আল্লাহ তার হৃদয়কে অভামুক্ত করে দেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ সুসংহত করে দেন। ফলে দুনিয়াটা তার কাছে নগণ্য হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে যার চিন্তা-ভাবনা হয় দুনিয়া- আল্লাহ তার দু’চোখের সামনে অভাব-অনটন তুলে ধরেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেন। আর তার তাক্বদীরে যতটুকু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত দুনিয়া সে পায় না’।[২২] সুতরাং চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি দুনিয়াবী কাজে অবশ্যই আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। সকল কাজের উপরে আল্লাহ্র ইবাদত ও রাসূলের নির্দেশনা যেন অগ্রাধিকার পায়, পার্থিব কাজে জড়িয়ে পড়লেও পরকালীন নাজাতের চিন্তা যেন মাথায় থাকে, আল্লাহ্র আযাব ও জাহান্নামের ভয় যেন সর্বদা মনে জাগরুক থাকে। যদি আমরা এই বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা দিতে পারি, তবে আমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের তাওফীক্ব হাছিল করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

৭. দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা :

শরী‘আতের জ্ঞান ছাড়া দ্বীনের পথে চলা সম্ভব নয়। সঠিকভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হ’লে সেই ইবাদতের বিধি-বিধান জানা অপরিহার্য। অন্যথা বান্দা আল্লাহ্র আনুগত্য করতে গিয়ে ভুল করে বসবে, সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে বিদ‘আত করে ফেলবে। সেজন্য ফরয ইবাদতের বিধি-বিধান ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন করা ফরয। দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে একনিষ্ঠভাবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক্ব অর্জিত হয় না। এজন্য আল্লাহ যে বান্দার কল্যাণ চান, কেবল তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। তিনি বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। অর্থাৎ ‘আল্লাহ যাকে উপকারী জ্ঞান হাছিলের তাওফীক্ব দেন, তার বোধশক্তিকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন’।[২৩]

মু‘আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আল্লাহই (সেই জ্ঞান) প্রদানকারী, আমি কেবল বন্টনকারী’।[২৪] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আব্দুল করীম খুযাইর বলেন, لا يستطيع الإنسان إذا لم يوفقه الله للحصول عليها ما استطاع بجهده ولو كان من أبرع الناس وأذكاهم، ‘আল্লাহ যদি তাওফীক্ব না দেন, তবে কোন মানুষ নিজের পরিশ্রম দিয়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। যদি সে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও মেধাবী হয়, তবুও সক্ষম হবে না’।[২৫] স্মর্তব্য যে, দ্বীনের জ্ঞান হাছিলের মূল উদ্দেশ্য হ’তে হবে- সার্বিক জীবনে সেই জ্ঞানের বাস্তবায়ন। নতুবা সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব লাভ করা সম্ভব নয়।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ وَفَّقَه اللهُ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ يَزْدَادُ بِالْعِلْمِ فَخْرًا، ‘যে ব্যক্তি আমল করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। আর যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে ইলম তালাশ করে, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তার অংহকার বৃদ্ধি পায়’।[২৬] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এমন কত আলেম আছে, আল্লাহ যাকে তার অর্জিত ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দেননি, ফলে স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করতে পারেনি। আবার এমন কত সাধারণ লোক আছে, আল্লাহ যাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন।[২৭]

তাছাড়া হৃদয়ে পাপের ময়লা জমলে এলাহী তাওফীক্বের সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য ছোট-বড় সব ধরনের পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা বাঞ্ছনীয়। বান্দা যখন তাক্বওয়ার নির্মল শিশিরে অন্তরকে সিক্ত করে জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হয়, তখন আল্লাহ পাক তার হৃদয়ে ইলমের নূর ঢেলে দেন। ফলে সে উপকারী জ্ঞানের ময়দানে বিচরণ করতে সক্ষম হয়। সাঈদ ইবনে ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী (রহঃ) বলেন, من ثمرات التقوى التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله، ‘জ্ঞান হাছিলের তাওফীক্ব লাভ করা হ’ল আল্লাহভীরুতার অন্যতম আলামত। কেননা আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে (দ্বীনের বিধি-বিধান) শিক্ষা দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত’ *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।[২৮]

---

২২. তিরমিযী হা/২৪৬৫, সনদ ছহীহ।
২৩. তাফসীরে মারাগী ৩/৪২।
২৪. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭।
২৫. আব্দুল কারীম আল-খুযাইর, শারহু কিতাবিল ইলম লি আবী খাইছামা, ১/১১।
২৬. আবূ নু‘আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৭৮।
২৭. মুহাম্মাদ খাদেমী, বারীক্বাহ মাহমূদিয়্যাহ ১/২৯৯।
২৮. ড. সাঈদ আল-ক্বাহত্বানী, নূরুত তাক্বওয়া ওয়া যুলুমাতুন নূর, পৃ. ২১

www.at-tahreek.com

৮. নিজেকে নেক আমলে ব্যস্ত রাখা :

নেক আমলে ব্যস্ত থাকতে পারা এলাহী তাওফীক্ব লাভের একটি বড় আলামত। কারণ সৎ আমল যত বেশী হয়, জীবনে তত বেশী বরকতের ধারা বর্ষিত হয় এবং জীবনটা তাওফীক্বের পাক শিশিরে সিক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، 'যারা সৌভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়ল ৯২/৫-১০)*।[২৯]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّوْفِيقَ كُلَّهُ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ الْهُدَى اهْتَدَى، وَمَنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ عَلَيْهِ، لَمْ يُيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ، 'অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাওফীক্বের ব্যাপার পুরোটাই আল্লাহ্র হাতে ন্যাস্ত। তিনি যার জন্য হেদায়াত সহজ করে দেন, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যার জন্য তিনি সহজ করবেন না, তার জন্য হেদায়াত লাভ করা সহজ হবে না'।[৩০]

শয়তান সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদত থেকে গাফেল রাখতে চায়, যাতে বান্দা এলাহী তাওফীক্ব লাভে ব্যর্থ হয়। কিন্তু বান্দা যখন শয়তানী ওয়াসওসার জাল ছিন্ন করে সৎ আমলে আত্মনিয়োগ করে, তখন তাকে সেই সৎ আমলের বিনিময়ে আরেকটি সৎ আমল করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئةُ بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية, 'নেক আমলের প্রতিদান হ'ল সেই আমলের পরে আরেকটি ভালো আমল করতে পারা। আর পাপের পরিণাম হ'ল সেই পাপের পরে আরেকটি পাপ করে ফেলা। কারণ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কবুল করে নেন, তখন তাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক্ব দেন এবং তাকে পাপ থেকে দূরে রাখেন'।[৩১]

প্রখ্যাত তাবেঈ 'উরওয়া ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا وَإِنَّ السَّيِّئَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا، 'তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে নেক আমল করতে দেখ, তবে জেনে রেখ- তার আরো নেক আমল রয়েছে। আর যদি কোন ব্যক্তিকে পাপ করতে দেখ, তবে বুঝে নিও, তার আরো অনেক পাপ রয়েছে। কেননা একটি নেক আমল তার সমপর্যায়ের অন্য নেক আমলের প্রতি নির্দেশ করে এবং একটি পাপ অন্যান্য পাপের দিকে নির্দেশ করে'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ، 'যার নেক আমল তাকে আনন্দিত করে এবং তার পাপ কাজ তাকে ব্যথিত করে, সে-ই প্রকৃত মুমিন'।[৩৩] আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, নেক আমলের কারণে আনন্দিত হওয়া এবং পাপের কারণে পেরেশান হওয়া ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। যে মুমিনের জীবন এই ধারায় পরিচালিত হয়, মহান আল্লাহ তাকে 'হুসনুল খাতিমাহ' তথা ঈমানের সাথে উত্তমভাবে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক্ব দান করেন।[৩৪] একবার হুসাইন (রহঃ)-কে বলা হ'ল, 'আল্লাহ্র অলীদের নিদর্শন কি? তিনি বলেন, يُوَفِّقُهُمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لِلْأَعْمَالِ الَّتِي يَرْضَى بِهَا عَنْهُمْ، 'আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে এমন নেক আমল করার তাওফীক্ব দান করে, যে আমলের কারণে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান'।[৩৫]

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُوَفِّقْهُ لِطَاعَتِهِ وَمَحَابِّهِ مِنَ الأَعْمَالِ. وَمَنْ يُرِدْ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ يُعَذِّبْهُ غَيْرَ ظَالِمٍ، 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজের তাওফীক্ব দান করেন। আর যার ব্যাপারে অন্য কিছু চান, কোন অন্যায় করা ছাড়াই তাকে শাস্তি দেন'।[৩৬] সুতরাং গাফলতির চাদর ছুড়ে ফেলে নিজের হৃদয়, জিহ্বা, হাত, পা, কান, চোখ সহ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র ইবাদতে ব্যস্ত রাখা যরূরী এবং ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। তাহ'লে আমরা পার্থিব জীবনে আরো বেশী নেক আমলের তাওফীক্ব লাভ করতে পারব। পরকালে এর বিনিময়ে আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি পাব এবং জান্নাত লাভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

---

২৯. *বুখারী হা/১৩৬২; মিশকাত হা/৮৫।*
৩০. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ২/১৩৭।*
৩১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, ১/২৯৯; আরশীফু মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, পৃ. ৩২১।*
৩২. *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/১৭৭; ইবনুল জাওযী ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৩৪৯।*
৩৩. *তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৬০১২, সনদ ছহীহ।*
৩৪. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৮/৩৬১।*
৩৫. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩১৮।*
৩৬. *ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা ৭/১৪৯।*

www.at-tahreek.com

৯. আল্লাহ্র যিক্র বেশী বেশী করা :

শারীরিক ও মানসিকভাবে তাওফীক্ব লাভ করার একটি বড় মাধ্যম হ'ল যিক্র। কারণ বান্দার হৃদয় ও জিহ্বা যখন আল্লাহ্র স্মরণে ব্যস্ত থাকে, তখন শয়তান তার ধারে-কাছে আসতে পারে না এবং তাওফীক্ব লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, آمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ، 'আমি তোমাদের আল্লাহ্র যিক্র করার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হ'ল সেই ব্যক্তির মত যাকে তার দুশমন দ্রুতবেগে পিছু ধাওয়া করল। অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গের ভিতরে ঢুকল এবং নিজেকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করে নিল। এমনিভাবে বান্দা আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না'।[৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, الشيطان جاثم على قلب أبن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس، 'শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। যখন সে উদাসীন ও গাফেল হয়ে যায়, তখন ওয়াসওয়াসা দেয়। আর যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন দূরে সরে যায়'।[৩৮] সুতরাং বোঝা গেল যিকর থেকে গাফেল থাকলে, তাওফীক্বের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর যিকরে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে তাওফীক্বের দুয়ার খুলে যায়।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন, أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، 'আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিকরে তার ঠোঁট দুটো নড়াচড়া করে'।[৩৯] সুতরাং দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ ও যিকরে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে ফরয ছালাতের পরবর্তী ও সকাল-সন্ধ্যার যিকর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ঘুম, সফর, বাথরুমের প্রবেশর সময়, বাড়িতে ঢোকা ও বাহির হওয়ার সময়, খাওয়ার শুরুতে ও শেষে প্রভৃতি সময় ও স্থানে যে মাসনূন দো'আগুলো পড়তে হয় সেগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবসর সময়গুলোতেও হৃদয় ও জিহ্বাকে যিকরে লিপ্ত রাখা কর্তব্য।

যিকরের মাধ্যমে যে তাওফীক্ব অর্জিত হয়, তার একটি নমুনা পেশ করা যেতে পারে। একবার ফাতেমা (রাঃ) তার স্বামী আলী (রাঃ)-এর কাছে আটা পেষার কষ্টের কথা ব্যক্ত করেন। এমন সময় তিনি সংবাদ পান যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। তখন ফাতেমা (রাঃ) একজন খাদেমের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের নিকট গমন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বাসায় না পেয়ে ফিরে আসেন। পরে আল্লাহ্র রাসূল বাসায় এলে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে ফাতেমার ব্যাপারটা অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনই মেয়ের বাড়ির দিকে রওনা হন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، 'তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম কিছু শিখাবো না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'সুব্হানাল্লাহ' এবং ৩৩ 'আল্হামদুলিল্লাহ' বলবে, এটা তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়েও উত্তম'।[৪০]

আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এই যিক্রটা শেখার পরে জীবনে কখনো এটা পড়তে ভুলিনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, ছিফ্ফীন যুদ্ধের রাতেও কি ভুলেননি? তিনি বললেন, 'না, ছিফ্ফীন যুদ্ধের রাতেও আমি এই আমল করতে ভুলিনি'।[৪১] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঘুমের আগে নিয়মিত এই যিক্রগুলো পাঠ করবে, আল্লাহ তার দেহ-মনে এমন শক্তিমত্তা দান করবেন যে, সে শত ব্যস্ততার মাঝেও কাজ করে ক্লান্ত হবে না।[৪২] অর্থাৎ কেউ যদি ঘুমের আগে পঠিতব্য এই যিকরে অভ্যস্ত হয়, তবে আল্লাহ তাকে এমন শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য দান করবেন যে, সে একাই কয়েকজন মানুষের সমান শক্তি নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হবে এবং তার কর্মেদ্যোমে কখনো ভাটা পড়বে না।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যিকরের মাধ্যমে যিকরকারী এমন শক্তিমত্তার অধিকারী হয়, যা সে কল্পনাই করতে পারবে না। আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার মাঝে এই শক্তিমত্তার বিস্ময়কর প্রভাব দেখেছি। তিনি একদিনে যে লেখালেখি করতেন, সেই লেখার অনুলিপি করতে লিপিকারদের এক সপ্তাহের বেশী সময় লেগে যেত। তিনি জিহাদের ময়দানেও ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী বীর। তার এই শক্তিমত্তার মূল উৎস ছিল যিক্র-আযকার।[৪৩] ইবনে

৩৭. *তিরমিযী হা/ ২৮৬৩; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫, সনদ ছহীহ।*
৩৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃ. ৩৭।*
৩৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯২; মিশকাত হা/২২৮৫, সনদ ছহীহ।*
৪০. *বুখারী হা/৩৭০৫; মুসলিম হা/২৭২৭; মিশকাত হা/২৩৮৭।*
৪১. *আহমাদ হা/১২২৯; সনদ ছহীহ।*
৪২. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-কালিমুত ত্বাইয়িব, পৃ.২৮; আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূ'ইল ফাতাওয়া ১/১৫৭।*
৪৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃ. ৭৭।*

তায়মিয়াহ (রহঃ) ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলতেন না; বরং যিক্রে নিমগ্ন থাকতেন। যখনই সময় পেতেন আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। ফলে তিনি শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং সময়ে এলাহী তাওফীক্ব অর্জন করে এমন কিছু করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন, যা স্বাভাবিকভাবে অন্য কারু পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যিকরের মাধ্যমে তাওফীক্ব লাভের উদাহরণ দিয়ে শায়খুল ইসলাম বলেন, 'যখন আরশ বহন করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল, তখন ফেরেশতারা বলল, হে আমাদের রব! আমরা কিভাবে আপনার আরশ বহন করব, অথচ এর উপরে আপনার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠিত? তখন আল্লাহ বললেন, তোমরা বল, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ'। ফেরেশতার যখন এই বাক্যটি বলল, তখন তারা আরশ বহনে সক্ষম হয়ে গেল।[৪৪] সুতরাং আমরাও যদি আমাদের ইবাদত-বন্দেগীতে, কাজ-কর্মে, লেখাপড়া-গবেষণায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এলাহী তাওফীক্ব হাছিল করতে চাই, তবে আমাদেরকে বেশী বেশী আল্লাহ্র যিক্র করা উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

৪৪. *আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূ'ইল ফাতাওয়া ১/১৫৮; আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃ. ৭৭।*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মে-জুন ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ মে	২১ শাওয়াল	১৮ বৈশাখ	বুধবার	০৪:০৩	০৫:২৩	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৪৮
০৩ মে	২৩ শাওয়াল	২০ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:০১	০৫:২২	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৯	০৭:৪৯
০৫ মে	২৫ শাওয়াল	২২ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০০	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩০	০৭:৫০
০৭ মে	২৭ শাওয়াল	২৪ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৮	০৫:১৯	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩১	০৭:৫২
০৯ মে	২৯ শাওয়াল	২৬ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৩:৫৬	০৫:১৮	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	০২ যুলক্বা'দাহ	২৮ বৈশাখ	শনিবার	০৩:৫৫	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৫
১৩ মে	০৪ যুলক্বা'দাহ	৩০ বৈশাখ	সোমবার	০৩:৫৩	০৫:১৬	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৬
১৫ মে	০৬ যুলক্বা'দাহ	০১ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৫২	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৭:৫৭
১৭ মে	০৮ যুলক্বা'দাহ	০৩ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৫১	০৫:১৪	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৬	০৭:৫৯
১৯ মে	১০ যুলক্বা'দাহ	০৫ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৫০	০৫:১৪	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০০
২১ মে	১২ যুলক্বা'দাহ	০৭ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৯	০৫:১৩	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০১
২৩ মে	১৪ যুলক্বা'দাহ	০৯ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৮	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০৩
২৫ মে	১৬ যুলক্বা'দাহ	১১ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৭	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৪
২৭ মে	১৮ যুলক্বা'দাহ	১৩ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৬	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:০৫
২৯ মে	২০ যুলক্বা'দাহ	১৫ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৬
৩১ মে	২২ যুলক্বা'দাহ	১৭ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৫	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০১ জুন	২৩ যুলক্বা'দাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৮
০৩ জুন	২৫ যুলক্বা'দাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:০৯
০৫ জুন	২৭ যুলক্বা'দাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	২৯ যুলক্বা'দাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	০২ যুলহিজ্জাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	০৪ যুলহিজ্জাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৩
১৩ জুন	০৬ যুলহিজ্জাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৪
১৫ জুন	০৮ যুলহিজ্জাহ	০১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] **আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০	+১
শরীয়তপুর	+২	০	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	০	−১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৩	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	−১	−১	−১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	০	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+১	+৪	+৩	+৫
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+১	+৩
জামালপুর	−১	+২	+৪	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৪	−২	+১	০	+৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৫	+৩	+৩	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+২	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৩	+১	+১	+১
বাগেরহাট	+৬	+২	০	০	০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৪	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−১	−২
পটুয়াখালী	+৪	০	−৩	−৩	−৩
পিরোজপুর	+৫	+১	−১	−১	−১
বরিশাল	+৩	০	−২	−২	−২
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+১	−৩	−২	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৪	+৩	+৫
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৫	+৭	+৬	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৫	+৮	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+১০	+১১
নওগাঁ	+৩	+৬	+৮	+৭	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১	+৭	+১৩	+১২	+১৫
দিনাজপুর	+২	+৭	+১১	+১০	+১২
লালমণিরহাট	−২	+৪	+৯	+৭	+১০
নীলফামারী	+১	+৬	+১১	+১০	+১২
গাইবান্ধা	০	+৩	+৭	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	+২	+৮	+১৩	+১১	+১৪
রংপুর	−১	+৪	+৯	+৮	+১০
কুড়িগ্রাম	−২	+৩	+৮	+৬	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৬	−৬	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−১০	−১০
নোয়াখালী	০	−৩	−৫	−৫	−৫
চাঁদপুর	+১	−১	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	+১	−২	−৪	−৪	−৪
চট্টগ্রাম	−২	−৬	−৯	−৯	−৯
কক্সবাজার	০	−৬	−১২	−১১	−১২
খাগড়াছড়ি	−৪	−৭	−৮	−৮	−৮
বান্দরবান	−৩	−৭	−১১	−১০	−১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৬	−৩	−৪	−৩
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৫	−৩
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−২
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−২	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

এক নযরে হজ্জ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) (ক) ৮ই যিলহজ্জ মক্কায় স্বীয় অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন ও সেখানে দুপুরের পূর্বে অবস্থান। (খ) ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফা গমন ও সেখানে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান। (গ) মাগরিবের পর মুযদালেফা গমন ও সেখানে রাত্রিযাপন। অতঃপর ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পর মিনায় প্রত্যাবর্তন এবং সূর্যোদয়ের পর 'বড় জামরা'য় কংকর নিক্ষেপ। অতঃপর কুরবানী, মাথামুণ্ডন ও মক্কায় গিয়ে ত্বাওয়াফে ইফাযাহ শেষে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন। একইদিনে মক্কায় ফেরা ও ত্বাওয়াফে ইফাযাহ করা সম্ভব না হ'লে যিলহজ্জ মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন করবেন ও পূর্ণ হালাল হবেন। (ঘ) ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান ও প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ। (ঙ) অতঃপর মিনা থেকে মক্কায় ফিরে বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন (মোট ৬ দিন)।

(২) 'মীক্বাত' থেকে ইহরামের কাপড় পরে 'হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীগণ ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং সংক্ষিপ্ত তালবিয়াহ বলবেন 'লাব্বায়েক ওমরাতান'। 'হজ্জে 'ক্বিরান' পালনকারীগণ একই সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং সংক্ষিপ্ত 'তালবিয়াহ' বলবেন 'লাব্বায়েক ওমরাতান ওয়া হাজ্জান'। হজ্জে 'ইফরাদ' পালনকারীগণ শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবেন এবং বলবেন 'লাব্বায়েক হাজ্জান'।

বদলী হজ্জ হ'লে এবং মুওয়াক্কিল পুরুষ হ'লে তার নিয়ত করে সংক্ষিপ্ত 'তালবিয়াহ' বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলান' (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। আর মহিলা হ'লে বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলা-নাহ'। যদি 'আন ফুলান বা ফুলা-নাহ বলতে ভুলে যান, তাতেও অসুবিধা নেই। নিয়তের উপরেই আমল কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

(৩) কা'বাকে বামে রেখে 'হাজারে আসওয়াদ' বরাবর ডাইনে সবুজ বাতি হ'তে ডান দিক থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে এক ত্বাওয়াফ শেষ করবেন। এসময় পুরুষেরা 'ইযতিবা' করবেন। অর্থাৎ ডান কাঁধ ফাঁকা করে বাম কাঁধের উপর চাদর রাখবেন। প্রথম তিন ত্বাওয়াফে একটু দ্রুত চলবেন। যাকে 'রমল' বলা হয়। কেবল ত্বাওয়াফে কুদূম ও ওমরার প্রথম তিন ত্বাওয়াফে 'রমল' করবেন, অন্য কোন ত্বাওয়াফে নয়। মহিলারা সর্বদা স্বাভাবিক পোষাকে ও স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। এভাবে সাত ত্বাওয়াফ শেষ করবেন। 'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্না-র'* দো'আটি বারবার পড়বেন।

(৪) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে অথবা হারামের যেকোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। এসময় সূরা ফাতেহা শেষে প্রথম রাক'আতে 'সূরা কাফেরূন' ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করবেন। অন্য সূরাও পড়া যাবে। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৫) এরপর ছাফা ও মারওয়া সাঈ করবেন। প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে কমপক্ষে তিন বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়েবূনা তা-য়েবূনা 'আ-বেদূনা সা-জেদূনা লি রব্বিনা হা-মেদূন; ছাদাক্বাল্ল-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু'* দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দু'টি দীর্ঘ সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়া'য় গিয়ে দো'আ পাঠ শেষে 'সাঈ' সমাপ্ত হবে।

(৬) 'সাঈ' শেষে ডাইনে বেরিয়ে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করে ছাঁটবেন। মহিলাগণ বেণীর অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ ছাঁটবেন।

(৭) 'হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীগণ ত্বাওয়াফ-সাঈ শেষে ওমরাহ থেকে হালাল হবেন ও সাধারণ পোষাক পরবেন। কিন্তু 'ক্বিরান' ও 'হজ্জে ইফরাদ' পালনকারীগণ ইহরামের পোষাকে থেকে যাবেন।

(৮) ৮ই যিলহজ্জ সকালে মক্কায় স্বীয় অবস্থানস্থল থেকে ওযূ-গোসল সেরে ও সুগন্ধি মেখে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। অতঃপর *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক; লা শারীকা লাক'* বলে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৯) মিনায় পৌঁছে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করবেন না।

(১০) ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর ধীর-স্থিরভাবে 'তালবিয়াহ' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফাহ ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করবেন ও সেখানে গিয়ে যেকোন স্থানে অবস্থান নিবেন। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-ইস্তেগফার ও যিকর-আযকারে রত হবেন। বিশেষ করে আল্লাহ যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন, সেই দো'আ করবেন। অতঃপর হজ্জের খুৎবা শ্রবণ করবেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর এক আযান ও দুই একামতে যোহর ও আছরের ছালাত ইমামের সাথে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ 'জমা তাক্বদীম' করবেন। না পারলে যার যার তাঁবুতে জমা ও ক্বছরের সাথে ছালাত পড়বেন। এ সময় প্রত্যেকের আযান দেওয়া যরূরী নয়।

(১১) সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে মুযদালেফায় রওয়ানা হবেন। সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার

আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করবেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা মতে, আযান ছাড়াই প্রত্যেকে দুই এক্বামতে ছালাত 'জমা তাখীর' করবেন।[১] অতঃপর ঘুমিয়ে যাবেন। ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর আকাশ ফর্সা হ'লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালেফা থেকে ৭টি কংকর সংগ্রহ করবেন।

(১২) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারার পর একটু দূরে গিয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট প্রাণ ভরে দো'আ করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত মাথার ছোট করে চুল ছাঁটবেন। অতঃপর কুরবানী করবেন। তবে এগুলিতে আগপিছ হ'লে দোষ নেই।

(১৩) এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হবেন ও স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবেন। এসময় স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ করা যাবে।

(১৪) অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করবেন। এসময় তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে ত্বাওয়াফ ও সাঈ করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্'র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৫) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবেন।

(১৬) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়, তাহ'লে সেখানেই অবস্থান করবেন ও ১৩ তারিখ অপরাহ্নে কংকর মেরে মক্কায় ফিরবেন।

(১৭) সবশেষে মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারীদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[২]

বি.দ্র. হজ্জের বিস্তারিত নিয়মাবলী জানার জন্য প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পাঠ করুন!

---

১. শরহ নববী হা/১২১৮-এর আলোচনা ৮/১৮৮ পৃ.।

২. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

আল-আমীন ফার্মেসী

খামার রোড, মুসলিম পাড়া, রংপুর

হাকীম মুছতফা সরকার

এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রোগী দেখার সময়

বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।

মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)

অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার আল-আমীন ফার্মেসী শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদ, খামার রোড, মুসলিম পাড়া, আলমনগর, রংপুর ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

ঘুমের কতিপয় সুন্নাতী পদ্ধতি ও আধুনিক বিজ্ঞান

-ইঞ্জিনিয়ার আসিফুল ইসলাম চৌধুরী

পৃথিবীতে সকল প্রাণী ঘুমায়। এমন কোন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি যারা ঘুমায় না। কিন্তু প্রত্যেকের ঘুমের আলাদা ধরন এবং পদ্ধতি রয়েছে। যেমন ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমায়, বাদুর উল্টো ঝুলে থেকে ঘুমায়, সুইফট পাখি উড়ন্ত অবস্থায় ঘুমায়, ডলফিন ঘুমানোর সময় তার অর্ধ মস্তিষ্ক জেগে থাকে এবং একচোখ খোলা থাকে ইত্যাদি। সাধারণত পশু-পাখিরা তাদের ঘুমানোর ধরন পরিবর্তন করে না। কিন্তু মানুষের ঘুমানোর পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের। যেমন- কেউ ডান পাশ ফিরে ঘুমায়, কেউ বাম পাশ ফিরে ঘুমায়, কেউ উপুড় হয়ে ঘুমায়, কেউ চিত হয়ে ঘুমায়। পশু-পাখিদের ঘুমানোর পদ্ধতি শেখার প্রয়োজন হয় না। কারণ পশু-পাখির ভাল-মন্দ কর্মের কোন হিসাব হবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাদের পরীক্ষা করার জন্য। কে কর্মে উত্তম এই পরীক্ষা মানুষকে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমলকারী? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মূলক ৬৭/২)*।

মানুষের চলাফেরা, উঠাবসা, ঘুম-বিশ্রাম সবকিছুরই শরী'আত নির্ধারিত রীতি পদ্ধতি রয়েছে। যা পালনে নেকী লাভ এবং লংঘনে নেকী থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নানা ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। তেমনি একটি বিষয় হ'ল ঘুম। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، 'এবং তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী' *(নাবা ৭৮/৯)*।

একজন মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার শরীরে বিবিধ কার্যক্রম সংঘটিত হয়। যেমন-

ঘুমানোর ফলে শরীরের Immune cell এবং প্রোটিন বিভিন্ন রোগবালাই যেমন- ঠাণ্ডা, সর্দি ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্রাম পায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমালে ক্ষুধা ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অল্প ঘুমের কারণে Cortisol নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়, যা হার্টের ক্রিয়া জটিল করে দেয়।[১] আলোচ্য নিবন্ধে আমরা ঘুমের রীতি-পদ্ধতি এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।-

ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে ঘুমানো :

আমরা স্বাভাবিকভাবে রাতের বেলায় ঘুমাই। রাতের বেলা ঘুমানোর সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল বাতি নিভিয়ে ঘুমানো অর্থাৎ অন্ধকার পরিবেশ তৈরী করা। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ 'ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে দাও'।[২] কিন্তু আমাদের অনেকে রাতের বেলা আলো জ্বালিয়ে ঘুমায়। যা সুন্নাতসম্মত নয়।

ঘুমানোর জন্য অন্ধকার কেন যরূরী?

মানুষের মস্তিষ্ক খুবই সংবেদনশীল। মস্তিষ্ক খুব সামান্য পরিমাণ আলোও বুঝতে পারে। যদি ঘুমানোর সময় অন্ধকার না থাকে তবে মস্তিষ্ক মেলাটনিন নামক হরমোন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এই মেলাটনিন হরমোন শরীরের Circadian rhythms (শারীরিক, মানসিক এবং আচরণের স্বাভাবিক চক্র যা ২৪ ঘন্টায় শরীরে মধ্য দিয়ে যায়) নিয়ন্ত্রণ করে।[৩]

উপুড় হয়ে ঘুমানো নিষেধ :

অনেকে উপুড় হয়ে ঘুমায় যা পেটের উপর ঘুমানো নামে পরিচিত। এ ধরনের ঘুমের ব্যাপারে হাদীছের নির্দেশনা হ'ল- আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, هَذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ 'এ ধরনের শয়ন আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না।[৪] অর্থাৎ যে কাজ আল্লাহ তা'আলা অপসন্দ করেন তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

এক্ষণে আমরা দেখব বিজ্ঞান এই ধরনের ঘুমের ব্যাপারে কি বলে? কেউ যদি উপুড় হয়ে ঘুমায় তবে তার পেট এবং বুকে চাপ পড়ে। ফলে সে ডায়াফ্রাম্যাটিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় ভুগবে। ডায়াফ্রাম হ'ল শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান গম্বুজ আকৃতির পেশী যা ফুসফুসের নীচে অবস্থিত। নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় এটি সংকুচিত হয় এবং চ্যাপ্টা হয়ে যায় ও বুকের গহ্বর বড় হয়ে যায়। এই সংকোচন একটি শূন্যস্থান তৈরী করে, যা ফুসফুসে বাতাস টানে। যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন ডায়াফ্রাম পূর্বের গম্বুজ আকৃতিতে ফিরে আসে এবং বল প্রয়োগে ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দেয়। দীর্ঘ সময় উপুড় হয়ে ঘুমালে তার মাথা ডান বা বাম দিকে ঘুরিয়ে রাখতে হয়। ফলে তাতে ঘাড়ের পেশীগুলোতে চাপ পড়ে, যা মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটায়। উপুড় হয়ে ঘুমালে পিঠ এবং মেরুদণ্ডে চাপ পড়ে। কারণ হ'ল, একজন মানুষের অধিকাংশ ওযন শরীরের মধ্য অংশে বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় মেরুদণ্ড তার ভারসাম্য সঠিকভাবে রাখতে পারে না। মেরুদণ্ডের উপর চাপ শরীরের অন্যান্য অংশে চাপ বাড়ায়। উপরন্তু, যেহেতু মেরুদণ্ড স্নায়ুর জন্য একটি পাইপলাইন, তাই মেরুদণ্ডের চাপ শরীরের যে কোন জায়গায় ব্যথার কারণ হ'তে পারে। ফলে একজন মানুষ ঝাঁকুনি এবং অসাড়তাও অনুভব করতে পারে। এই কারণে উপুড় হয়ে ঘুমানো শরীরের জন্য ক্ষতিকর।[৫]

---

১. *সূত্র: OASH, Healthy Living.*

২. *বুখারী হা/৩০৮২।*
৩. *Myisense, Marie Ysais, Mar 21, 2021.*
৪. *তিরমিযী হা/২৭৬৮।*
৫. *Healthline,by Suzanne Falck, M.D., FACP, 28 sept 2018.*

www.at-tahreek.com

ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে ফেলা এবং ডান কাতে শোয়া :

ঘুমানোর সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ঝেড়ে ফেলা। এরপর ডান দিকে কাত হয়ে শোয়া। অর্থাৎ ডান কাঁধের উপর ভর দিয়ে ঘুমানো।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ 'তোমাদের কেউ বিছানায় শয়ন করলে সে যেন তার পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিক দিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানায় কি পতিত হয়েছে। অতঃপর সে ডান কাতে শুয়ে বলবে, بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ 'তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ (বিছানায়) রাখলাম। তুমি আমার আত্মা আটক করে রেখে দিলে তার প্রতি দয়া করো, আর তাকে ছেড়ে দিলে তাকে হেফাযত করো, যেভাবে তুমি হেফাযত করে থাকো তোমার সৎকর্মপরায়ণ লোকদের'।[৬]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، 'নবী করীম (ছাঃ) ফজরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর ডান কাতে শয়ন করতেন'।[৭]

বিছানা ঝাড়তে হয় কেন? আমরা সকলে ছারপোকার সাথে পরিচিত। অন্যান্য পোকার ন্যায় ছারপোকা নোংরা বা অপরিষ্কার পরিবেশে নয়, বরং মানুষের কাছাকাছি উষ্ণ জায়গায় বসবাস করে এবং এদের সবচেয়ে পসন্দের জায়গা হ'ল বিছানা। রাতেরবেলা যখন মানুষ ঘুমায় তখন এরা আসে এবং মানুষের রক্ত খায়। তাই ঘুমানোর পূর্বে ভাল করে বিছানা ঝেড়ে ফেলতে হবে, যাতে ছারপোকা এবং তাদের ডিম থাকলে তা অপসারিত হয়।

একজন মানুষ প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন ত্বকের কোষ শরীর থেকে ফেলে দেয় এবং মানুষ যখন বিছানায় গড়াগড়ি করে তখন এই মৃত কোষগুলো বিছানায় লেগে যায় এবং এদের মধ্যে ধুলো গিয়ে জমা হয়। ত্বকের মৃত কোষ, ঘাম, লালা এবং আরও অনেক কিছু বিছানাকে জীবাণু বৃদ্ধির জন্য একটি অণুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে।

এই সকল কারণে রাতে ঘুমানোর পূর্বে কাপড় বা অন্যকিছু দিয়ে বিছানা ঝেড়ে ফেলতে হবে।

ডান কাতে হয়ে শয়নের উপকারিতা :

হজমের তৃপ্তি : ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমালে অ্যাসিড রিফ্ল্যাক্স বা বুক জ্বালার লক্ষণগুলি উপশম করতে পারে।

শ্বাস নেওয়া এবং নাক ডাকা : ডান দিকে ঘুমানো তাদের জন্য উপকারী যারা নাক ডাকে বা হালকা স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে। এটি এক ধরনের রোগ যার লক্ষণ হ'ল: জোরে নাক ডাকা, হঠাৎ জেগে ওঠার সাথে দম বন্ধ হওয়া বা হাঁপাতে থাকা এবং দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম হওয়া ইত্যাদি। এটি শ্বাসনালী খোলা রাখতে এবং চিত হয়ে ঘুমানোর তুলনায় নাক ডাকা কমাতে সাহায্য করতে পারে।

শয়তানের গিট : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ، 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ঘাড়ে তিনটা গিঁট দেয়। প্রত্যেকটা গিঁটেই সে ফুঁক দিয়ে বলে, এখনো অনেক রাত আছে (ঘুমিয়ে থাক)। তাই যখন সে ঘুম থেকে জেগে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। এরপর ওযূ করলে আরো একটি গিঁট খুলে যায়। আর যখন সে ছালাত আদায় করে তখন আরেকটি গিঁট খুলে যায়। এভাবে সে কর্মতৎপর ও প্রফুল্ল মনের অধিকারী হয়ে সকালে জেগে উঠে। অন্যথায় মানুষ বিমর্ষ ও অলস মন নিয়ে জেগে উঠে'।[৮]

শয়তান মানুষের ঘাড়ে তিনটা গিঁট দেয়। অর্থাৎ শয়তান কিছু একটা বন্ধ করার জন্য এই গিরাগুলো দেয়। এখন প্রশ্ন হ'ল ঘাড়ে তিনটা কি আছে এবং শয়তান কি বন্ধ করতে চায়? বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে জানা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্ক এবং হার্ট তিনটি শিরা দ্বারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে। এরা হ'ল : Exterior jugular veins, Anterior jugular veins এবং Anterior jugular veins. এই শিরাগুলোর সাহায্যে মস্তিষ্ক এবং হার্টের মধ্যে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালে Dr. Armour আবিষ্কার করেন যে, হার্টের মধ্যে ছোট একটি ব্রেন রয়েছে। যার মধ্যে ৪০ হাযার নিউরণ বিদ্যমান, যা ব্রেনের নিউরনের অনুরূপ। তাই বলা হয়, হার্টের নিজস্ব নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে। হার্ট বিভিন্নভাবে মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। যেমন Neurologically, Biochemically, Biophysically এবং Energetically. হার্টের সিগনালগুলো সরাসরি ব্রেইনের বিভিন্ন অংশগুলোতে পৌঁছে যায়। যথা Medulla, Hypothalamus, Thalamus, Amygdala, Cerebral cortex.[৯]

৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২২২।*
৭. *বুখারী হা/১১৬০।*
৮. *মুসলিম হা/১৭০৪।*
৯. *J. ANDREW ARMOUR M.D., Ph.D., August 1991, wiley library.*

অর্থাৎ হার্ট এবং মস্তিষ্কের মধ্যে মেসেজের আদান-প্রদান ঘটে। আমরা হাদীছ হ'তে জানতে পারি যে, শয়তান মানুষকে এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, রাত এখনো অনেক বাকী আছে, তুমি ঘুমাও। অধিকাংশ মুসলিমের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য বা ফযরের ওয়াক্তে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন তার মনে হয় সময়তো আছে আরেকটু ঘুমিয়ে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শয়তান ঐ তিনটা শিরাতে গিঁট দেওয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্ক হ'তে হার্টে মেসেজ আদান-প্রদান বন্ধ করার চেষ্টা করে এবং সে তার নিজের বানানো মেসেজ 'এখনো অনেক রাতে আছে' হার্টের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়, যাতে ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায় করার জন্য উঠতে না পারে।

হাদীছের শেষাংশে বলা হচ্ছে, যদি একজন মুসলিম ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে তবে সে যখন জেগে উঠে তখন বিমর্ষ এবং অলস মনে জেগে উঠে। গবেষণা বলছে, সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার বিবিধ উপকার রয়েছে। ঐ সময় পরিবেশ শান্ত এবং কম বিশৃঙ্খল থাকে। তাই এটি মানসিক বিকাশ এবং সচ্ছতার জন্য অনুকূল। সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠার জন্য প্রায়শই আগে ঘুমাতে হয়, যার ফলে ঘুমের পরিচ্ছন্নতা এবং সামগ্রিকভাবে ঘুমের গুণমান উন্নত হ'তে পারে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠলে দৈনন্দিন কাজ করার জন্য অধিক সময় পাওয়া যায়, যা মানসিক প্রশান্তি তৈরি করে। অতএব আমাদেরকে হয় শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হ'তে হবে নতুবা ফজর হওয়ার সাথে সাথে জাগ্রত হ'তে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হ'তে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কেবল জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জান্নাত লাভের পদ্ধতি শেখাননি, বরং কিভাবে জীবন-যাপন করলে আমরা এই দুনিয়াতেও ভালো থাকব তাও শিখিয়েছেন। অতএব কেবল ঘুমের ক্ষেত্রে নয়, বরং সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মেনে চললে দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভ সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

সোনামণি প্রতিভা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র 'সোনামণি প্রতিভা'।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. মা'রূফ আল-কারখী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তার জন্য আমলের দ্বার খুলে দেন এবং তর্ক-বিতর্কের দ্বার বন্ধ করে দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং তর্ক-বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করে দেন'।[১]

২. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلْجُودُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْجُودِ، وَالْجُودُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْجُودِ بِالْمَالِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مِنَ الْمَالِ، 'সর্বোচ্চ স্তরের দানশীলতা হ'ল ইলমের দানশীলতা ও বদান্যতা। সম্পদ দান করার চেয়ে ইলম বিতরণ শ্রেয়। কেননা সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অনেক বেশী'।[২]

৩. আবূ হাযযান (রহঃ) বলেন, قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا مَجْلِسُ الذِّكْرِ؟ قَالَ: مَجْلِسُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَكَيْفَ تُصَلِّي؟ وَكَيْفَ تَصُومُ؟ وَكَيْفَ تَنْكِحُ؟ وَكَيْفَ تُطَلِّقُ؟ وَتَبِيعُ وَتَشْتَرِي؟ 'আমি আত্বা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যিকরের মজলিস কি? তিনি বললেন, হালাল-হারাম আলোচনার মজলিস এবং কিভাবে তুমি ছালাত আদায় করবে, কিভাবে ছিয়াম পালন করবে, কিভাবে বিবাহ করবে, কিভাবে তালাক দিবে এবং কিভাবে ক্রয়-বিক্রয় করবে, তা বর্ণনার মজলিস'।[৩]

৪. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, مِنْ أَعْظَمِ الْأَشْيَاءِ ضَرَرًا عَلَى الْعَبْدِ بِطَالَتُهُ وَفَرَاغُهُ، فَإِنَّ النَّفْسَ لاَ تَقْعُدُ فَارِغَةً، بَلْ إِنْ لَمْ يُشَغِّلْهَا بِمَا يَنْفَعُهَا شَغَّلَتْهُ بِمَا يَضُرُّهُ وَلَا بُدَّ، 'বান্দার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হ'ল বেকারত্ব ও অবসর। কেননা নফস কখনো অবসর বসে থাকে না। বান্দা যদি একে উপকারী কাজে ব্যস্ত না রাখে, তবে সে বান্দাকে অবশ্যই ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত করবে'।[৪]

৫. জা'ফর বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, لاَ يَتِمُّ الْمَعْرُوْفُ إِلاَّ بِثَلاَثَةٍ بِتَعْجِيْلِهِ وَتَصْغِيْرِهِ وَسَتْرِهِ، 'নেক আমল তিনটি মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে- (১) আমলটা দ্রুত সম্পাদন করা, (২) আমলটাকে ক্ষুদ্র মনে করা (তা নিয়ে বড়াই না করা) এবং (৩) তা গোপন রাখা'।[৫]

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'কেউ যদি এটা জেনে খুশি হ'তে চায় যে, সে মহান আল্লাহকে ভালোবাসে, তবে সে যেন নিজেকে কুরআনের সামনে পেশ করে। যদি সে কুরআনকে ভালোবাসতে পারে (তাহ'লে বোঝা যাবে যে) সে আল্লাহকে ভালোবাসে। কেননা কুরআন হ'ল মহামহিম আল্লাহ্র বাণী'।[৬]

৭. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, مِفْتَاحُ حَيَاةِ الْقَلْبِ تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ وَالتَّضَرُّعُ بِالْأَسْحَارِ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ، 'অন্তর জীবন্ত রাখার চাবিকাঠি হ'ল- কুরআন অনুধাবন, শেষ রাতে আল্লাহ্র দরবারে সকাতর প্রার্থনা এবং পাপ বর্জন করা'।[৭]

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রহঃ) বলেন, لَيْسَ الْجَوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، وَلَكِنَّ الْجَوَادَ الَّذِيْ يَبْتَدِئُ؛ 'ঐ ব্যক্তি প্রকৃত দানশীল নয়, যে চাওয়ার পরে তোমাকে দান করে; বরং প্রকৃত দানশীল সেই ব্যক্তি, যে চাওয়ার আগেই দান করে'।[৮]

৯. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, يَحْتَاجُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الصَّبْرِ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، 'মুমিনের জন্য ছবর তেমন প্রয়োজন, যেমন তার জন্য খাবার ও পানীয় প্রয়োজন'।[৯]

১০. বকর বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, إِذَا أَتَاكَ ضَيْفٌ فَلَا تَنْتَظِرْ بِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَتَمْنَعْهُ مَا عِنْدَكَ، بَلْ قَدِّمْ إِلَيْهِ مَا حَضَرَ، وَانْتَظِرْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَزِيدُ مِنْ إِكْرَامِهِ، 'যখন তোমার বাড়িতে কোন মেহমান আসবে, তখন তোমার ঘরে যা নেই তা আনার জন্য মেহমানকে অপেক্ষায় রেখো না। আর তোমার ঘরে যা আছে তা দিয়ে আপ্যায়ন করবে না এমনটি যেন না হয়; বরং উপস্থিত যা পাও, তা-ই তার সামনে পেশ কর। এরপর অন্য কিছু দিয়ে আরো আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা করতে পার'।[১০]

১১. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَيْسَرُ حَرَكَاتِ الْجَوَارِحِ حَرَكَةُ اللِّسَانِ وَهِيَ أَضَرُّهَا عَلَى الْعَبْدِ، 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও হালকা হ'ল জিহ্বার নড়াচড়া। আর এটাই বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক'।[১১]

---

* *এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৬১।*
২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/২৭৯।*
৩. *আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৩১৩; আল-মাজালিসুল ফিক্বহিইয়াহ, পৃ. ২৩৩।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ত্বরীকুল হিজরাতাইন, পৃ. ২৭৫।*
৫. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৩৯২।*
৬. *আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, আস-সুন্নাহ, ১/১৪৮।*
৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদিউল আরওয়াহ, পৃ. ৬৯।*
৮. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, ক্বাযাউল হাওয়াইজ, পৃ. ৫০।*
৯. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আছ-ছাবরু ওয়াছ ছাওয়াবু আলাইহি, পৃ. ৬১।*
১০. *বুরজুলানী, আল-কারামু ওয়াল জূদ, পৃ. ৫২।*
১১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৬১।*

তীব্র গরমে স্বাস্থ্য সতর্কতা

-ডা. মেহেদী হাসান মনিম*

গত মাস থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এই তীব্র গরমে অস্বস্তি সহ স্বাস্থ্যের ওপরে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। মাথাব্যথা, দুর্বলতা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, এমনকি দীর্ঘমেয়াদী পানিশূন্যতায় কিডনিরও ক্ষতি হ'তে পারে। দেখা দিতে পারে গরম সংক্রান্ত বিভিন্ন অসুস্থতা। অসচেতনতায় সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হিটস্ট্রোকও হয়ে যেতে পারে। অতএব তাপপ্রবাহের সময়ে আমাদেরকে নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অধিক গরম লাগা রোধে করণীয় :

(ক) সরাসরি রোদে যাওয়া থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। বিশেষত সকাল ১০/১১-টা থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত। **(খ)** বদ্ধ ও জনাকীর্ণ পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। **(গ)** গরম খাবার, ভাজাপোড়া, চা, কফি, বর্জন করা এবং খাবার পরিমিত খাওয়া। এতে শরীরের তাপমাত্রা কম থাকতে সহায়ক হবে। **(ঘ)** খাদ্যগ্রহণের পর অন্তত ৩০ মিনিট ফ্যানের নীচে থেকে তারপর বাইরে যাওয়া। **(ঙ)** ঢিলেঢালা, সাদা হালকা রঙের সুতি পোষাক পরিধান করা। **(চ)** মানসিক অবসাদ, টেনশন পরিহার করা। যেকোন কাজে তাড়াহুড়া বর্জন করা। **(ছ)** সুযোগ থাকলে একাধিকবার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা।

বাইরে গেলে করণীয় :

(ক) অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করতে হবে। **(খ)** মাথায় টুপি/ক্যাপ, সানগ্লাস/রোদচশমা ব্যবহার করা যেতে পারে। **(গ)** তৃষ্ণা না পেলেও পর্যায়ক্রমে পানি পান করতে থাকতে হবে।

বাইরে থেকে বাসায় ফিরে করণীয় :

(ক) সাথে সাথে অতিরিক্ত পোষাক পরিবর্তন করতে হবে। **(খ)** পানি পান করতে হবে। **(গ)** সরাসরি এসির বাতাসে যাওয়া যাবে না। যাতে আবার ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি না হয়। **(ঘ)** যাদের ত্বক তৈলাক্ত বিশেষত ব্রনের সমস্যায় ভুগে থাকেন- তাদের মুখ ফেসওয়াশ ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলা উচিত। অন্য সবারও মুখে শীতল পানির ঝাপটা নেওয়া উচিত।

ঘরে গরম কমাতে করণীয় :

(ক) বাইরে বাতাস গরম হয়ে গেলেই রুমের জানালা দরজা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, থাই গ্লাস গরম হয়ে গেলে ভেজা তোয়ালে/কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে। তবে বাতাস স্বাভাবিক থাকলে বিশেষত সকালে, সন্ধ্যার পর থেকে জানালা খোলা রেখে ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। **(খ)** ছাদের নীচে কাপড় টাঙানো যেতে পারে। ছাদে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। **(গ)** এসি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এসি ব্যবহার করলে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রিতে রাখা উচিত। সরাসরি এসির ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে লাগানো যাবে না।

পানিশূন্যতা রোধে করণীয় :

(ক) পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে- ওযন ৬০ কেজির কম হ'লে ৯-১০ গ্লাস, ৬০ কেজির বেশী হ'লে ১০-১২ গ্লাস। **(খ)** এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তরমুজ, ডাবের পানি, লেবু পানি/তরল খাবার খাওয়া যেতে পারে। **(গ)** তেল-চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে।

পানি পানে বিশেষ সতর্কতা : বাইরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বেশী পানি পান করা যাবে না। একসঙ্গে সর্বোচ্চ ২ গ্লাসের বেশী পানি পান করা উচিত নয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা/ফ্রিজের পানি সরাসরি পান না করে স্বাভাবিক পানির সাথে মিশিয়ে হালকা শীতল পানি পান করা যেতে পারে।

কিডনি রোগ/হার্ট ফেইলিউর/শরীরে পানি জমে থাকা রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পানি পান করতে হবে।

খাবার বিষয়ে পরামর্শ ও সতর্কতা :

(ক) গরমে প্রচুর সবজি খাওয়া উচিত। শসা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, লাউ, শাক-পাতা খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। এতে কোষ্টকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। **(খ)** ফ্রিজের বাইরে রাখা খাবারের স্বাদ/গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেলে তা খাওয়া যাবে না। **(গ)** নরমাল ফ্রিজে রাখলেও ২-৩ দিনের বেশী রেখে খাওয়া যাবে না। **(ঘ)** ডায়রিয়া বা অন্য কারণে খাওয়ার জন্য ওরস্যালাইন প্রস্তুত করা হ'লে ৪ ঘন্টার বেশী সময় পরে তা খাওয়া উচিত না। **(ঙ)** উচ্চ প্রোটিন বা তেলচর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা। **(চ)** বাইরের বিশেষত রাস্তার পাশের খোলা খাবার/শরবত বর্জন করা উচিত।

ঘামাচি রোধে করণীয় : শীতল পানিতে গোসল করে শরীরের গরম কমানো। অধিক গরম লাগার কাজ যথাসম্ভব পরিহার করা। গামছা/রুমাল ভিজিয়ে শরীর মুছা যেতে পারে। ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

গরম সংক্রান্ত অসুস্থতা ও প্রাথমিক করণীয় :

(ক) গরমে মাংশপেশীর ব্যথা ও সংকোচন : পায়ের মাংশপেশীতে সাধারণত ব্যথা হ'তে পারে। এসময় ওরস্যালাইন ও প্যারাসিটামল খেতে হবে। ম্যাসাজ করতে হবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রমের কাজ করা যাবে না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে।

(খ) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া : অবস্থা বেশী খারাপ না হ'লে শীঘ্রই জ্ঞান ফিরে আসে। এমতাবস্থায় প্রেসার মেপে দেখতে হবে। ফ্যানের নীচে নিতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। স্যালাইন খাওয়াতে হবে। তাতেও অবস্থার উন্নতি না হ'লে চিকিৎসক এর শরণাপন্ন হ'তে হবে।

(গ) হিট স্ট্রোক : প্রচণ্ড দাবদাহে হঠাৎ করে কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন এবং এক্ষেত্রে জ্ঞান স্বাভাবিক হবে না, একে বলা হয় 'হিটস্ট্রোক'।

লক্ষণ : শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৪ ডিগ্রি বা তার অধিক হওয়া, প্রচণ্ড ক্লান্তি ভাব, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, মাংসপেশীতে অস্বস্তি /কাঁপুনি, চরম দুর্বলতা, অস্থিরতা/আগ্রাসী হওয়া। তারপর রোগী অচেতন হয়ে পড়তে পারে।

হিটস্ট্রোকে প্রাথমিক করণীয় :

(১) প্রথমেই অসুস্থ ব্যক্তিকে ছায়ায় বা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে চিৎ করে রাখতে হবে। জ্ঞান একদম না থাকলে কাত করে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থা থাকলে ব্লাড সুগার মেপে দেখা উচিত। ব্লাড সুগার কমে যেতে পারে। **(২)** অতিরিক্ত জামা কাপড় খুলে বা ঢিলে করে দিতে হবে। **(৩)** ফ্যানের নীচে নিয়ে ফুল স্পিডে ফ্যান চালাতে হবে। **(৪)** ঠাণ্ডা পানিতে ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে দেওয়া। **(৫)** সম্ভব হ'লে অবশ্যই কাপড়ে বরফ পেচিয়ে বগলে/দুইপাশের কুচকিতে দিতে হবে। **(৬)** তৎক্ষণাৎ এ্যাম্বুলেন্সে করে (সম্ভব হ'লে অক্সিজেন দিয়ে) হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

* আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম হেলথ কেয়ার।

বুদ্ধিমান বালক

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*

বহু দিন আগের কথা। প্রাচীনকালে তিন ব্যক্তি ব্যবসা করত। একবার জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ডাকাতের কবলে পড়ে। ডাকাতরা তাদের সমস্ত জিনিস পত্র কেড়ে নেয়। তারা শূন্য হাতে বাড়ী ফিরতে চায়নি। তাই তারা একটি শহরে প্রবেশ করল। নিজেরা পরামর্শ করল, একসাথে কাজ করে খরচ কমিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করবে। অতঃপর পূর্বের ব্যবসায় ফিরে গিয়ে পরিবারের জন্য টাকা-পয়সা ও উপহার সামগ্রী নিয়েই বাড়ী ফিরবে।

শহরের একটি কফি শপে তারা প্রথম রাত কাটায়। রাতের খাবার ও ভাড়া বাবদ শপের মালিকের কাছে ঋণী হয়ে যায়। প্রথম দিন থেকেই তারা কাজের সন্ধান করতে থাকে। তাদের তিনজনের একজন ছিল রাজমিস্ত্রি তাকে 'শ্রমিক' বলা হ'ত। আরেকজন কথা বলায় পারদর্শী ছিল, তাকে 'দালাল' বলা হ'ত। তৃতীয় ব্যক্তি শক্তিশালী ছিল। মারামারিতে সে পারদর্শী ছিল। তাকে 'পালোয়ান' বলা হ'ত। শ্রমিক লোকটি ফজরের ছালাত পড়ে দালালকে ডেকে বলত, হে ভাই! তুমি এখনো উঠনি? তুমি তাড়াতাড়ি উঠে আমার জন্য কাজ খুঁজে দাও। দালাল তৃতীয় ব্যক্তিকে জাগিয়ে বলত, তুমি আমাদের সাথে আসো। কোন সমস্যা হ'লে সমাধান করে দিবে।

শ্রমিকরা কাজের জন্য যেখানে অপেক্ষা করে তিনজন সেই মোড়ে এসে দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তি শ্রমিকের খোঁজে এসে কারো সাথে কথা বলা শুরু করতেই দালাল দৌড়ে এসে বলে, জনাব! আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তাকে এক কোণে ডেকে বলে, আমরা তিনজন এই শহরে নতুন এসেছি। আমরা একটি জাহাযের যাত্রী ছিলাম। সেই জাহাযটি ডুবে যাওয়ায় আমাদের সবকিছু হারিয়ে যায়। আমাদের একজন অভিজ্ঞ শ্রমিক বন্ধু আছে। আমরা কাজ না পেলে আহার জুটবে না। যেহেতু আপনার একজন শ্রমিক প্রয়োজন সেহেতু আমাদের এই বন্ধুকে কাজে নিলে আমরাও তার সাথে কাজ করব।

মালিক বলল, আমার একজন রাজমিস্ত্রি প্রয়োজন। সহযোগী হিসাবে তোমার বন্ধুকে নেব। তখন উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে বলল, আগে ঘর তবে পর। আমরা এই শহরের বাসিন্দা। আগে আমাদের কাজ দিতে হবে। এ সময় পালোয়ান লোকটি তাদের সামনে গিয়ে বলে, আমি জাবালকা শহরের পালোয়ান। বেশী কথা বললে সবাইকে পিষে ফেলব। একাই সত্তর জনকে দমনের শক্তি রাখি। শ্রমিকরা ঝগড়াটে ছিল না। পালোয়ানের সুঠাম দেহ দেখে তারা বলল, ঠিক আছে আপনি আমাদের মেহমান। আমরা ঝগড়া পসন্দ করি না। আগে আপনিই কাজ নেন।

অতঃপর লোকটি শ্রমিককে কাজে নিয়ে গেল। সে খুব পরিশ্রমী হওয়ায় তাকে ভাল মজুরি দিয়ে বলল, কাল সকালে দ্রুত কাজে এসো। রাতে শ্রমিক বাড়ী ফিরে আসে। মজুরী পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয়। তারা ঋণ পরিশোধ করে। পরদিন সে আবার কাজে চলে যায়। অন্য দু'জন এখানে সেখানে ঘুরত, বিভিন্ন জিনিস কিনে টাকাগুলো খরচ করে ফেলত। শ্রমিক প্রতিবাদ করলে দালাল বলত, আমি না থাকলে কাজই পেতে না। অপরজন বলত, আমি সমাধান না করলে কাজই জুটত না। এভাবেই চলতে থাকল।

রাজমিস্ত্রি কাজ করত আর অন্য দু'জন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করত। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেলে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কিছু টাকা জমা হ'ল। শ্রমিক বলল, এবার আমরা টাকাগুলো ভাগ করে নিজেদের মত আলাদা হয়ে কাজ করি। দালাল জবাব দিল, এই টাকায় আমাদের তিন জনেরই অধিকার আছে। কারো হক যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য বিশ্বস্ত কারো কাছে এই টাকা জমা রাখব। এখন একশত পঞ্চাশ টাকা না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরব। অতঃপর টাকা তিনভাগ করে মালামাল কিনে নিজেদের শহরে ফিরে যাব। সকলেই তার কথা মেনে নিল। শহরে একজন বৃদ্ধ আমানতদার, পরোপকারী লোক ছিল তার কাছে টাকা জমা রাখা হ'ল। তারা বৃদ্ধকে বলল, আমরা এই শহরে অপরিচিত। কাউকে চিনি না। একশ' টাকা আপনার কাছে আমানত রাখতে চাচ্ছি। যখনই আমরা তিনজন একসাথে আসব তখন এই টাকা চাইলে আমাদের দিয়ে দিবেন। তিনজন একসাথে না আসলে দিবেন না। বৃদ্ধ তাদের কথামত টাকা গচ্ছিত রাখল আর তারা নিজেদের কাজে ফিরে গেল।

কিছুদিন পর হঠাৎ শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। দালালের দালালী আর কোন কাজে আসল না। অন্যজন বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি আমাদের পয়সা রাখার ব্যাগ আর সাবান কেনার সামান্য টাকাটাও দাওনি। শ্রমিক বলল, এখনো কিছুই করতে পারলাম না। না জানি আবার কবে কাজ পাব। গোসল করতেও যেতে হবে। একজন বৃদ্ধের কাছে গিয়ে একটা ব্যাগ আর সাবান কেনার টাকা ধার করে আনলে ভাল হয়। পরে হিসাব করে দিয়ে দেব। দালাল বলল, তুমি গেলে ভাল হয়। আমার আত্মসম্মান আছে। ধার চাওয়া একটা লজ্জাজনক কাজ। পালোয়ান বলল, আমি এই শক্তিশালী দেহ নিয়ে বুড়ার কাছে ধার চাইতে যেতে পারব না। তুমি দিনমজুর, তুমিই এই কাজ ভাল পারবে।

শ্রমিক মনে মনে ভাবল, আজব মানুষ এরা! আমি পরিশ্রম করে নিজের হাতের কামাই তাদের সাথে ভাগ করে নেই আর আজ আমাকে আত্মসম্মান খোয়াতে হবে? ঠিক আছে। আমি গিয়ে আমার টাকা নিয়ে নেব। তারপর তারা বুঝবে কাজ করতে কেমন কষ্ট লাগে। সে বলল, ঠিক আছে আমি বৃদ্ধের কাছে যাচ্ছি। কিন্তু তোমরাও গলির মধ্যে থেকো। যদি তিনি বিশ্বাস না করেন তাহ'লে তোমরা সাক্ষ্য দিও। শ্রমিক তাদেরকে গলির ভেতর রেখে বৃদ্ধের বাড়ীতে প্রবেশ করে বলল, আমাদের টাকাগুলো নিতে এসেছি। সেই টাকা দিয়ে সাবান কিনে গোসল করব। বৃদ্ধ বলল, ঠিক আছে। তবে শর্ত

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছিল টাকা একজনের হাতে দেয়া যাবে না। তিনজনকেই আসতে হবে। শ্রমিক বলল, আমরা তিনজনই আছি। আসলে আমাদের তাড়া আছে। তারা বাইরে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি চাইলে আপনার বাড়ীর ছাদে উঠে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। বৃদ্ধ বাড়ীর ছাদে উঠে তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বন্ধু সত্য বলছে কি? সাবান কেনার জন্য টাকা দেব? তারা সম্মতি দিল। বৃদ্ধ তখন তার হাতে সব টাকা দিয়ে দিল। আসলে টাকাগুলো তারই কষ্টার্জিত ছিল। সে টাকা পেয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে নিজের শহরে ফিরে গেল।

এদিকে তারা দু'জন সেখানে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে দেখল তাদের বন্ধু আর আসছে না। তাই তারা বৃদ্ধের বাড়ীতে গিয়ে বলল, আমাদের বন্ধু কোথায়? বৃদ্ধ বলল, সে তো অনেকক্ষণ আগেই টাকা নিয়ে চলে গেছে। এখন কোথায় আমি জানি না। তারা চিৎকার করে বলে উঠল কেন আপনি তাকে টাকা দিলেন? সাধারণ লোকজন জমা হয়ে গেল। জানতে চাইল কী হয়েছে? বৃদ্ধ সবকিছু খুলে বলল। নগরবাসী বলল, বৃদ্ধ ঠিকই করেছে। সে তো আপনাদের কাছে অনুমতি চেয়েছে। আপনারাও অনুমতি দিয়েছেন। এখন তার কিছুই করার নেই। কিন্তু তারা কারো কথা না শুনে শহরের কাযীর কাছে বিচার দিল।

বিচারক বললেন, কারো আমানত রাখলে সেটা শর্ত অনুযায়ী ফেরত দিতে হবে অথবা আমানত রাখবে না। ঐ লোক তোমাকে ধোঁকা দিলেও তুমি তিনজনের টাকার আমানতদার ছিলে। সেকারণ তোমাকে উক্ত টাকা দিতে হবে। বৃদ্ধ লোকটি অনুনয়-বিনয় করে বললেন, আমার কোন দোষ নেই। কিন্তু বিচারক শুনলেন না। তিনি বললেন, যদি কারো কাছে আমানত রাখা হয় আর সে যদি খেয়ানত করে অথবা অবহেলা করে নষ্ট করে, তবে তার দায়ভার তার উপরই বর্তায়। সেজন্য যার আমানত তাকে ফেরত দিতে হবে। নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ একদিনের জন্য সময় চেয়ে বললেন, আগামীকালের মধ্যে আমি পলাতককে খুঁজে বের করব। কাযী তাকে সময় দিলেন। বৃদ্ধ মনক্ষুণ্ন হয়ে কাযীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে পথ চললেন। আর ভাবলেন, আমানত রাখলাম ছওয়াব পাব বলে। কিন্তু এখন পড়লাম এক মহা বিপদে!

সেই গলিতে খেলছিল কয়েকজন বালক। তারা বৃদ্ধকে এরকম পেরেশান অবস্থায় দেখে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করল, দাদু তুমি কাঁদছ কেন? বৃদ্ধ বলল, বিশেষ একটা কারণে। আমি ভুল করে ধরা পড়েছি। তোমরা বুঝবে না। এক বালক বলল, আমরা আনন্দ করছিলাম। কিন্তু তোমার এই অবস্থা দেখে আমাদেরও কষ্ট লাগছে। বলো না, তোমার কী হয়েছে? অবশেষে বৃদ্ধ সবকিছু খুলে বলল, এবার মাথায় ঢুকল তো? বালকটি বলল, কেন ঢুকবে না? ভালই ঢুকেছে। যদি আমি এই সমস্যার সমাধান করে দেই তাহ'লে আমাদেরকে এক বাটি খেজুর দিবে? বৃদ্ধ বলল, এক বাটি কেন, দুই বাটি দেব।

বালকটি হেসে বলল, এখনই কাযীর কাছে গিয়ে বল সেই বাদী দু'জন এবং কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করুন। তারপর বলবে, টাকা জমা রাখার ঘটনা সকলের সামনে বাদীরা বলুক। ঘটনা বলার পর বলবে আমার কাছে আমানত ছিল ঠিকই। কিন্তু শর্তমতে তিনজন একসাথে আসলেই আমি সেটা দেব। আর এখন তো তিনজন এখানে নেই। তাই আমিও আমানত দিতে বাধ্য নই। এটা বললে, কাযীর আর কিছুই বলার থাকবে না।

বালকটির কথা শুনে বৃদ্ধের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দ্রুত কাযীর কাছে গিয়ে সেভাবেই বললেন। কাযী বাদীর কথা ও বৃদ্ধার উত্তর শুনে বললেন, এটাই সঠিক কথা এবং শরী'আতের বিধান। শর্ত ছিল তোমরা তিনজন একত্রে এসে টাকা নিবে; কিন্তু এখন তোমরা দু'জন উপস্থিত। যাও তৃতীয় বন্ধুকে নিয়ে এসো তারপর টাকা পাবে। বাদীরা সুবিধা করতে পারল না। কাজ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রইল না।

অতঃপর কাযী বৃদ্ধকে বললেন, আগে কেন এই জবাব দিলে না? লোকটি বলল, এই জবাবটি দুই বাটি খেজুরের বিনিময়ে কিনে এনেছি। তারপর বালকটির কথা বললেন। কাযী বালকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার বুদ্ধিমত্তা দেখে তার পড়াশোনার দায়িত্বগ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে বালকটি অনেক বড় শিক্ষিত পণ্ডিত হ'ল *[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত]*।

শিক্ষা : কখনও কখনও ছোটরাও সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে। সেজন্য তাদের সাথেও পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত নেওয়া উচিত।

আল্লাহ আমাদেরকে এ গল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন।-আমীন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে),
কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

কবিতা

প্রার্থনা

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

হে প্রভু! দ্বীনের পানে রুজূ রাখ মোর মন
পথভ্রষ্ট করো না, সুপথ কর প্রদর্শন।
রহমতের চাদরে ঢেকে রাখ সর্বক্ষণ
পথহারা পথিক আমি শোন মোর ক্রন্দন।
দাও শক্তি-সাহস হক পথে করি জিহাদ
জয়-পরাজয় তব হস্তে পূর্ণ কর সাধ।
আমি দরিদ্র সর্বদাই করি পাপবোধ
সকল ঋণ আমার করে দাও পরিশোধ।
অন্তরে তুমি কর মোদের ঐশ্বর্য দান
তোমার নে'মত পেয়ে মোরা হই ভাগ্যবান।
দৃঢ় রাখ পদযুগল যেন পিছলে না পড়ি
সরল পথে চলি যেন না হয় বাড়াবাড়ি।
হৃদয়ে জাগে ওয়াসওয়াসা করি কত ভুল
তোমার যিকিরে হয় দুর্ভাবনার ভণ্ডুল।
তাওফীক্ব দাও তোমার পসন্দের কথা বলি
কুরআন-সুন্নাহ্র পথে যেন মোরা সদা চলি।
দাও সরল-সোজা পথ হালাল উপার্জন
যে পথে আখেরাতে পাই তোমার দর্শন।

রক্তে রঞ্জিত ফিলিস্তীন

-মুহাম্মাদ রুবেল হোসাইন
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

আর কতদিন থাকব বসে শুধাতে হবে ঋণ,
আমার ভাইয়ের রক্ত দিয়ে ভাসছে ফিলিস্তীন।
নারী বৃদ্ধ শিশু জোয়ান মৃত্যুর চিৎকার,
লাশের গন্ধে আকাশ ভারি বেড়েছে অত্যাচার।
চারদিকে ঐ শকুনের দল জাহান্নামের খড়ি,
খামছে ধরেছে মানচিত্র রক্তে গড়াগড়ি।
সব দেখে চুপ পশ্চিমারা কাফের বেঈমান,
ভেঙ্গে পড়েছে মানবাধিকার ঝরছে তাজা প্রাণ।
মুখ বন্ধ এরদোগানের ব্যর্থ ওআইসি,
ব্যর্থ সকল মুসলিম দেশ নতজানু ছি!
দোর খুলে দাও ভেঙ্গেচুরে দাও হুঙ্কার আরেকবার,
স্বাধীন কর ফিলিস্তীনকে গর্জে উঠুক হাতিয়ার।

আহ্বান

-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রাতের আঁধার ভেদিয়া হাঁকিছে মুওয়ায্যিন
প্রভুর তরে লুটাতে ললাট জাগো হে মুমিন!
ঘটাও তব গভীর নিদ্রার শান্তির অবসান
সিজদায় মহান রবের তরে খুলে দাও মনপ্রাণ।
অশ্রুনেত্রে প্রার্থনা করো ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস
বান্দার দো'আ ফেরান না প্রভু হয়ো না নিরাশ।
স্বপ্নগুলি সঁপে দাও মহান আল্লাহ্র তরে
চেষ্টা করো অবিরাম রইওনাকো শুধু ঘরে।
রাত্রি প্রহর শেষে শুনেছ কি প্রভুর আহ্বান
কে আছ বান্দা! চাও মোর কাছে করিব প্রদান।
কপোল ভিজিয়ে কপাল ঠেকাও সেই মহিয়ানের ডাকে
তোমার দো'আ ব্যক্ত করো দয়াময় আল্লাহ্র কাছে।
জীবনভর করছো ভোগ রবের দেয়া নে'মত
দিন শেষে কেন তবু করছো পীরের খেদমত?
অজস্র টাকা ঢালছো তুমি খানকা-মাযারে
একরতিও কি করেছ দান মহান আল্লাহ্র ঘরে?
দানের মালিক নয়তো সেই পীর-ফকীরের দল
দূর করে দাও সেই পাপের যত ক্লেদ-আবিল।
গোনাহের প্রায়শ্চিত্তে প্রভুর তরে লুটাও মাথা আজি
ছেড়ে দাও পীর-মাযার-কবরপূজার কারসাজি।
হাযার ভুলের পরে প্রভুর সকাশে কর ফরিয়াদ
নতমস্তক বান্দাকে ক্ষমা করো দিও নাজাত।
দেওয়ার মালিক তুমিই প্রভু অন্য কেউ নয়
পীর-মাযারে দো'আর সারশূন্য হবে নিশ্চয়।
হে রব! খুলুছিয়াত ঢেলে দাও মোদের প্রাণে
আজীবন দেব সাড়া তোমার আহ্বানে।

ইসলামের পথে দাওয়াত

-আব্দুল ক্বাদের আকন্দ
শান্তিনগর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

আসমান-যমীনে যত সৃষ্টি রয়
মানুষের মত সৃষ্টি কোনটিই নয়।
মানুষের মধ্যে আবার নবী-রাসূলগণ
সবার উপরে শ্রেষ্ঠ নিরঞ্জন।
দায়িত্ব তাদের লোক ময়দানে
আল্লাহ্র বিধান প্রচার করেন কায়মনে।
হেন কারণে তারা নিষ্পাপ মা'ছূম
জগৎপতির কাছে পান উঁচু আসন।
রাসূলদের আগমন বিশ্বে বন্ধ হয়েছে
দায়িত্ব তাদের এখন উম্মত পেয়েছে।
মানুষের মাঝে তাই দ্বীনের আহ্বান
আদেশ করেন তাদের পাক সুবহান।
ইসলামকে বিজয়ী করাই দাওয়াতের কাজ
আল্লাহ্র পথে ডাকো তাই সকলকে আজ।
দায় মুক্ত হবে তুমি খলীফা আল্লাহ্র
ইসলামের পথে দাওয়াত দানের দায়িত্ব আমার।
দাওয়াত দানের উপকার বলে নেই শেষ
গড়ে আদর্শ সমাজ দামী হয় দেশ।
যে সকল মানুষ আজ অন্যায়ে রত
তাদের ন্যায়ের দিকে করে ধাবিত।
বড় একটি অংশ আজ আসছে এই পথে
বিশ্ব এখন উপকার পাচ্ছে হাতে নাতে।

স্বদেশ

চাঁদপুরে অভাবের তাড়নায় নবজাতককে বিক্রির অভিযোগ!

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে অভাবের তাড়নায় ওমর ফারুক নামের ১৭ দিন বয়সী এক নবজাতককে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। তবে পরিবারের দাবী বিক্রি নয়, নবজাতককে দত্তক দেওয়া হয়েছে। শিশুটি ফার্নিচার মিস্ত্রী মো. সেলিম ও গৃহবধূ মৌসুমী বেগম দম্পতির তৃতীয় সন্তান। তাদের ৫ ও ৩ বছর বয়সী ২ ছেলে মেয়ে আছে। তারা দরিদ্রতার কারণে স্বচ্ছলতার সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না। এর মধ্যে সিজারের মাধ্যমে আরেকটি ছেলে সন্তান জন্ম দেন মৌসুমী বেগম। কিন্তু টাকার অভাবে স্ত্রী ও নবজাতককে ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না সেলিম। ফলে সদ্য জন্ম নেওয়া নবজাতককে তার আপন খালা ফাতেমার কাছে দত্তক দেওয়া হয়েছে। ১৪ বছর যাবৎ খালা নিঃসন্তান থাকায় তিনি দত্তক দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানাতেন। তাই তৃতীয় সন্তানের জন্মের পর আর্থিক ও মানবিক কারণে এবং আত্মীয়তার দিক বিবেচনা করে সদ্য জন্ম নেওয়া নবজাতককে দত্তক দিয়ে দেন।

অলস সময় কাটাচ্ছে দেশের ৩৯ শতাংশ তরুণ

বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ শতাংশ তরুণ অলস সময় পার করছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনায় নেই, কর্মসংস্থানে নেই, এমনকি কোন কাজের জন্য প্রশিক্ষণও নিচ্ছে না। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। তবে এমন তরুণের সংখ্যা ২০২২ সালে ছিল ৪০.৬৭ শতাংশ। প্রতিবেদনের ফলাফলে আরও জানা যায়, দেশে ৫ বছরের বেশী বয়সী মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার ২০২৩ সালে ৫৯.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে ১৫ বছরের বেশী বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার ২০২২ সালের ৭৩.৮ শতাংশের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪.২ শতাংশ হয়েছে।

[তরুণদের অলসতা কাটানোর জন্য সর্বাগ্রে বর্তমান শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম বাতিল করতে হবে। পুনরায় আগের শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। সেই সাথে আমাদের সম্পাদকীয় জুন ২০১৪ 'নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান!' পাঠ করুন (স.স.)]

বিদেশ

আসামে মুসলমানদের উপর চাপানো হ'ল শর্ত সর্বোচ্চ দুই সন্তান, বহুবিবাহে ও সন্তান মাদ্রাসায় পড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা

বাংলাভাষী মুসলিমরা রাজ্যের মূল নিবাসী হ'তে গেলে মানতে হবে অসমীয়া সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, এমনটাই বার্তা দিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। বাংলাভাষী মুসলিমরা আসামে 'মিয়াঁ' নামে পরিচিত। তাদেরকে রাজ্যের মূল নিবাসী বলে মনে করেন না সেখানকার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে আসামে মিয়াঁদের মূল নিবাসী হওয়ার জন্য একাধিক শর্ত দিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী।

যেগুলি হ'ল, পরিবারে দুইয়ের বেশী সন্তান নেয়া যাবে না, বহুবিবাহ করা যাবে না, নাবালিকা কন্যাদের বিয়ে দেয়া যাবে না। এর পাশাপাশি শর্তের মধ্যে তিনি বলেন, সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলুন। কিন্তু কোনভাবেই মাদ্রাসায় পড়ানো যাবে না। মেয়েদেরও স্কুলে পাঠাতে হবে। হিন্দু আইনের মতো তাদেরও দিতে হবে পৈত্রিক সম্পত্তির উপর সমান অধিকার। যদি এই সব শর্ত পালন করে মুসলিমরা আসামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেন। তবে সেই মুসলিমদের মূল নিবাসী হ'তে কোনও সমস্যা হবে না।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে আসাম মন্ত্রীসভা রাজ্যের প্রায় ৪০ লাখ মুসলিমকে স্বদেশী অসমীয়া মুসলিম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মুসলিমদের মাতৃভাষা অসমীয়া। যদিও এই তালিকায় বাদ পড়েছেন বাংলাভাষী মুসলিমরা। অথচ আসামে মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ শতাংশ অসমীয়াভাষী মুসলিম। বাকী ৬৩ শতাংশ বাংলাভাষী মুসলিম (মিয়াঁ)। এছাড়াও মন্ত্রীসভার তরফে অসমীয়া ভাষাভাষী আরও পাঁচটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে আসামে মূল নিবাসীর তকমা না পাওয়া বাংলাভাষী মুসলিমদের উদ্বেগ চরম আকার নেয়। এই অবস্থায় তাদের মূল নিবাসী হ'তে নতুন শর্ত চাপালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা।

[আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহর এবং ভাষার বৈচিত্র্য আল্লাহরই সৃষ্টি। এতে হস্তক্ষেপ করা বোকামী। আমরা আসাম ও ভারত সরকারকে তাদের সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

মাটির নীচে বিস্ময়কর গ্রাম

চীনে মাটির নীচে বিস্ময়কর এক গ্রাম সানমেনক্সিয়া। এখানে বসবাস করেন হাযার হাযার মানুষ। মাটি থেকে ২২-২৩ ফুট গভীরে গড়ে ওঠা এই গ্রামের প্রতিটি বাড়ির স্থাপত্য পরিকল্পনা অসাধারণ! ঘরগুলোতে তাপমাত্রা শীতকালে ১০ ডিগ্রির কম হয় না এবং গরমকালে ২০ ডিগ্রির বেশী থাকে না। সেখানকার বাসিন্দারা বেশ আনন্দের সাথেই বাস করেন ভূগর্ভস্থ এই গ্রামে। চীনের হেনান প্রদেশে সানমেনক্সিয়া নামে অদ্ভুত এই গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেছে।

ঐ গ্রামের ঘরের কাঠামোগুলো ভূমিকম্পরোধী ও শব্দপ্রতিরোধী। এমনকি বন্যা ও ঝড় প্রতিরোধকারী প্রশস্ত কূপও আছে গ্রামটিতে। বিশ্বব্যাপী পরিচিত এই গ্রামে মোট ১০ হাযার বাড়ি আছে। তবে অধিকাংশই বর্তমানে পরিত্যক্ত।

জানা যায়, এক সময় সেখানে প্রায় ২০ হাযার মানুষের বসবাস ছিল। তবে আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব ও প্রতিকূল জীবনযাত্রার চাপে অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। তবুও প্রায় তিন হাযার মানুষ এখনো বাস করেন সেখানে।

মাটি থেকে ২২-২৩ ফুট গভীরে তৈরি এই ঘরগুলো লম্বায় ৩৩ থেকে ৩৯ ফুট পর্যন্ত হয়। বর্তমানে গুহার ঘরগুলোতে বিদ্যুৎসংযোগসহ কিছু আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে।

স্থানীয়দের দাবী, মাটির নীচের এই ঘরগুলো দেখতে ঐ এলাকায় পর্যটকদের আনাগোনাও ঘটে প্রচুর। পর্যটকদের থাকার জন্যও ইয়াওডং ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এক মাসের জন্য এই গুহার ঘরে থাকতে পর্যটকদের গুনতে হয় প্রায় ২৪০০ টাকা। পসন্দ হয়ে গেলে কিনতেও পারেন পর্যটকেরা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ইয়াওডংয়ের দাম প্রায় ৩৭ লাখ টাকা।

[বাংলাদেশের বরেন্দ্র এলাকায় মাটির বাড়ীগুলিতে ইন্টারনেট পাওয়া যায় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, কবরবাসী শুনতেও পান না বা তাকে কেউ শুনাতেও পারেন না। তাছাড়া মানুষের রুচি ও মেধার পার্থক্য আল্লাহর দেওয়া এক অনন্য নে'মত। যাতে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' (আলে-ইমরান ১৯১)]

মুসলিম জাহান

মারা গেলেন কম্পিউটারে আরবী ভাষা অন্তর্ভুক্তকারী শায়েখ মুহাম্মাদ আশ-শারিখ

বিশ্বে প্রথমবারের মত সফটওয়ারের সাহায্যে কম্পিউটারে আরবী ভাষা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আশ-শারিখ। এর মাধ্যমে অনলাইনে পবিত্র কুরআনসহ অসংখ্য হাদীছগ্রন্থ সংরক্ষিত হয়। গত ৬ই মার্চ রাতে ৮২ বছর বয়সে কুয়েতে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

মুহাম্মাদ আশ-শারিখ ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো কম্পিউটারে আরবী ভাষা চালু করেন। অতঃপর আধুনিক প্রযুক্তিতে আরবী ভাষার সমৃদ্ধি আনতে তিনি সাখর প্রজেক্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে তিনি কম্পিটার প্রোগ্রাম আরবীকরণ, অ্যারাবিক ইলেকট্রনিক ডিকশনারী, প্রুফ রিডার প্রোগ্রাম, অটোমেটিক ফর্মাল অ্যারাবিক প্রনানসিয়েশন, মেশিন ট্রান্সলেশন ডেভেলপ করাসহ আরবী ভাষার উন্নয়নে নানামুখী কাজ করেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন, ৯টি প্রসিদ্ধ হাদীছগ্রন্থ ও ইসলাম বিষয়ক তথ্যাবলী কম্পিউটারে ডেভেলপ করে।

এসব অবদানের কারণে ২০১৮ সালে তিনি কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পুরস্কার এবং ২০২১ সালে ইসলামের সেবার জন্য সঊদী আরবের বাদশাহ ফায়ছাল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কুয়েত উন্নয়ন তহবিলের সহকারী পরিচালক এবং বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। কুয়েত ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদের প্রধান ছিলেন।

[আমরা এই অসাধারণ গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছি ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ এভাবেই যুগে যুগে তার মেধাবী বান্দাদের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করে থাকেন। অতএব সকল কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য (স.স.)]

বুর্জ খলীফায় ৩ সময়ে ইফতার

সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলীয় শহর দুবাইয়ে অবস্থিত ১৬৩ তলা বিশিষ্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন বুর্জ খলীফার বাসিন্দারা ভবনের উচ্চতার পার্থক্যের কারণে ৩টি ভিন্ন সময়ে ইফতার, মাগরিব ও ফজরের ছালাত আদায় করেন। এ ভবনের উপরের তলাগুলো থেকে সূর্যকে দীর্ঘ সময় ধরে দেখা যায় এবং সে কারণেই দুবাইয়ের ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স বিভাগ বুর্জ খলীফার বাসিন্দাদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছে যে, ভবনের নীচতলা থেকে ৮০ তলা পর্যন্ত বসবাসকারী লোকেরা দুবাইয়ের স্থানীয় সময় মেনে চলবেন। ৮০ থেকে ১৫০ তলা পর্যন্ত ভবনের বাসিন্দারা ২ মিনিট দেরীতে এবং ১৫০ থেকে ১৬৩ তলার বাসিন্দারা ৩ মিনিট দেরীতে ইফতার, মাগরিব ও ফজরের ছালাত আদায় করবেন।

[যারা বিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে ছিয়াম ও ঈদের দাবী করেন, তারা এখন কি যুক্তি দিবেন? (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এমআরআই স্ক্যানার যে সুবিধা আনল

রোগনির্ণয়ের অত্যাধুনিক একটি পরীক্ষাপদ্ধতি ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই)। শরীরের ভেতরের কোন অঙ্গের স্পষ্ট ছবি পেতে এ পরীক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমে সেই অঙ্গের যেকোন অস্বাভাবিক অবস্থা বা নির্দিষ্ট কোন রোগ খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়। ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত এমআরএই স্ক্যানার তৈরির কথা বলে আসছেন। ২০২১ সালে তাঁরা তৈরি করেন নামের এ স্ক্যানার বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এমআরআই স্ক্যানার। কিন্তু এত দিন এই স্ক্যানার মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। এবার এই স্ক্যানারে প্রথমবারের মতো মানুষের মস্তিষ্কের ছবি তুলেছেন গবেষকেরা। তাঁরা দাবী করছেন, এ স্ক্যানারের সাহায্যে মস্তিষ্কের রোগ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যাবে। সম্প্রতি ফ্রান্সের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে এ স্ক্যানার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে যে এমআরআই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তার চেয়েও ১০ গুণ অধিক ক্ষমতার নিখুঁত স্ক্যান ছবি তুলতে পারে এই যন্ত্র। গবেষক ভিগনাড বলেন, কম্পিউটারে আইসিউল্টে তোলা ছবির সঙ্গে তিনি সাধারণ স্ক্যানারে তোলা ছবির তুলনা করে দেখেছেন। এতে মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালির ছবিও বিস্তারিত দেখা যায়। এখন পর্যন্ত অন্য কোন স্ক্যানারে তা দেখা সম্ভব নয়।

শুধু ফ্রান্স নয়, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়াও এমন শক্তিশালী এমআরআই যন্ত্র তৈরিতে কাজ করছে। গবেষকেরা আশা করছেন, এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে পারকিনসন বা আলঝেইমারের মতো রোগের পাশাপাশি বিষণ্নতা বা সিজোফ্রেনিয়ার মতো রোগেরও নিরাময় করা সম্ভব হবে।

মহাকাশে ক্যানসারের ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছে নাসা!

মহাকাশের ওযনহীন পরিবেশে ক্যানসারের ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পরিচালিত এ গবেষণার তথ্যাদি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে নাসা। এ ব্যাপারে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ফ্রাঙ্ক রুবিও নামের এক মহাকাশচারী বলেন, গবেষণার জন্য মহাকাশ একটি অনন্য স্থান। মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার ওপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করছে। সেখানে কোষের বয়স বেশ দ্রুতই বাড়ে। একই সঙ্গে গবেষণায় বেশ গতি পাওয়া যায়।

নাসার প্রধান বিল নেলসন বলেন, মধ্যাকর্ষণের কারণে পৃথিবীতে সব ধরনের গবেষণা করা যায় না। মহাকাশে ক্যানসার কোষের আণবিক কাঠামো আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। মহাকাশে নাসা কিট্রুডা নামের একটি ওষুধের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য গবেষণা করছে। এটি একটি ক্যানসাররোধী ওষুধ যা রোগীরা এখন শিরায় গ্রহণ করেন। এই ওষুধের মূল উপাদানকে তরলে রূপান্তর করা বেশ কঠিন। স্ফটিকীকরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। পৃথিবীর তুলনায় মহাকাশে আরও দ্রুত স্ফটিক তৈরি হয়। বর্তমানে ওষুধটির স্ফটিক মহাকাশে ভালোভাবে তৈরি হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০১৬ সালে ক্যানসার মুনশট নামের একটি উদ্যোগ চালু করেন। মুনশট উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল এই শতাব্দীর মধ্যে দ্রুত ক্যানসারে মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এর ফলে বছরে প্রায় ৪০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

[ইবলীস যেন সেখানে গিয়ে এই সুন্দর পরিবেশ ধ্বংস না করে দেয়, সে বিষয়ে মানুষকে সাবধান থাকতে হবে (স.স.)]

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ঈদুল ফিৎর পরবর্তী দাওয়াতী সফরে আমীরে জামা'আত

পবিত্র ঈদুল ফিৎরের পরে সপ্তাহকালীন ছুটিকে দাওয়াতী সফরে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ, নওগাঁ ও রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। সফরের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. ১২ই এপ্রিল শুক্রবার চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ : পবিত্র ঈদুল ফিৎরের পরদিন শুক্রবার আমীরে জামা'আত রাজশাহী-পশ্চিম যেলার গোদাগাড়ী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে ৩টি হাইয়েস যোগে নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি সকাল ৭-টা ৫০ মিনিটে নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। এসময় আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণ, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন ও মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। এতদ্ব্যতীত 'আল-'আওন'-এর স্বাস্থ্য বিভাগের সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, রাজশাহী-সদস 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গিয়াছুদ্দীন, কর্মী সালমান ফারেসী, উপদেষ্টা এড. জারজিস আহমাদ, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য নাযিমুদ্দীন মুন্সুরী, সূধী আব্দুল খবীর, স্থানীয় ব্যবসায়ী আব্দুল মান্নান, আব্দুল মালেক, যিয়ারত আলী, আইটি সহকারী জিএম ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

(ক) সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী : মারকায থেকে রওয়ানা হয়ে গোদাগাড়ীর মহিষালবাড়ীতে সফরসঙ্গী হন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। অতঃপর সকাল সাড়ে ৮-টায় গোদাগাড়ী উপযেলার সুলতানগঞ্জে পৌঁছলে সেখানকার কর্মীরা আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত সুলতানগঞ্জ নৌবন্দর বা পোর্ট অফ কল পরিদর্শন করেন এবং সাথীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন। অতঃপর আমীরে জামা'আতের সাবেক ছাত্র (রাবি) আব্দুল জাব্বারের বাসায় হালকা নাশতা করেন। এখানে তার বাসার নেমপ্লেটে লেখা আরবীতে ৭৮৬ মুছে দিতে বলেন এবং নেমপ্লেটে 'আজ আছি কাল নেই' লেখাটি সংশোধন করে 'আজ আছি কাল লাশ' লেখার পরামর্শ দেন। তিনি দুই ছেলেকে সর্বাবস্থায় দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার নছীহত করেন। তিনি তাদের মা সহ সবাইকে নিয়ে বাড়ীতে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করার ও বাড়ীকে প্রকৃত আহলেহাদীছ বাড়ীতে পরিণত করার উপদেশ দেন।

(খ) সোনা মসজিদ স্থলবন্দর, তহাখানা ও দারসবাড়ী পরিদর্শন : সুলতানগঞ্জ নৌবন্দর থেকে বেরিয়ে চাঁপাই বিশ্বরোড মোড়ে পৌঁছলে সেখান থেকে যেলা যুবসংঘের সভাপতি ছালেহ সুলতান ও সেক্রেটারী এমদাদ হোসেনের নেতৃত্বে ৮টি হোণ্ডা অতঃপর শিবগঞ্জ পৌঁছে যোগ হওয়া ১৬টি সহ মোট ২২টি হোণ্ডার বহর সহ বেলা ১১-টায় আমীরে জামা'আত সোনা মসজিদ স্থলবন্দরে পৌঁছেন। এসময় এলাকার সুধী ও কর্মীদের শ্লোগানে বন্দর মুখরিত হয়ে ওঠে। আমীরে জামা'আত বাংলাদেশ ও ভারতের চেকপোস্টে পৌঁছে পিছনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৯৮ সালের ১৫ই জুন থেকে ২৫ শে জুন পর্যন্ত বিহারের কিষাণগঞ্জে ৪ দিন ব্যাপী এক শিক্ষা সেমিনারে অতিথি বক্তা হিসাবে যাতায়াতের সময় তিনি এই চেকপোস্ট অতিক্রম করেন। এসময় তিনি বর্তমানে দাম্মাম প্রবাসী মতীউর রহমান মাদানীর কথা স্মরণ করেন। যিনি ওপারের মহদীপুরের বাসিন্দা এবং তিনি সেদিন জীপে করে আমীরে জামা'আতকে কিষাণগঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলেন। চেকপোস্ট থেকে বেরিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পার্শ্ববর্তী দারসবাড়ী মসজিদ ও মাদ্রাসা, মাঝখানে বিশাল দীঘি এবং অপর পার্শ্বে অবস্থিত তহাখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটি ছিল তৎকালীন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (৯০০-৯২৪হি./১৪৯৪-১৫১৮ খৃ.)-এর স্থাপনা। যিনি সর্বপ্রথম ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাৎহুল বারীর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ১লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় খরীদ করেন। অতঃপর এখানে বড় বড় মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে তার দারস শুরু করেন। সম্ভবত একারণেই চাঁপাই নবাবগঞ্জসহ বৃহত্তর রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ যেলায় আহলেহাদীছের জনসংখ্যা সর্বাধিক।

(গ) বিশ্বনাথপুর, কানসাট-পশ্চিমপাড়া : সোনা মসজিদ স্থলবন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে হোণ্ডা বহর সহ আমীরে জামা'আত দুপুর ১২-টা ২৫মিনিটে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। সেখানে 'আন্দোলন'-এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি সেখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৮৩ সালের ২৩ শে নভেম্বর এখানে এক ইসলামী সম্মেলনে বক্তব্যের শুরুতে একটি বোরক্বা পরা মেয়েকে ঢিল মারার কথা জানতে পেরে আমি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আড়াই ঘণ্টা ভাষণ দেই। অতঃপর যাকেরা, সেতারা, তাসলীমা, ছাফিয়া প্রমুখ মেয়েদের মাধ্যমে 'মহিলা সংস্থা' গঠন করি ও তাদেরকে ব্যাপক তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দেই। অতঃপর ওয়াদা করি যে, আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমি আবার আসবো। তখন আমি কয়েকশত সাদা বোরক্বা পরা মেয়েদের উপস্থিতি দেখতে চাই। ওয়াদামতে পরের বছরের সম্মেলনে যোগদান করি এবং আমার নির্দেশে মঞ্চের মাঝখান থেকে পর্দা করা হয়। যার এক পাশে আমি এবং চাঁপাই শহরের নমোশংকরবাটি কামিল মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিছ মুজীবুর রহমান, আব্দুছ ছামাদ সালাফী, আব্দুল মতীন সালাফী, আব্দুন নূর সালাফী, মাওলানা মুসলিম, মহিষালবাড়ীর মাওলানা আয়নুদ্দীন, অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা) ও তার ভাই মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফীসহ ৯ জন আলেম। আরও ছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আমি পর্দার এপাশ থেকে যাকেরা ও সেতারার উদ্দেশ্যে বললাম, তোমরা একজন দরসে কুরআন ও একজন দরসে হাদীছ দাও। সেমতে তাদের দরস শুনে মুহাদ্দিছ মুজীবুর রহমান ছাহেব বলেন, আমার আজকে নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। কলেজ ও মাদ্রাসা পড়ুয়া মেয়েদেরকে এভাবে গড়ে তোলার জন্য আমি আমীরে জামা'আতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেদিন মাঠের আইল সমূহ দিয়ে আড়াই হাযারের মত সাদা বোরক্বা পরা মেয়ে আসার স্রোত দেখে চেয়ারম্যান ছাহেব বিস্মিত হয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। তারপর এলাকার ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘাসের উপর বসে পদ্মপাতায় খাওয়ার সময় আব্দুল মতীন সালাফী আবেগে বলে ফেলেছিলেন, আপনার সঙ্গে আর কখনই আসবো না। আমি বলেছিলাম, আলেমদেরকে জনগণের সাথে মিশতে হবে। তবেই তারা ইসলামের সরলতায় মুগ্ধ হবে এবং ইসলাম বিজয়ী হবে।

খুৎবা শেষে আমীরে জামা'আত জুম'আর ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর তিনি সাথীদের নিয়ে আছর ছালাত জমা ও ক্বছর করেন।

অতঃপর মসজিদের অফিসে হালকা নাশতা করেন।

(ঘ) আমীরে জামা'আত সাথীদের নিয়ে কোটি মার্কেট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই, রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে আব্বাস বাজার 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী' পরিদর্শন করেন এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা সমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য তুলে ধরেন। এখানে তিনি দাম্মাম প্রবাসী মতীউর রহমান মাদানীর সাথে তার ফুফাতো ভাই আমীনুল ইসলামের মাধ্যমে সরাসরি মোবাইলে কথা বলেন।

(ঙ) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কানসাট : আব্বাস বাজার 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী' পরিদর্শন শেষে আমীরে জামা'আত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কানসাট মাদ্রাসায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি সাথীদের নিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন এবং হালকা বিশ্রাম করেন। অতঃপর বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এখানে যেলা 'আন্দোলনে'র প্রচার সম্পাদক ও মেযবান শরীফুল ইসলাম আমীরে জামা'আতের উপর মিথ্যা মামলা ও সেজন্য ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিনের কারা নির্যাতন নিয়ে লেখা তার একটি স্বরচিত জাগরণী পাঠ করেন। যার মাধ্যমে তিনি বিগত চারদলীয় জোট সরকারের ইসলামী মূল্যবোধের ভণ্ডামী তুলে ধরেন। যা উপস্থিত সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অতঃপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, চাঁপাই-উত্তরের সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম, হাফাবা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, জনগণের ভোট নিয়ে যারাই ক্ষমতায় যায়, তারাই প্রথমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় হাত দেয়। ২০১২ সাল থেকে এদেশের শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে যে, তারা বানরের বংশধর। হাযারো বিরোধিতা সত্ত্বেও আজও তা চলছে। একইসাথে চলছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্র। ১৯৮৯ সালে জনৈক কালিদাস বৈদ্যকে সামনে রেখে বৃহত্তর খুলনা ও যশোরকে পৃথক করার 'বঙ্গভূমি অন্দোলন'। অতঃপর শুরু হয় সন্তু লারমাকে সামনে রেখে দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে 'জুমল্যাণ্ড' নামে পৃথক করার আন্দোলন। যা বর্তমানে কঠিন অবস্থায় পৌঁছেছে। এগুলি যে সবই প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তির এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কপট চাল, তা সবাই বুঝতে পারে। অতএব জাতি সাবধান!

সামাবেশ শেষে তিনি মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর করেন। অতঃপর তিনি অত্র মাদ্রাসার শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে সারগর্ভ নছীহত করেন। এসময় তিনি ঐতিহ্যবাহী কালাই রুটি দিয়ে সবাইকে নিয়ে রাতের খাবারের পর্ব শেষ করেন। অতঃপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিনব্যাপী দাওয়াতী সফর শেষে তিনি রাত পৌনে ১১-টায় নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

২. নওগাঁ ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ রবিবার : অদ্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত নওগাঁ যেলার ৭টি এলাকায় দাওয়াতী সফর করেন। রাজশাহী-সদর যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে ১টি হাইয়েস ও ১টি নোয়াহ যোগে সফরসঙ্গীদের নিয়ে তিনি সকাল ৮-টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। নওগাঁর মান্দা উপযেলার মজীদপুর, চককানু ও কুসুম্বা মসজিদ, মহাদেবপুর উপযেলার কলেজপাড়া, সাপাহার উপযেলার জবই ও আলাদীপুর এবং পোরশা উপযেলার কালাইবাড়ী প্রভৃতি স্থানে দিনব্যাপী সফর শেষে রাত সাড়ে ১২-টায় তিনি মারকাযে ফিরে আসেন।

এই সফরে রাজশাহী থেকে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, তার শ্বশুর নওগাঁ চকরামপুরের শেরশাহ বাবলু, মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণ। এতদ্ব্যতীত 'আল-'আওন'-এর স্বাস্থ্য বিভাগের সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, মহানগর 'আন্দোলন'-এর কর্মী সালমান ফারেসী প্রমুখ। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

(ক) মজীদপুর, মান্দা : রাজশাহী থেকে রওয়ানা হয়ে মান্দা উপযেলার মজীদপুর পৌঁছলে মজীদপুর শাখার সভাপতি ইমরান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমান, আল-'আওন-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শাহীন সহ কর্মীরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুধী সমাবেশে যেলা সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলমের সঞ্চালনায় আলোচনা পেশ করেন, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম। সবশেষে সমবেত শ্রোতাবৃন্দের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত দিক নির্দেশনা মূলক সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। এক পর্যায়ে তিনি ১লা বৈশাখ 'বর্ষবরণ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মজীদপুর ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন, আমরা এটা বাধ্য হয়ে করেছি। আগে কখনও করিনি। উল্লেখ্য যে, নওগাঁ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার অসুস্থ থাকায় সফরে যোগদান করতে পারেননি। আমীরে জামা'আত আশু রোগ মুক্তির জন্য দো'আ করেন।

(খ) চক কানু, মান্দা : মজীদপুর সুধী সমাবেশ শেষে হোণ্ডা বহর সহ আমীরে জামা'আত বেলা সাড়ে ১১-টায় ৫২ নং চক কানু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। সেখানে যেলা সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে আগে থেকেই আলোচনা করছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ। আমীরে জামা'আত সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াত তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি যুবসংঘের সাবেক কর্মী আব্দুল্লাহেল কাফীকে স্মরণ করেন। সে বর্তমানে অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী আছে বলে তার নাতির কাছ থেকে খবর পেয়ে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য দো'আ করেন।

(গ) কুসুম্বা জামে মসজিদ, মান্দা : চক কানু সুধী সমাবেশ শেষ করে আমীরে জামা'আত দুপুর সোয়া ১২-টায় ঐতিহাসিক কুসুম্বা জামে মসজিদে পৌঁছেন এবং সরাসরি গিয়ে মেম্বরে বসেন। অতঃপর সফরসঙ্গীদের ও উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সূরা জিন ১৮ আয়াত পাঠ করে বলেন, মসজিদ সমূহ কেবল আল্লাহ্র জন্য। এখানে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে ডাকা চলবে না। কোনরূপ শিরক ও বিদ'আত চলবে না। এখানে হিন্দু নারী-পুরুষের কোন সুযোগ নেই। অথচ সব ধরনের মানুষ এখানে আসছে। সামনের বিশাল দীঘিতে গঙ্গাস্নানের ন্যায় এক পাশে পুরুষ ও এক পাশে নারীরা পূণ্যস্নান করছে। এগুলি থেকে মসজিদকে হেফাযত করার জন্য তিনি স্থানীয় সমাজনেতা ও সরকারী প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

(ঘ) কলেজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মহাদেবপুর : কুসুম্বা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যোহরের সময় আমীরে জামা'আত

তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হন। অতঃপর যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর করেন। এখানে বেলা ১১-টা থেকে যেলা সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশ চলছিল। যেখানে আলোচনা করছিলেন ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও যুবসংঘের সভাপতি শরীফুল ইসলাম। অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত সুধীদের প্রতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। সুধী সমাবেশ শেষে তিনি সাথীদের নিয়ে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহিউদ্দীন মানিকের বাসায় দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন।

(ঙ) জবই ফাযিল মাদ্রাসা, সাপাহার : মহাদেবপুর কলেজপাড়ায় সুধী সমাবেশ ও দুপুরের খাবার শেষে আমীরে জামা'আত বাদ আছর পোরশার জবই ফাযিল মাদ্রাসা ময়দানের সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। সেখানে আমীরে জামা'আত উপস্থিত সুধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ২০১০ সালে আলাদীপুর মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা শামসুদ্দীন-এর ২য় জানাযায় যোগদান শেষে কদমডাঙ্গা ও কলমুডাঙ্গা মাদ্রাসা পরিদর্শন করি। অতঃপর রাজশাহী ফেরার পথে 'জবই' নাম দেখে চমকে যাই। পরে মাদ্রাসার সাইনবোর্ড দেখে ভিতরে প্রবেশ করি ও মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করি। তিনি বলেন, ১লা বৈশাখে 'বর্ষবরণ' অনুষ্ঠান কখনই মুসলমানের অনুষ্ঠান নয়। আল্লাহ্র কিতাবে বছরে ১২টি মাস নির্দিষ্ট। আল্লাহ্র হুকুমে প্রত্যেক মাসেরই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর কোন একটি মাসকে আলাদাভাবে বরণ করার কোন সুযোগ নেই। অতএব আমাদেরকে যেকোন মূল্যে শিরকী আক্বীদা ও আমল থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সমাবেশ শেষে তিনি জবই বিল পরিদর্শন করেন।

(চ) আলাদীপুর দারুলহুদা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, সাপাহার : মাগরিবের যঈফ ওয়াক্তে এখানে পৌঁছলে প্রিন্সিপাল মাওলানা নো'মান আলীসহ সুধীবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর করেন। অতঃপর মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি আলাদীপুর, কদমডাঙ্গা ও কলমুডাঙ্গা মাদ্রাসার মরহূম প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্ন পূরণের স্বার্থে যে কোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সুধীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

(ছ) কালাইবাড়ী, পোরশা : আলাদীপুর থেকে রাত ৮-টায় রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত কালাইবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে কালাইবাড়ী শাখা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম। অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্মৃতিচারণ করে বলেন, বিগত ইসলামী মূলবোধের ৪ দলীয় জোট সরকার আমাদের উপর রাতারাতি যে ১০টি মিথ্যা মামলা চাপিয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল ২০০৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে ৩জন সাথীকে নিয়ে আমরা পোরশা থানার ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি করেছিলাম। অতঃপর একই রাতে সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানার নেওয়ারগাছা গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি করেছিলাম। অতঃপর সে রাতেই রাজশাহী ফিরে পরদিন সকাল ৯টায় সংগঠনের পক্ষ হ'তে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আমি প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়েছিলাম। তাই ২০০৫ সালে ডাকাতি করা সেই পোরশা ব্রাক ব্যাংক অফিসটি স্বচক্ষে দেখার জন্য আমাদের গভীর আগ্রহ রয়েছে।

অতঃপর গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ্র বাড়ীতে তিনি রাতের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর সবার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সফরসঙ্গী সহ রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে রাস্তা থেকে পোরশা ব্রাক ব্যাংক অফিস দেখেন। অতঃপর রাত সাড়ে ১২-টায় তিনি নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

৩. ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল ডি. এস কামিল মাদ্রাসা ময়দানে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে এই সফরে রাজশাহী থেকে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণ। এতদ্ব্যতীত 'আল-'আওন'-এর স্বাস্থ্য বিভাগের সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, মহানগর 'আন্দোলন'-এর কর্মী সালমান ফারেসী প্রমুখ।

রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হাদীদ ২০ ও ২১ আয়াত পাঠ করে বলেন, দুনিয়ার এই জীবন খেল-তামাশার বস্তু। মৃত্যু পরবর্তী জীবনই আমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। সেখানে আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য মুমিন বান্দাকে এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, যার অঙ্গুলি হেলনে চন্দ্র দিখণ্ডিত হয়ে যাবে। যেমন দিখণ্ডিত হয়েছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আঙ্গুলি হেলনে। যার বিভক্তি রেখা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন চন্দ্র বিজয়ী এ্যাপোলো-১১ এর নভোচারী নেইল আর্মষ্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই তাদের ঢাকা আগমনকালে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নিকট থেকে আমি তাদের দেখেছি ও ভাষণ শুনেছি। অতএব মুমিনকে আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য সর্বদা প্রতিযোগিতা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ। সুধী সমাবেশ শেষে আমীরে জামা'আত ধুরইল বাজারস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' পরিদর্শন করেন। অতঃপর রাজশাহী-সদর যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার শ্বশুর, রাবি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ৮২-৮৩ সেশনে আমীরে জামা'আতের সরাসরি ছাত্র ও বাগমারার বালানগর কামিল মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল ও বর্তমানে ধুরইল হাজীপাড়া শাখা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আয়নুল হকের বাড়ীতে সাথীদের নিয়ে রাতের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাত ৯-টা ৫০ মিনিটে নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। এবারে ৩৮ জন

সফরকারীর মাধ্যমে ৬৬টি যেলাতে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংগঠনিক যেলা সমূহে স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ১২৯৬টিসহ সর্বমোট ১৩৬২টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

৪ঠা রামাযান ১৫ই মার্চ শুক্রবার মণিরামপুর, যশোর : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৬ই রামাযান ১৭ই মার্চ রবিবার পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম : অদ্য বাদ যোহর নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৬ই রামাযান ১৭ই মার্চ রবিবার রংপুর-পশ্চিম : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন মুসলিম পাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৭ই রামাযান ১৮ই মার্চ সোমবার মহিষখোচা, লালমণিরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৮ই রামাযান ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার বাঁশবাড়িয়া, নাটোর : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন বাঁশবাড়িয়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া বাঁশবাড়িয়ার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি জনাব আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৮ই রামাযান ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৯ই রামাযান ২০শে মার্চ বুধবার কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ : অদ্য বাদ যোহর লালমণিরহাট যেলা শহরের সেলিমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৯ই রামাযান ২০শে মার্চ বুধবার নেত্রকোণা : অদ্য বাদ আছর যেলার কলমাকান্দা থানাধীন নল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

৯ই রামাযান ২০শে মার্চ বুধবার কাউনিয়া, রংপুর-পূর্ব : অদ্য বাদ যোহর যেলার কাউনিয়া থানাধীন ভায়ারহাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর ও রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান।

১০ই রামাযান ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার সাঘাটা, গাইবান্ধা : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন শিমুলবাড়ী সালাফী মাদ্রাসায় গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

১০ই রামাযান ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার ডিমলা, নীলফামারী : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার ডিমলা উপযেলাধীন আমতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ

মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

১০ই রামাযান ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ বাপ্তা, ভোলা : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ বাপ্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ভোলা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক (৫৮) গত ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯-টায় খুলনা সিটি হাসপাতালের আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। ১৭ই মার্চ রবিবার সকাল ৮-টায় যশোর যেলার কেশবপুর উপযেলার দোরমুটিয়া গ্রামে নিজ বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে ডাব পাড়ার সময় সেটি ছিটকে এসে নিজের মাথায় সজোরে আঘাত করলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন ও দ্রুত খুলনা সিটি হাসপাতালে নীত হন এবং সেখানেই ৫দিন পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ১ পালকপুত্রসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে ৮-টায় খুলনা পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শো'আয়েব হোসাইন। অতঃপর বাদ জুম'আ যশোরে তার নিজ গ্রামে ২য় জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সহ যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র নেতা-কর্মী ও বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' অখণ্ড রাজশাহী যেলার সুযোগ্য সভাপতি (২০১১-২০১৫) ও পরে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি ২০১৫-২০২১) ও প্রাক্তন থানা শিক্ষা অফিসার ডা. মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী (৯৮) গত ৬ই এপ্রিল ২৭শে রামাযান শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ৭-টায় বানেশ্বরের নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় বানেশ্বর সরকারী ডিগ্রী কলেজ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর **মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযা শেষে তাকে বানেশ্বর বাজারের পার্শ্ববর্তী সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০ বছর পূর্বে ২০০৩ সালের ১৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার মাইয়েতের স্ত্রীর জানাযায়ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইমামতি করেছিলেন।

জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুরুরুল হুদা, রাজশাহী-পূর্ব যেলার প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, মারকাযের হিফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সহ যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[মাইয়েতের স্মৃতিচারণ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, তিনি ছিলেন, অত্যন্ত সময়ানুবর্তী, সারাদেশের যেলা সভাপতিদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি মিটিং শুরুর আগেই সর্বদা মারকাযে পৌঁছে যেতেন। তার ভাষা জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ছিলেন আমাদের লেখনীর সুক্ষ্মদর্শী পাঠক। যেখানেই তিনি যেতেন মাসিক আত-তাহরীক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বই সব সময় তার ব্যাগে থাকত। তিনি 'কি ও কেন?' বইটি সর্বত্র বিতরণ করতেন। তাঁর সেই রীতির অনুসরণে আমরা তাঁর মৃত্যুর পর রামাযানের মধ্যেই উক্ত বই খরীদ করে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে তাঁর নামে বিতরণ করেছি।]

৩. 'অল ইণ্ডিয়া জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর মুর্শিদাবাদ যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মেছবাহুদ্দীন (৮৯) গত ৬ই এপ্রিল ২৬শে রামাযান শনিবার সকাল পৌনে ৮-টায় বার্ধক্যজনিত কারণে লালগোলায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। তার জানাযায় ইমামতি করেন 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ ইণ্ডিয়া' পশ্চিম বাংলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী। জানাযা শেষে তাকে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কুতুবুদ্দীনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মাওলানা মেছবাহুদ্দীন ডিসেম্বর'১৭ পর্যন্ত 'মাসিক আত-তাহরীক'-এর নিয়মিত এজেন্ট ছিলেন। যার সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৮৩৫ কপি। এছাড়া তার এক কন্যা ঢাকায় বিবাহিত হওয়ার কারণে প্রায়ই ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসতেন এবং নওদাপাড়া মারকাযে অবস্থান করতেন।

[মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্মৃতিচারণ করে বলেন, তাঁর পিতা মাওলানা মোতাতায়ুদ্দীন লিখিত 'আনুগত্যহীন সংগঠন' বইটি আহলেহাদীছ 'যুবসংঘে'র সিলেবাসভুক্ত ছিল। তাঁর পিতার অন্যান্য বইও যুবসংঘের অফিস থেকে বিক্রয় হ'ত। তার মাধ্যমেই মাসিক আত-তাহরীক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই-পত্র প্রথম পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পরিবেশিত হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে ভারত-পাকিস্তান ও নেপালে ৫২ দিনের স্টাডি ট্যুরের এক পর্যায়ে আমি লালগোলায় যাই এবং তাদের বাড়ীতে অবস্থান করি। এসময় তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আমার সাথে সফর করেন। এতদ্ব্যতীত লালগোলা মাদ্রাসার শিক্ষক ইসহাক মাদানীও আমাকে তার ভ্যাসপায় করে নিকটবর্তী স্থান সমূহে সফর করেন]

[আমরা মরহূমদের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি ও তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সাথে তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি-সম্পাদক।]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার স্ত্রী ও সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। স্ত্রী সাহারী ও ইফতারসহ অন্যান্য খাবার তৈরী করে দেয়। এক্ষণে স্ত্রীর সাথে একসাথে থাকা বা তার তৈরী করা আহার্য গ্রহণ করা যাবে কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : স্বামী ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সাথে তার বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তালাকে রাজঈ হয়ে গেছে। কেননা কোন মুসলিমের সাথে কাফির ব্যক্তির বিবাহ হারাম *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। অতএব এমতাবস্থায় স্ত্রী থেকে আলাদা থাকতে হবে। এক্ষণে স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে কোনদিনই ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না *(মুমতাহিনা ৬০/১০)*। উল্লেখ্য যে, ইদ্দতকালীন সময়ে আলাদা থাকা অবস্থায় স্ত্রীর বানানো হালাল খাবার গ্রহণে দোষ নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১১৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/২০)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : বিপদের সময় 'ইয়া ছাবরা আইউবা' বলা যাবে কি?

-আল-আমীন, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : *'ইয়া ছাবরা আইউবা'* দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আইউব (আঃ)-এর মত ধৈর্য ধারণের তাওফীক দাও'। এরূপ বাক্য দো'আ অর্থে ব্যবহার করায় দোষ নেই। কারণ শারঈ বিধান ব্যতীত নবী-রাসূলগণের আদর্শ ও আচরণ অনুসরণীয়। আল্লাহ বলেন, এরাই হ'ল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর *(আন'আম ৬/৯০)*। তিনি আরো বলেন, 'অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ' *(আহকাফ ৪৬/৩৫)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : জিনদের মাঝে কি কোন নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছিল?

-নূরুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : বিশুদ্ধ মতে জিনদের মাঝে আলাদা কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। বরং মানবজাতির নবী-রাসূলই জিনদের নবী-রাসূল। তবে জিনদের নিকট তাদের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার পূর্বে আমরা জনপদবাসীদের মধ্য হ'তে কেবল পুরুষদেরকেই নবী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে আমরা 'অহি' প্রেরণ করতাম *(ইউসুফ ১২/১০৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল পাঠাইনি, যারা খাদ্য ভক্ষণ করেনি বা হাট-বাজারে চলাফেরা করেনি *(ফুরক্বান ২৫/২০)*। ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূবকে এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে রেখে দিলাম নবুঅত ও কিতাবকে *(আনকাবূত ২৯/২৭)*। তবে তাদের ইসলামের পথে আহ্বান করার জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ছিল যারা নবী-রাসূল ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (স্মরণ কর) যখন আমরা একদল জিনকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার উপর নাযিল হয়েছে *(আহক্বাফ ২৯/২৭)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : প্যারালাইসিস রোগী কি ডায়াপার পরা অবস্থায় ছালাত আদায় করতে পারবে?

-মাহফূযা খাতুন, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের সম্পর্ক পবিত্রতা ও সতরের সাথে। যদি প্যারালাইস্ড রোগীর ডায়াপারে অপবিত্রতা লেগে থাকে তাহ'লে ছালাতের পূর্বে পবিত্র হয়েই ছালাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে আত্মীয়রা সহযোগিতা করবে। কেউ সহযোগিতা করার মত না থাকলে উক্ত ডায়াপার পরেই ছালাত আদায় করবে। কারণ জ্ঞান থাকা পর্যন্ত ছালাত মাফ নেই *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৩)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : জনৈক ব্যক্তি নিয়মিত যাকাত প্রদান করতেন। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে তিনি অনিয়মিত হয়ে পড়েন। কয়েক বছর পর এখন তিনি নিয়মিত যাকাত দিতে চান। কিন্তু আগের প্রদেয় যাকাত অনেক বেশী পরিমাণে হয়ে যাওয়ায় তা আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। এক্ষণে পুরোটা কি আদায় করা আবশ্যক হবে না তওবা করলেই হবে?

-আমানুল্লাহ, টেক্সাস, আমেরিকা।

উত্তর : পুরোটা আদায় করতে হবে। কারণ বছর অতিক্রান্ত হওয়া যাকাত মওকূফের কারণ নয়। এক্ষণে প্রত্যেক বছরের মূল সম্পদ আনুমানিক হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ বের করবে এবং যাকাত আদায় করবে। আর যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫/১৭ ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২১১-১৪, ২৯৬)*। তবে এক বছরে বকেয়া আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে বর্তমান যাকাত নিয়মিত দিবে এবং বকেয়াগুলো ক্রমান্বয়ে আদায় করবে।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : হালাল বা হারাম পশুর রক্ত পবিত্র কি? গায়ে লাগলে তা নিয়ে ছালাত হবে কি?

-আহনাফ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : যে কোন হালাল পশুর যবেহকালীন প্রবাহিত রক্ত নাপাক *(আন'আম ৬/১৪৫)*। তা দেহে বা পোষাকে লাগলে ধুয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। আর মাংসে লেগে থাকা রক্তের ছিটাফোঁটা শরীরে বা কাপড়ে লাগলে নাপাক হবে না। উক্ত পোষাক পরিধান করে ছালাত আদায়ে কোন দোষ নেই *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২৯৯; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/০২)*। পক্ষান্তরে হারাম পশুর রক্ত সর্বদাই অপবিত্র *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৫৬৮; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৫২)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিষিদ্ধ দিন ছাড়া সারা বছর ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আবীর হাসান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : বছরের নিষিদ্ধ পাঁচ দিন বাদ দিয়ে সারা বছর ছিয়াম পালন করা যায়; তবে সেটি সুন্নাতসম্মত নয়। কারণ এতে দেহের হক নষ্ট হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখলো সে যেন কোন ছিয়ামই রাখেনি। একথা তিনি তিনবার বলেন *(বুখারী হা/১৯৭৭; মুসলিম হা/১১৫৯)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখলো সে যেন কোন ছিয়ামই রাখেনি। প্রতি মাসের তিনটি ছিয়াম সারা বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য' *(নাসাঈ হা/২৩৯৭)*। তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো এর চেয়েও অধিক ছিয়াম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের হক আছে এবং তোমার দেহের হক আছে।... তুমি সর্বোচ্চ একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতে পার। আর এটি হ'ল দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম' *(মুসলিম হা/১১৫৯; নাসাঈ হা/২৩৯৭)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) সারা বছর একটানা ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। অতএব কেউ বেশী ছিয়াম পালন করতে চাইলে তিনি সর্বোচ্চ দাউদ (আঃ)-এর পদ্ধতিতে ছিয়াম পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : তারাবীহর ছালাত ইমামের সাথে শেষ করার যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে বিতর ইমামের সাথে না পড়ে একাকী পড়লে কি উক্ত ছওয়াব হবে? ইমাম স্বয়ং যদি বিতর না পড়ে সবাইকে তা বাসায় পড়ার নির্দেশ দেন, তাহ'লে কি পুরো রাত ছালাত আদায়ের ফযীলত পাওয়া হবে?

-শাহেদ, যশোর।

উত্তর : উক্ত ফযীলত পেতে হ'লে ইমামের ছালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত সাথে থাকতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮)*। ইমাম যদি বিতর সমাপ্ত করেন তাহ'লে ইমামের সাথে বিতর আদায় করবে। আর ইমাম বিতর আদায় না করলে মসজিদে বা বাড়ীতে বিতর আদায় করবে। তাহ'লে পুরো রাত ছালাত আদায়ের ছওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ছান'আনী, আত-তানভীর ৩/৪৫৭; ওছায়মীন, আল লিকাউশ শাহরী ৮/৪৪)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : মানুষের উপর তার নামের প্রভাব পড়ে কি?

-আব্দুল্লাহ, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : মানুষের উপর তার নামের প্রভাব পড়তে পারে। আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) ব্যক্তি, বস্তু এমনকি জায়গার নামও পরিবর্তন করে দিতেন। নবী করীম (ছাঃ) আ'ছ (অবাধ্য), আযীয (পরাক্রমশালী), আতলাহ (কর্কশ), হাকাম (বিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ) ও শিহাব (উল্কা) নামকে পরিবর্তন করে রেখেছেন হিশাম (বিধ্বস্তকারী)। তিনি হারব (যুদ্ধ)-এর পরিবর্তে সালাম (শান্তি), মুনবাইছ (জাগ্রত)-কে মুযতাজি' (শয়নকারী), আফিরাহ (অনুর্বর) নামক এলাকাকে খাযিরাহ (সবুজ), আয-যালালাহ (বিপথ) উপত্যকাকে আল-হুদা (হিদায়াতের পথ), বনু যানিয়াহ (জারজ সন্তান)-এর নাম বনুর-রিশদাহ (নির্মল সন্তান) এবং বনু মুগবিয়াহ (বিপথগামী নারীর সন্তান)-এর বনু রিশদা (হিদায়াতপ্রাপ্ত নারীর সন্তান) নামকরণ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৪৯৫৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) তার পিতার সূত্রে বলেন, 'তাঁর দাদা নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, হায্‌ন (কঠোর)। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, বরং তোমার নাম সাহল (সহজ-সরল)। সে বলন, না কারণ সহজ-সরলকে পদদলিত করা হয়, অপমান করা হয়। আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোন নাম দিয়ে আমি বদলাব না। ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, এরপর থেকে আমাদের বংশের মধ্যে কঠোর স্বভাব চলে এসেছে *(বুখারী হা/৬১৯০; আবুদাউদ হা/৪৯৫৬; মিশকাত হা/৪৭৮১)*।

অন্য একটি আছারে এসেছে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বলল, জমরা (কয়লা বা অঙ্গার)। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার নাম কি? লোকটি বলল, শিহাব (অগ্নিশিখা)। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গোত্রের? লোকটি বলল, হারাক (জ্বলন্ত)। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় বাস কর? লোকটি বলল, হাররাতুন্নারে (দোযখের গরমে)। আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেই স্থানটা কোথায়? লোকটি বলল, যাতে লাযা (লাযা নামক দোযখে)। ওমর (রাঃ) বললেন, যাও, গিয়ে তোমার খবর নাও; তারা সকলেই জ্বলে গেছে। লোকটি গিয়ে দেখল যে, সত্যই ওমর (রাঃ) যা বলেছেন, তাই হয়েছে (অর্থাৎ সকলেই জ্বলে গেছে) *(মুয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৫৭০)*। অতএব নাম রাখার ক্ষেত্রে সুন্দর অর্থবোধক ইসলামী নাম রাখা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : মসজিদের বাথরুমে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় ও মাছি শরীরের এসে পড়ে। তাদের দেহে থাকা নাপাকী শরীরে লাগতে পারে। এজন্য পোষাক পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-ছিয়াম শিকদার, চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর : এতে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি স্পষ্ট কোন

নাপাকি বহন করে আর তা কাপড়ে বা পোষাকে দৃশ্যমান হয় তাহ'লে তা ধুয়ে ফেলতে হবে *(আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ১/২০৬,২১৬; যাকারিয়া আনছারী, আসনাইল মাতালিব ১/১৪)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : আমি একটি অমুসলিম প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। যেখানে আছরের ছালাতের কোন সময় দেয় না। আমাকে অফিস ফাঁকি দিয়ে ছালাত আদায় করতে হয়। এটা জায়েয হচ্ছে কি? আমার করণীয় কি?

-আল-আমীন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

উত্তর : সময় মত ছালাত আদায় করা মুসলমানের ধর্মীয় অধিকার। এই অধিকার কোম্পানীর নিকট চেয়ে নিতে হবে। আশা করি এ সুযোগ তারা দিবে। না দিলে এবং সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র রিযিক অন্বেষণ করবে। আল্লাহ বলেন, বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যখন আল্লাহ্র জন্য কোন কিছু ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাকে তার থেকে কল্যাণকর কিছু দিবেন *(আহমাদ হা/২৩১২৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : কোন স্ত্রী কি স্বামীর দেয়া মোহরানার টাকা খুশীমনে স্বামীকে খরচের জন্য দিয়ে দিতে পারবে?

-হাফছা বিনতে শাহীন, বগুড়া।

উত্তর : পারবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর *(নিসা ৪/৪)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : আমি জীবনে বহু মানুষের গীবত করেছি, তোহমতও দিয়েছি। আমার জানামতে এ গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যাদের গীবত করেছি তাদের অনেকের সাথে আমার যোগাযোগও নেই। আবার ক্ষমা চাওয়াও লজ্জার ব্যাপার। এক্ষণে এ পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমার করণীয় কি?

-উম্মে হাবীবা, বগুড়া।

উত্তর : গীবত করা হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য অধিকহারে ইস্তিগফার পাঠ করাই তার কাফফারা। আর তার জন্য দান-ছাদাকা, ইস্তিগফার ও দো'আ করবে *(নববী, আল আযকার ৫৫০ পৃ.)*। আর দো'আয় বলবে, 'আল্লাহুম্মাগফির লানা ওয়া লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ তুমি আমাদের ও তাকে ক্ষমা করে দাও'। সম্ভব হ'লে তার নিকট সরাসরি ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই সর্বোত্তম। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহ'লে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হ'তে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলূমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহ'লে তার (মযলূম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*।' কারণ এটি আর্থিক কোন ব্যাপার নয় *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৮/১৮৭-১৮৮)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : শেষ বৈঠকে তাশাহুদের সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে?

-শাহাদত শেখ, আসাম, ভারত।

উত্তর : শেষ বৈঠকে দৃষ্টি শাহাদত আঙ্গুলি নাড়ানোর প্রতি থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাশাহহুদ আদায় করতে বসতেন তখন তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করতেন। আর দৃষ্টি তাঁর ইশারা অতিক্রম করত না *(আবুদাঊদ হা/৯৯০; মিশকাত হা/৯১২; ছহীহাহ হা/২২৪৮)*। সেজন্য সালাফ বিদ্বানগণ বলেন, তাশাহহুদে মুছল্লীর দৃষ্টি থাকবে তার আঙ্গুল ইশারা করার প্রতি, যেন তা ইখলাছ ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/২৩৫; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২৪)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : আমার স্ত্রীর ৫ ভরি সোনা এবং আমার ৫ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে। এক্ষণে আমাদের যাকাত দিতে হবে কি?

-শাহারুল ইসলাম, শাহবাগ ,ঢাকা।

উত্তর : স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পদের যাকাত দিবে। কারণ যাকাত ফরয হয় মালিকানার উপর। এক্ষণে যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রীর কারো সম্পত্তি আলাদাভাবে নিছাব পরিমাণ হয়নি তাতে যাকাত দিতে হবে না।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : আমের বাগান কয়েক বছরের জন্য (টাকার বিনিময়ে) লিজ দেওয়া যাবে কি?

-নাজমুছ ছাদিক, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে বিধান হ'ল- **প্রথমতঃ** মুকুল আসার পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়েয হবে না। কারণ জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং কয়েক বছরের মেয়াদে কোন গাছের বা বাগানের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২১৯৪-৯৬; মুসলিম হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২৮৪১; ছহীহুল জামে' হা/৬৯৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বলতো, আল্লাহ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে'? *(বুখারী হা/২২০৮; মুসলিম হা/১৫৫৫)*। অতএব এরূপ অস্পষ্ট ও একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। বরং গাছের আম 'মুযারাবা' অংশীদারী চুক্তিতে বর্গা দিতে পারে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/২৫৩৪-৩৫; ইরওয়া ৫/২৯২, হা/১৪৬৯-এর আলোচনা 'মুযারাবা' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ জমির মালিক

ও ফলের ক্রেতার মধ্যে লাভ-লোকসান অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসায়িক চুক্তি হ'তে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম ও শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে, গাছে মুকুল আসার পূর্বেই যদি বাগান ভাড়া দেওয়া হয়, তবে তা জায়েয। তাদের বক্তব্য, এটিই ওমর (রাঃ)-এর অভিমত এবং এ ব্যাপারে কোন ছাহাবী তাঁর বিরোধিতা করেননি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/১৫১-১৫২; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৬/২০৩-২০৮; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৮৪-৮৫)*। যেমন ওমর (রাঃ)-এর নিকট একজন ইয়াতীম ছিল। তিনি তার সম্পদগুলো তিন বছরের জন্য ভাড়া দিয়ে দেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২৫৮, ২৩৭২১, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উসায়েদ বিন হুযায়ের মারা গেলে তার কিছু ঋণ ছিল। তখন ওমর (রাঃ) তার বাগানটি দু'বছরের জন্য ভাড়া দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২৬০, ২৩৭২৩, সনদ যঈফ)*। আর 'কয়েক বছরের জন্য গাছ বা বাগান বিক্রয় নিষিদ্ধ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির জওয়াবে বিদ্বানগণ বলেন, বাগানের ক্রেতা যদি গাছের দেখাশুনা, পানি সেচ থেকে শুরু করে সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে এটা হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কেননা এটি জমি ভাড়া দেয়ার মতই *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৮৩-৮৪)*। এজন্য ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বাগান ভাড়া নেওয়া জমি ভাড়া নেওয়ার মতই। কারণ বাগান চাষাবাদ করে ফল ফলানো হয়, যেমন জমি চাষ করে ফসল ফলানো হয়। সুতরাং দুনিয়ায় যদি কোন বিশুদ্ধ ক্বিয়াস থাকে তাহ'লে এটি সেটি *(আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/২৬৩-৬৪)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : স্বামীর সাথে রাতে ঝগড়া হওয়ার পর সব মিটমাট হয়ে যায়। পরদিন স্বামী আমাকে তালাক সংশ্লিষ্ট একটা গান গেয়ে শোনান। কিন্তু পরে কসম করে বলেন যে তালাক দেয়ার কোন নিয়ত তার ছিল না। এক্ষণে এটা তালাক হবে কি?

-সাবীনা, ঢাকা।

উত্তর : তালাক হবে না। তালাকের জন্য শর্ত হচ্ছে নিয়তের সাথে মুখে সরাসরি তালাকের কথা উল্লেখ করে বলা বা লিখা। আর তালাকে কেনায়ার ক্ষেত্রে অন্তরে স্পষ্ট তালাক প্রদানের নিয়ত থাকতে হবে। যেহেতু স্বামী তালাক প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করছে, সেহেতু তাতে তালাক কার্যকর হয়নি *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/১২৪-১২৬)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : আমার সাথে একটি ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র রহমতে আমি তা থেকে বিরত হয়েছি। এক্ষণে আমরা মেসেজ করে মাঝে-মধ্যে খোঁজ-খবর নিতে পারব কি?

-সাদিয়া, ঢাকা।

উত্তর : কোন প্রকারের সম্পর্ক রাখা যাবে না। এতে শয়তান অবৈধ সুযোগ নিবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ৩৬)*। তিনি বলেন, বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যখন আল্লাহ্‌র জন্য কোন কিছু ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাকে তার থেকে কল্যাণকর কিছু দিবেন *(আহমাদ হা/২৩১২৪, সনদ ছহীহ)*। অতএব কোন প্রকার অন্যায় যোগাযোগ না রেখে বরং পূর্ণভাবে ইসলামী জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও বরকত।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : আমার পরিবার আছে। ছোট চাকুরী করি। কিন্তু কোন কারণে এখন চাকরী না থাকায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং দারুণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছি। আমি যাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: ঋণগ্রস্ত হিসাবে যাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। কারণ এটি যাকাতের ৮টি খাতের অন্যতম *(তওবাহ ৯/৬০; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৩১-৩৩৭)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : ওযূ করার সময় অঙ্গ সমূহ ধৌত করার মধ্যে সময়ের পার্থক্য কতক্ষণ রাখা যায়? অর্ধেক ওযূর পর যরূরী কোন কাজ চলে আসলে সেটা করে বাকি অর্ধেক সম্পন্ন করা যাবে কি?

-হাসীবুর রশীদ, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ওযূ করার সময় ধৌতকৃত অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বে বাকী অঙ্গগুলো ধৌত করতে হবে। যদি কারো অঙ্গ ধৌত করার পর বাকী অঙ্গগুলো ধৌত করার পূর্বে শুকিয়ে যায় তাহ'লে ওযূ বাতিল হয়ে যাবে *(শাওকানী, আস-সায়লুল জারার ৫৬ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৯৪; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৪২)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ওযূ করতে তার পায়ের ওপর নখ পরিমাণ অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যাও পুনরায় ভালভাবে ওযূ করে এসো। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) ওযূ করে ছালাত আদায় করল *(মুসলিম হা/২৪৩; আহমাদ হা/১৩৪)*। এক্ষণে অর্ধেক ওযূ করে বিশেষ কাজের কারণে ওযূর অঙ্গ শুকিয়ে গেলে পুনরায় ওযূ করতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : জনৈক ব্যক্তির শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্ত্রী তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। এক্ষণে তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দিতে হবে কি?

-ছায়েমা, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : ফেরত দিতে হবে। কারণ স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলা' বা বিবাহ বিচ্ছেদ হ'লে স্ত্রী তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দিবে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। তবে ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে সামাজিকভাবে মীমাংসা করে নিবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩২৩-২৫)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : বিভিন্ন বাহিনীতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্যালুট দিতে হয়। এতে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-আবু মু'আয, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : এটি একটি অনৈসলামিক সংস্কৃতি, যা পরিত্যাজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণে সালাম দিয়ো না। কেননা তারা হস্ততালু, মাথা ও ইশারার মাধ্যমে সালাম প্রদান করে থাকে *(দায়লামী, ছহীহাহ হা/১৭৮৩)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইহূদীরা আঙ্গুল দিয়ে ইশারার মাধ্যমে এবং নাছারারা হস্ততালু দিয়ে ইশারার মাধ্যমে সালাম প্রদান করে *(তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯, সনদ হাসান)*। পক্ষান্তরে অভিবাদনের ইসলামী পদ্ধতি হ'ল সাক্ষাতে পরস্পরকে সালাম করা। এর জন্য কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা হ'লে সেটা বিদ'আত হবে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে সালাম প্রদান ও সালাম গ্রহণের যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে, তা অমুসলিমদের অনুকরণ। তবে এটি পরিবর্তনের জন্য উপরের কর্মকর্তাদের নিকট আবেদন করা কর্তব্য। ব্যর্থ হলে বাধ্যগত অবস্থায় অন্তরে ঘৃণা রেখে তা করা যেতে পারে *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : জনৈক ব্যক্তি ২০ বছর পূর্বে বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ী থেকে ২ লাখ টাকা যৌতুক নিয়েছিল। এখন উক্ত টাকা ফেরত দিতে চাইলে টাকার মূল্যমান অনুযায়ী বেশি দিতে হবে না সমপরিমাণ পরিশোধ করলেই চলবে?

-আবুল কাসেম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে গৃহীত সমপরিমাণ টাকাই ফেরত দিবে। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই' *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, মাসআলা নং ৩২৬১, ৪/২৩৯)*। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, যদি কেউ কাউকে কোন ঋণ দেয়, সে যেন তা আদায় করার শর্ত ব্যতীত অন্য কোন শর্ত না করে' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : আমি আমার পিতা-মাতাকে না জানিয়ে মেয়ের পিতার অনুমতিক্রমে ছাত্রজীবনে বিবাহ করি। যদিও মেয়ের পিতার পক্ষে তার খালু ও মামা স্বাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আমার পক্ষে দুই বন্ধু স্বাক্ষী ছিল। বর্তমানে আমার পরিবার সবকিছু মেনে নিয়েছে। উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছিল কি?

-আতীকুর রহমান, ভুগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহ সঠিক হয়েছে। কারণ বিবাহের জন্য ছেলের ক্ষেত্রে অভিভাবক শর্ত নয়। তবে ছেলের উচিৎ বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল রেখে বিবাহ করা। কারণ রাসূল (ছাঃ) কুফু বা সমতা দেখে সন্তানের বিবাহ প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। তাছাড়া পরিবারের সম্মতির দিকেও খেয়াল রাখা কর্তব্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : আমাদের ১৭ বছরের সংসারে একাধিক সন্তান রয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমাদের মাঝে ঝগড়া লেগেই থাকে। সবসময় অশান্তি। কেন জানি মনে হয় আমাদের বিয়ে সঠিকভাবে হয়নি। এক্ষণে আমরা নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিব কি? এটা করতে হ'লে কিভাবে করতে হবে?

-তমা খান, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : প্রথম বিবাহই যথেষ্ট। নতুন করে বিয়ে পড়তে হবে না। সংসারে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনতে হ'লে ইসলামের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও একে অপরের প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে সংসার সুখী হবে ইনশাআল্লাহ *(বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'বিবাহ, পরিবার ও সন্তান-প্রতিপালন' বই)*। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবে।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : পিতা-মাতার সেবা করার জন্য মাঝে-মধ্যে জামা'আতে ছালাত ত্যাগ করতে হয়। এছাড়া উক্ত কারণে অধিকাংশ সময় যদি সুন্নাত ছালাত ত্যাগ করতে হয় তবে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-সাজ্জাদুল ইসলাম, বরিশাল।

উত্তর : পিতা-মাতার খেদমত করা অপরিহার্য। আবার জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। এক্ষণে পিতা-মাতার পাশে থাকার মত অন্য কেউ থাকলে তাকে রেখে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। আর যদি কেউ না থাকে তাহ'লে পিতা-মাতার খেদমতকে অগ্রাধিকার দিবে এবং বাসায় ছালাত আদায় করবে *(বাহূতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ১/৪৯৫; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। আর সুন্নাত ছালাতগুলো আদায় করার চেষ্টা করবে। কারণ এতে অনেক ছওয়াব রয়েছে। মসজিদে সুযোগ না পেলে বাড়ী এসে পড়বে। বাধ্যগত অবস্থায় ছেড়েও দেওয়া যাবে। তবে সর্বদা আদায় করার নিয়ত রাখতে হবে, যেন অবহেলা প্রকাশ না পায় *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৮৩-২৮৪)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : কিছুদিন আগে আমি একজনের নিকট থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে তা পরিশোধ করার সময় ঐ ব্যক্তি ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানায়। উক্ত টাকা কি আমি ভোগ করতে পারব, না দান করে দিতে হবে?

-নুছরাত, রাজশাহী।

উত্তর : ঋণদাতা স্বেচ্ছায় ও খুশী মনে ছেড়ে দিলে তা ভোগ করায় দোষ নেই। আর ভুলে গিয়ে ছেড়ে দিলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। তাতেও স্মরণ না হ'লে তার নামে দান করে দিবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫/৩৮৫, ১৯/১৯১)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : আমার স্ত্রী পাইলসে আক্রান্ত। আমার যেলায় অভিজ্ঞ কোন মহিলা সার্জন নেই। অন্য যেলায় নিয়ে

দেখানোও আমার সাধ্যের বাইরে। এক্ষণে পুরুষ চিকিৎসক দেখানো জায়েয হবে কি?

-আমীনুল হক, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কোন উপায় না থাকলে পুরুষ সার্জনের মাধ্যমে যথাসাধ্য পর্দা বজায় রেখে অপারেশন করানো যেতে পারে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২১/৪৩৯; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/০২)*। তবে মহিলা চিকিৎসককে দেখানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। আর অর্থনৈতিক বিষয়টি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে করলে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, 'বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন *(তালাক ৬৫/২)*। তিনি আরো বলেন, 'বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কর্ম সহজ করে দেন' *(তালাক ৬৫/৪)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : জুম'আর দিন গোসল করা মেয়েদের জন্যও কি সুন্নাত?

-ছাদেকা, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : যেসব মহিলা জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে যেতে চান তাদের জন্য গোসল করা সুন্নাত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পুরুষ এবং নারীর যে কেউ জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে আসবে সে যেন গোসল করে' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৫২)*। তিনি বলেন, হে মুসলিমগণ! জুম'আর দিনকে আল্লাহ ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমরা গোসল করো' *(মালেক)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাতে আসতে চায়, সে যেন গোসল করে' *(ইবনু মাজাহ হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৩৯৮)*। উক্ত হাদীছে নারী-পুরুষ সকল মুমিনকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : আমি ১ লাখ ২০ হাযার টাকা জামানত দিয়ে ২৪ শতাংশ জমি বন্ধক নিয়েছি এবং চাষাবাদ করে খাচ্ছি। উক্ত জমি থেকে প্রতি বছর জমির ভাড়া বাবদ মালিক ১ হাযার টাকা করে কেটে নেন। এখন জমি চাষাবাদ করে খাওয়া আমার জন্য জায়েয হচ্ছে কি?

-আমীনুল ইসলাম, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তর : এটি জায়েয হবে না। কেননা কারবারটি জমি বন্ধকী প্রথার অন্তর্ভুক্ত, যা নিষিদ্ধ। তাছাড়া এখানে মেয়াদকাল অনির্ধারিত। আর ইসলামী শরী'আতে অস্পষ্ট ব্যবসা হারাম *(মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৭/৪৯-৫০)*। এটি এক ধরনের প্রতারণা। আর প্রতারণাপূর্ণ ব্যবসা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩)*। নববী বলেন, 'অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয় *(আল-মাজমূ' ৯/৩৩৯)*। অতএব এ জাতীয় ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এর পরিবর্তে বাৎসরিক লীজ বা ভাড়া হিসাবে ভূমি গ্রহণ করলে সে ব্যবসা হালাল হবে *(ফাৎহুল বারী ৫/৩২-৩৪; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৭৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : ছাদাক্বাতুল ফিৎর অমুসলিম তথা হিন্দুদের মাঝে বিতরণ করা যাবে কি?

-আল-আমীন, নাটোর।

উত্তর : ফরয ছাদাক্বা যাকাত, ওশর, ছাদাক্বাতুল ফিতর কেবল মুসলিম হকদারদের জন্য নির্দিষ্ট, অমুসলিমদের জন্য নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/১৪২, ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৪৮৭)*। তবে যদি তাদের অন্তরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকে কিংবা তাদের কোন বিশিষ্ট জনের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদেরকে ফরয ছাদাক্বা দেয়া যেতে পারে *(তাওবা ৬০, বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : একজন অবিবাহিত মেয়ে যেনায় লিপ্ত হয়ে পেটে অবৈধ সন্তান ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় তার (উক্ত বিষয়টি গোপন করে) বিয়ে হয়ে যায়। কোন এক সময় তার স্বামী বিষয়টি জানতে পারে। এমতাবস্থায় স্ত্রী বা স্বামীর জন্য বাচ্চা নষ্ট করা বৈধ হবে কি?

-হাতেম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বিবাহ বাতিল করে দিতে হবে এবং পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা গর্ভবতী অবস্থায় বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত বিবাহ সংঘটিত হয় না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/১০৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২১/৪৬)*। জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পর বুঝতে পারে যে, তার স্ত্রী পূর্ব থেকে গর্ভবতী। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিচার দেওয়া হ'লে তিনি তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন *(বায়হাক্বী ৭/৮৯, হা/১৩৮৯৪)*। রাসূল (ছাঃ) আওত্বাস যুদ্ধে লব্ধ বন্দীনীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন যে, সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত গর্ভবতীর সাথে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ঋতুবতীর সাথে যেন কেউ সহবাস না করে *(আবুদাউদ হা/২১৫৭; মিশকাত হা/৩৩৩৮, সনদ ছহীহ)*। হুনায়েন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য অপরের শস্যক্ষেত্রে নিজের পানি সিঞ্চন করা বৈধ নয়। বর্ণনাকারী বলেন, অন্যের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন দ্বারা তিনি গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা বুঝিয়েছেন *(আবুদাউদ হা/২১৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৫৪)*। আর গর্ভের সন্তানটি নষ্ট করা যাবে না। সে তার মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৩১২)*। আর মা দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ হ'লে সমাজ বা সরকার তার দায়িত্ব নিবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবকিছু করা যাবে কি? এতে যদি মযী নির্গত হয় তাহ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-দেলোয়ার হোসাইন, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছিয়ামরত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত অন্তরঙ্গ হওয়া জায়েয। তবে সাবধান থাকতে হবে, যেন এমন কাজ না করা হয়, যাতে ছিয়াম ভঙ্গ হওয়াসহ ক্বাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মযী নির্গত হওয়াতে ওযূ ভঙ্গ হ'লেও ছিয়াম ভঙ্গ হয় না *(মুগনী ৩/১২৯; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৩৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/২৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : আল্লাহ বলেন, তোমাদের উপর যেসব

বিপদাপদ আসে তা তোমাদেরই কর্মফল। অন্যদিকে হাদীছে এসেছে নবীগণ সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত। এক্ষণে এর হিকমত কি?

-বাহারুল আলম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা দু'টি কারণে বিপদ-আপদ দেন। **প্রথমতঃ** পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল *(শূরা ৪২/৩০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে *(রূম ৩০/৪১)*। **দ্বিতীয়তঃ** আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করে গুনাহমুক্ত করতে চান ও উত্তম পুরস্কার দিতে চান। যেমন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের শেষে বলেন, 'আর তিনি তোমাদের অনেক পাপ মার্জনা করে দেন' *শূরা ৪২/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকরগুযার হয় আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখ-মুছীবতে আক্রান্ত হ'লে ছবর করে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*। তিনি আরো বলেন, 'কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে কোন কাটার আঘাত কিংবা তার চাইতেও কোন নগণ্য আঘাত লাগলে আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কিংবা তার একটি গুনাহ মোচন করে দেন' *(মুসলিম হা/২৫৭২)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কোন মানুষের জন্য যখন কোন মর্যাদা নির্ধারিত হয়, যা সে আমল দিয়ে লাভ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তাকে তার শরীরে অথবা তার সন্তান-সন্ততির ওপর বিপদ ঘটিয়ে পরীক্ষা করেন। এতে তাকে ধৈর্যধারণ করারও শক্তি দান করেন। যাতে সেরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা আল্লাহ্র তরফ হ'তে তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে' *(আবূদাঊদ, ছহীহাহ হা/২৫৯৯)*। তিনি আরো বলেন, 'বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্টি (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহ্র পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, ছহীহাহ হা/১৪৬)*। অতএব কুরআন এবং হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : মক্কায় প্রবেশের সময় কোন দো'আ পাঠের বিধান আছে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, মুণ্ডুমালা, রাজশাহী।

উত্তর : মক্কায় প্রবেশের জন্য বিশেষ কোন দো'আ কুরআনে বা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। বিভিন্ন বই-পুস্তকে এ বিষয়ে যে সকল দো'আ পাওয়া যায় সেগুলো সনদবিহীন। অতএব মাসনূন বা রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত দো'আ হিসাবে কিছু পাঠ করা যাবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/২৫৯; মাওয়ার্দী, আল হাবী ৪/১৩২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : কাফির-মুশরিকেরা দো'আ করলে তাদের দো'আ কবুল হয় কি?

-আজমল, গাযীপুর।

উত্তর : কাফির-মুশরিকেরা নির্যাতিত হ'লে এবং আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলে তাদের দো'আ কবুল হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং তার কষ্ট দূর করে দেন *(নমল ২৭/৬২)*। উক্ত আয়াতে মুসলিম ও অমুসলিমকে আলাদা করা হয়নি। যখন সমুদ্রের তরঙ্গ সমূহ তাদেরকে ঘনকালো মেঘপুঞ্জের ন্যায় আচ্ছাদিত করে, তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে পৌঁছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়। বস্তুত সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল আমাদের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে থাকে *(লোকমান ৩১/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মাযলূমের বদ দো'আ থেকে সতর্ক থাক। কারণ আল্লাহ ও মাযলূমের দো'আর মাঝে কোন পর্দা থাকে না *(বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িমসহ বিদ্বানগণ বলেন, কাফির, ফাসিক বা পাপাচারীও নির্যাতিত হ'লে এবং দো'আ করলে তাদের দো'আ কবুল হ'তে পারে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১/২০৬; ইগাছাতুল লাহফান ১/২১৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : আমার কাছে ৩ লক্ষ ৫০ হাযার টাকা আছে। আমি এই টাকা ব্যাংকে রেখে সূদ নিয়ে তা গরীব মাদ্রাসা ছাত্রীকে দিতে পারবো কি?

-খায়রুল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : সূদী ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা হারাম। বরং এর পরিবর্তে সে উক্ত টাকা দিয়ে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারে অথবা বৈধ কোন স্থানে বিনিয়োগ করে লাভবান হয়ে অসহায়কে সাহায্য করতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৩৪৩; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৪১৪; ওছায়মীন, ফাতাওয়া মানারুল ইসলাম ২/৪৩৩-৩৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে একজনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য জনের শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়। কারো কিডনী নষ্ট হলে অন্যের দুটি কিডনীর একটি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এক্ষণে জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা জায়েয হবে কি?

-হেলালুদ্দীন, ঢাকা।

উত্তর : এ বিষয়ে বিদ্বানদের মতভেদ রয়েছে। আধুনিক যুগের বিদ্বানদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে আপত্তি করেছেন তাদের মধ্যে শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, একদল বিদ্বান মরণোত্তর দেহদান জায়েয বললেও আমার নিকট তা হাদীছে নিষিদ্ধ অঙ্গহানি মনে হয়। সেজন্য অঙ্গদান থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৪১৬-১৭)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আমার নিকট যেটা প্রনিধানযোগ্য মনে হয়েছে তা হচ্ছে-শরীর কোন অঙ্গ কাউকে দান করা জায়েয নয়' *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/০২)*।

তবে সার্বিক পর্যালোচনায় এবং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণার্থে কিছু শর্ত সাপেক্ষে জীবদ্দশায় বা মরণোত্তর অঙ্গদান করা যেতে পারে। যেমন- ১. অঙ্গগুলি অবশ্যই এমন হ'তে হবে যেগুলি বংশ, উত্তরাধিকার বা সাধারণ ব্যক্তিত্বের উপর কোন প্রভাব না ফেলে। যেমন অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের কোষ ইত্যাদি। ২. দাতাকে অবশ্যই জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হ'তে হবে। ৩. গ্রহীতা হত্যাযোগ্য অপরাধী হবে না, ৪. স্থানান্তর এমনভাবে হওয়া যাবে না, যা মানুষের মর্যাদা লঙ্ঘন করে; যেমন বিক্রি করা। বরং তা অনুমতি ও দানের মাধ্যমে হ'তে পারে। ৫. যে ব্যক্তির কাছে অঙ্গ স্থানান্তর করা হয় তাকে অবশ্যই মুসলিম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এমন অমুসলিম হ'তে হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪২/১২২, ৪৩/২৩৪)*।

এক্ষেত্রে আরো কিছু শর্ত লক্ষ্যণীয়। যেমন- (১) দাতার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। (২) দাতার স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গদানের অছিয়ত থাকা। (৩) ওয়ারিছগণের পূর্ণ সমর্থন থাকা। (৪) অঙ্গ ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্বাচিত অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হওয়া। (৫) কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন না হওয়া। (৬) যদি কোন মৃত বেওয়ারিছ হয়, তাহ'লে তার অঙ্গ কিছুতেই ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাবে না ইত্যাদি *(ক্বারারু মাজমা'ইল ফিক্বহিল ইসলামী; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৫/১১২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : জেনারেল লাইনে পড়ুয়া ছাত্রদের বিদেশী লেখকের বই কিনতে হয়। কিন্তু মূল বইয়ের মূল্য অনেক বেশী হওয়ায় সাধারণ পরিবারের পক্ষে কেনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কপিরাইটের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশে এগুলো বইয়ের ফটোকপি বিক্রি করা হয় এবং প্রায় সবাই সেগুলো ক্রয় করে। এসব বই কেনা বা বিক্রির বিধান কি?

-আদীব রায়হান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : নিজে পড়ার জন্য ফটোকপি করা জায়েয। তবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কপি প্রিন্ট করা জায়েয নয় *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৯/১৭৮)*। কারণ এতে মূল প্রকাশক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। আর ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কেউ অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব কেবল এলাকার মহিলাদের নিয়ে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করেন। এভাবে আলাদা ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-মাসঊদুর রহমান, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : ঈদের ছালাত নারী-পুরুষ সবাই জামা'আতের সাথে মাঠে আদায় করবে। এক্ষণে নারীদের জন্য যদি ঈদের ময়দানে ছালাতের ব্যবস্থা না থাকে তাহ'লে তারা কোন পুরুষ ইমামের নেতৃত্বে মসজিদে অথবা নিজেরা মসজিদ বা বাড়িতে আদায় করে নিতে পারে। যাকওয়ান (রাঃ)-এর ইমামতিতে আয়েশা (রাঃ) সহ অন্যান্য নারীরা ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী ৩/১৬৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৭৭; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৩৪৯)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেই ইহূদী এবং অস্ত্র ব্যবসার সুবিধাভোগী। তাই ইচ্ছা করলেও তিনি অস্ত্র শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। ফলে আল্লাহ্র গযব নেমে এসেছে ব্যাপকভাবে। অথচ তাদের উচিত ছিল আফ্রিকার মরু-অধ্যুষিত দেশ নামিবিয়ার উত্তরাঞ্চলে মাটির নীচে সুপেয় পানির যে বিশাল আধার আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দিয়ে আগামী অন্তত ৪০০ বছর এতদঞ্চলের লাখো মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে, সেটি উঠিয়ে ব্যবহার করা। কেবল নামিবিয়া নয়, বরং প্রত্যেক দেশেরই মাটির নীচে আল্লাহ বান্দার জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সকল রূযীর উৎস সঞ্চিত রেখেছেন *(লোকমান ২০)*। বান্দার উচিত ছিল পরস্পরে যুদ্ধ না করে সেগুলি উঠিয়ে সেগুলি জনকল্যাণে বিতরণ করা।

বর্তমান ইউরোপ সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ উত্তপ্ত হচ্ছে তাদের পাপের কারণে। ২০২৩ সালে সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল, হিট স্ট্রোক, ভারী বৃষ্টিপাত এখানেই দেখা গিয়েছে। আমেরিকায় আত্মহত্যার হিড়িক পড়েছে। ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীন-রাশিয়াসহ বাকী বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি জীবাশ্ম জ্বালানী পুড়িয়ে আবহাওয়াকে তপ্ত করছে। ফলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফল ও ফসল বিনষ্ট হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য সংকট। পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ পানি হওয়া সত্ত্বেও পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে সর্বত্র। মানুষের স্বভাবে দেখা দিয়েছে নিষ্ঠুরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। বস্তুবাদী আমেরিকার হিংস্র থাবায় প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হচ্ছে ফিলিস্তীন। মানবতা সেখানে ভূলুণ্ঠিত।

গাযায় হামাসের হাতে এখনও বন্দী থাকা ১৩৩ ইস্রায়েলী বন্দীকে ফিরিয়ে আনতে নেতানিয়াহু সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ইস্রায়েল জুড়ে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকায় ইস্রায়েলী দূতাবাসের সামনে সেখানকার ইহূদীরা 'জেনোসাইড' (গণহত্যা) সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব মতে, গাযার প্রায় ৮৫ শতাংশ অধিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছে। খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে সেখানকার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছে। অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইস্রায়েল গাযার ওপর ব্যাপকভাবে অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। হাযার হাযার মানুষ খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছে। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ত্রাণবাহী ট্রাক ও লরী সেখানে প্রবেশ করছে। গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, সেখানে এখন পর্যন্ত ৩৪ হাযারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ৭৬ হাযারের বেশি মানুষ। ইস্রাঈল ও মিসরের নিরপেক্ষ রাফাহ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ১৯ লাখ ফিলিস্তীনী। তাদের বোবা কান্নায় ভারী হচ্ছে আকাশ-বাতাস। আল্লাহ সবই দেখছেন। তাঁর প্রতিশোধ নেমে আসবেই। যেমন এসেছে ইতিপূর্বেকার বহু অপরাজেয় যালেম শক্তির উপর। আজকের ইস্রায়েলও তাই অপরাজেয় নয়। ইতিহাস থেকে তাদের নাম মুছে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

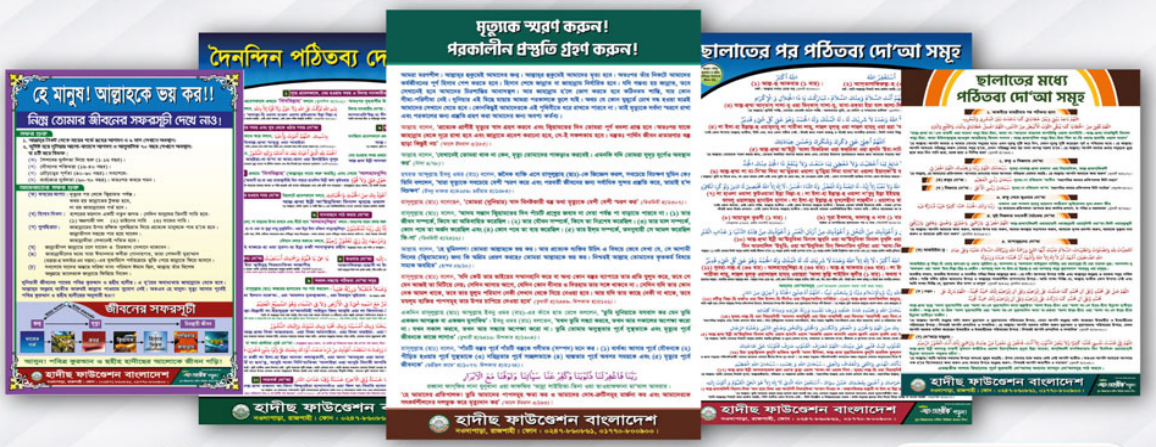

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

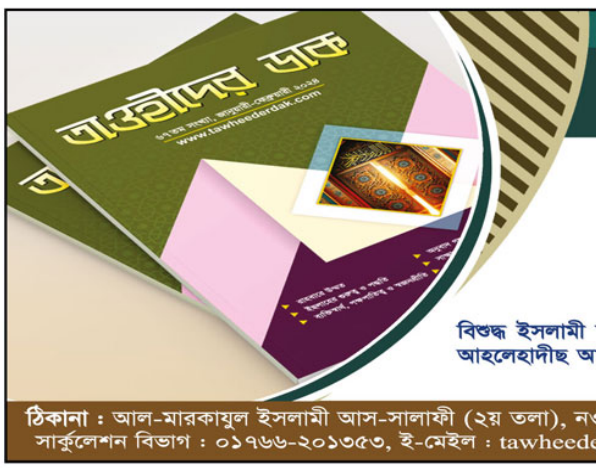

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩, ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭০৯-৫১৫২৮।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 8, May 2024

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

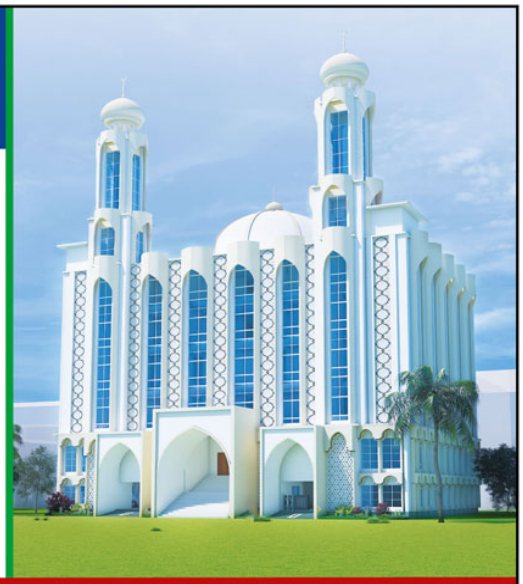

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

হজ্জ ও ওমরাহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- হজ্জ ও ওমরাহ্র পরিচয় ও গুরুত্ব।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র বিস্তারিত বিবরণ।
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট এবং হজ্জের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ।
- হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।
- মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ।
- এক নযরে হজ্জ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com